মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত (০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১) কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রিপোর্ট অধিশাখা
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়াবলি				পৃষ্ঠা
	নির্বাহী সারসংক্ষেপ				**i-xxi**
১.	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**				**১-১৪৭**
২.	**মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন**				
	(ক)	**অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি)**			**১৪৯-১৭৫**
		ক.১	মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধি		১৪৯
		ক.২	অর্থনৈতিক বিষয়		১৪৯-১৫০
		ক.৩	সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)		১৫০
		ক.৪	বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান		১৫০
		ক.৫	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ		১৫১
		ক.৬	উন্নয়ন প্রকল্প		১৫১
		ক.৬.১	অবকাঠামো উন্নয়ন		১৫১-১৭১
		ক.৭	দারিদ্র্য নিরসন		১৭১
		ক.৮	কর্মসংস্থান		১৭১
		ক.৯	প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ-লোকসান		১৭১
		ক.১০	উৎপাদন বিষয়ক		১৭২-১৭৫
			ক.১০.১	কৃষি/শিল্পপণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি	১৭২-১৭৩
			ক.১০.২	বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও পানি	১৭৩-১৭৫
			ক.১০.২.১	বিদ্যুৎ সরবরাহ	১৭৩
			ক.১০.২.২	২০২০-২১ অর্থবছরে চুক্তি-স্বাক্ষরিত, চালুকৃত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য	১৭৩
			ক.১০.২.৩	বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস	১৭৪
			ক.১০.২.৪	জ্বালানি তেলের সরবরাহ	১৭৪
			ক.১০.২.৫	মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ	১৭৪-১৭৫
		ক.১১	বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ		১৭৫
		ক.১২	পর্যটক (স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা)		১৭৫

ক্রমিক	বিষয়াবলি				পৃষ্ঠা
	(খ)	**প্রশাসনিক**			**১৭৫-১৯১**
		খ.১	জনবল		১৭৫-১৭৬
		খ.২	উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ ও সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ		১৭৬
		খ.৩	নিয়োগ ও পদোন্নতি		১৭৬
		খ.৪	শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা		১৭৬
		খ.৫	অডিট আপত্তি		১৭৬-১৭৭
		খ.৬	সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা		১৭৭
		খ.৭	তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার		১৭৭-১৮৯
		খ.৮	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি		১৮৯
		খ.৯	সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সংখ্যা		১৮৯
		খ.১০.ক	সরকারি কাজে রাষ্ট্রপ্রধানের বিদেশ সফর		১৯০
		খ.১০.খ	সরকারি কাজে সরকার প্রধানের বিদেশ সফর		১৯০
		খ.১১	বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার-প্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর		১৯০-১৯১
		খ.১২	মন্ত্রী ও সচিবগণের ভ্রমণ/পরিদর্শন		১৯১
	(গ)	**আইন-শৃঙ্খলা**			**১৯১-১৯৩**
		গ.১	অপরাধ		১৯১
		গ.২	কারাবন্দি		১৯১-১৯২
		গ.৩	মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি		১৯২
		গ.৪	আইন প্রণয়ন		১৯২
		গ.৫	দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ		১৯২
		গ.৬	সীমান্ত-সংঘর্ষ		১৯৩
		গ.৭	সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের জীবনহানি		১৯৩
		গ.৮	ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য		১৯৩
	(ঘ)	**সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম**			**১৯৩-২১৬**
		ঘ.১	শিক্ষা		১৯৩-১৯৬
			ঘ.১.১	প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৩
			ঘ.১.২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বছর বয়স)	১৯৪
			ঘ.১.৩	সাক্ষরতা	১৯৪
			ঘ.১.৪	মাধ্যমিক শিক্ষা (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ)	১৯৪-১৯৫
			ঘ.১.৫	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১৯৫
			ঘ.১.৬	চিকিৎসা শিক্ষা	১৯৫-১৯৬

ক্রমিক	বিষয়াবলি			পৃষ্ঠা
	ঘ.২	**স্বাস্থ্য**		**১৯৬-১৯৭**
		ঘ.২.১	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	১৯৬
		ঘ.২.২	স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যয় ও অবকাঠামো	১৯৬-১৯৭
	ঘ.৩	**হজ সংক্রান্ত**		**১৯৭**
	ঘ.৪	**সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি**		**১৯৭-২১৬**
	ঙ.	**মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**		**২১৭-৫৯১**
	১.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ		২১৭-২২২
	২.	অর্থ বিভাগ		২২২-২৩১
	৩.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ		২৩১-২৩৪
	৪.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ		২৩৪-২৪৪
	৫.	আইন ও বিচার বিভাগ		২৪৫-২৪৮
	৬.	কৃষি মন্ত্রণালয়		২৪৮-২৫২
	৭.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ		২৫২-২৫৪
	৮.	খাদ্য মন্ত্রণালয়		২৫৪-২৫৭
	৯.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		২৫৭-২৬৩
	১০.	জন বিভাগ		২৬৪-২৬৫
	১১.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়		২৬৫-২৭২
	১২.	জননিরাপত্তা বিভাগ		২৭২-২৭৮
	১৩.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ		২৭৮-২৮১
	১৪.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ		২৮১-২৮৬
	১৫.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়		২৮৬-২৯৩
	১৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ		২৯৩-৩১১
	১৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়		৩১১-৩১৪
	১৮.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		৩১৪-৩১৭
	১৯.	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়		৩১৭-৩২০
	২০.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		৩২০-৩৪৫
	২১.	পরিকল্পনা বিভাগ		৩৪৫-৩৪৮
	২২.	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ		৩৪৮-৩৪৯
	২৩.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়		৩৪৯-৩৫০
	২৪.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		৩৫০-৩৫৩
	২৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		৩৫৩-৩৫৭

ক্রমিক	বিষয়াবলি		পৃষ্ঠা
	২৬.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৫৭-৩৬১
	২৭.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৬১-৩৬৭
	২৮.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩৬৭-৩৮৮
	২৯.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৮৮-৩৯২
	৩০.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৯২-৩৯৪
	৩১.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৩৯৪-৩৯৬
	৩২.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩৯৬-৪২৫
	৩৩.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৪২৫-৪২৭
	৩৪.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৪২৭-৪৩৯
	৩৫.	বিদ্যুৎ বিভাগ	৪৩৯-৪৪১
	৩৬.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৪৪১-৪৫০
	৩৭.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৪৫০-৪৫৪
	৩৮.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪৫৪-৪৬৩
	৩৯.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৪৬৩-৪৮১
	৪০.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৮১-৪৮৫
	৪১.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৮৫-৪৮৬
	৪২.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৪৮৬-৪৯৪
	৪৩.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪৯৪-৪৯৬
	৪৪.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪৯৬-৫০০
	৪৫.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৫০০-৫১১
	৪৬.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৫১১-৫১৯
	৪৭.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫১৯-৫২০
	৪৮.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫২০-৫২৪
	৪৯.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫২৫-৫৩০
	৫০.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৫৩১-৫৫৩
	৫১.	সেতু বিভাগ	৫৫৩-৫৫৫
	৫২.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৫৫৫-৫৫৭
	৫৩.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৫৫৭-৫৬৭
	৫৪.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৫৬৭-৫৮৯
	৫৫.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৫৮৯-৫৯১
৩.	**সুপারিশ**		**৫৯১-৫৯২**

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-ক	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	৫৯৩-৬০৮
পরিশিষ্ট-খ	২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও লাভের পরিমাণ	৬০৯-৬১১
পরিশিষ্ট-গ	২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও অন্যান্য তথ্য	৬১২-৬১৩
পরিশিষ্ট-ঘ	অডিট রিপোর্টে সন্নিবেশিত গুরুতর অনিয়মের তথ্যাদি	৬১৪-৬১৬
পরিশিষ্ট-ঙ	২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহ	৬১৭
পরিশিষ্ট-চ	২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত নীতিমালা	৬১৮
পরিশিষ্ট-ছ	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণীত/সংশোধিত বিধিমালা ও নীতিসমূহ	৬১৯-৬২৩
পরিশিষ্ট-জ	২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য বড় চ্যালেঞ্জসমূহ	৬২৪-৬২৫
পরিশিষ্ট-ঝ	বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত পদক ও সম্মাননাসমূহ	৬২৬-৬২৭
পরিশিষ্ট-ঞ	২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম	৬২৮-৬৩২

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996-এর Rule 25(3) অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংকলন করে পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৯-২০) সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণসহ 'মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সরকারের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক, সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রতিবেদনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন শেষে 'রূপকল্প ২০৪১'-কে বিবেচনায় নিয়ে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান, উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়ার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণিতে উত্তরণের সকল যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়নের পর অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'। পরিকল্পিত, টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আর্থসামাজিক ও বিনিয়োগধর্মী কর্মসূচি, প্রকল্প এবং কার্যক্রম। এর ফলে বৈশ্বিক মহামারি করোনার আঘাত সত্ত্বেও ইতিবাচক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে যা সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকসমূহ ও সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়।

৩. ২০২০-২১ অর্থবছর ছিল করোনা সংকট মোকাবিলার একটি বছর। এ প্রেক্ষাপটে কোভিড-১৯ হতে জনসাধারণের জীবনরক্ষা এবং একইসঙ্গে আর্থসামাজিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সরকার 'Whole of the Government Approach' গ্রহণ করে। করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করে অর্থনীতিকে দ্রুত পুনর্গঠন এবং অর্থনীতির গতি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সরকার কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি একটি সামগ্রিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

৪. করোনার সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি ও বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ শুধু প্রান্তিক আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি করেনি, উপরন্তু বেসরকারি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ পরিস্থিতিতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা, ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি এবং বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা-এ চারটি প্রধান কৌশলগত দিক বিবেচনায় নিয়ে জুন ২০২১ পর্যন্ত সরকার ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৩ কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ ঘোষণা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সময়োপযোগী ও কার্যকর প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন কর্মসৃজন ও কর্মসুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এ প্যাকেজসমূহের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ৯৬,২৩৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৬,২১,৫৮,৬৮২ জন ও ১,০৮,৯৭৭টি প্রতিষ্ঠান।

৫. ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪৩ শতাংশ (সাময়িক) এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ২,৫৫৪ মার্কিন ডলার নিরূপিত হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূববর্তী অর্থবছরে

তুলনায় ৩৬.০৮ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০২১ তারিখের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩,২৮,৫৯৮ কোটি টাকা, যা পূববর্তী অর্থবছরে তুলনায় ২৩.৫৭ শতাংশ বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি ১৫.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয় যা বিশ্বমন্দা ও করোনা সংকট কাটিয়ে রপ্তানির গতি পুনরায় ফিরে পাওয়ার আভাস দিচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল ১৪.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২৯.২৯ শতাংশ বেশি।

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়কর আহরিত হয় ৮৫,২৪৪.১৭ কোটি টাকা যাতে প্রবৃদ্ধি বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১৯.২৫ শতাংশ বেশি। আয়কর আইনে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং অন্যান্য করদাতা-বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন ১৩,৩১,১৫২ জন করদাতা E-TIN গ্রহণ করেছেন। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট করদাতার সংখ্যা ৬৩,৭৪,১২২ জনে উন্নীত হয়েছে।

৭. ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৩৪টি ঋণ ও ৬৩টি অনুদান-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার আর্থিক সংশ্লেষ ৯,৩৪৯.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একইসময়ে ১,৯১৪.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ইপিজেড ও নন-ইপিজেড) হয় প্রায় ২.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় ও শতভাগ বিদেশি এবং যৌথ বিনিয়োগে মোট ১,০৯৫টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নিবন্ধিত শিল্পে মোট ১,৮০,৭৮৬ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতায় মোট স্থানীয় বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৬১.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৩.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে মোট ৭,২০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং জীবন বীমা কর্পোরেশন শিক্ষার্থীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' চালু করে। একইসময়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতায় তফসিলি ব্যাংকসমূহ সর্বমোট ২৫,৫১১.৩৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.০৩ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষির তিনটি প্রধান খাত শস্যখাতে ১২,৮৮৯.৩১ কোটি টাকা, মৎস্য খাতে ২,৯৫০.২৯ কোটি টাকা এবং প্রাণিসম্পদ খাতে ৩,৫২৮.৪০ কোটি টাকাসহ মোট ১৯,৩৬৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচির আওতায় ৬২,৩৬১ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৯৭১.৩০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পুঁজিবাজারে ১৬টি কোম্পানিকে প্রাথমিক গণ-প্রস্তাবের মাধ্যমে নতুন ১,৬৮৪.৭৯ কোটি টাকা, ০২টি কোম্পানিকে রাইটস ইস্যুর মাধ্যমে ৭৭.৭৭ কোটি টাকা, ২৪টি কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে ১১,০২৯.৫২ কোটি টাকা মূলধন উত্তোলন এবং ১১টি বেমেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে ২২০ কোটি টাকা উত্তোলনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যা পুঁজিবাজারের ক্রমবিকাশ নির্দেশ করে থাকে।

৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক-এর মাননীয় চেয়ারপার্সনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৭টি একনেক সভায় মোট ১৬৯টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৩৪,১০৬.৮৫ কোটি টাকা (জিওবি ১,৪২,৭৬৭.১৬ কোটি টাকা, নিজস্ব অর্থায়ন ৪,৪১১.৭৬ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ৮৬,৯২৭.৯৩ কোটি টাকা)। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনূর্ধ্ব ৫০ কোটি প্রাক্কলিত ব্যয় সংবলিত ৫৪টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২,৫২২.২৭ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০৯,২৭২ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১,৯৪৯টি যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৬৯৩টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৪৬টি, নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প ১০১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ০৯টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি'তে বরাদ্দ ২,০৯,২৭২ কোটি টাকার বিপরীতে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, মোট ব্যয় ১,৭২,০৫০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮২.২১ শতাংশ এবং সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ৩৪৫টি।

১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ১,৯৪৩টি। এর মধ্যে সরকারের ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০৮টি। এসব চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পর্যবেক্ষণসহ মোট ৬৩৮টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১. ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৫৫.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আলু ১০৬.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ডাল জাতীয় ফসল ৯.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন, পেঁয়াজ ৩৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৭৭.২৫ লক্ষ বেল। সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে সারাদেশে ৩০,১৪৫ হেক্টর সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন মেয়াদে ২৪.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫.২২ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি, ৭.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি এবং ১৪.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি সার সাশ্রয়ীমূল্যে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১১,০০০টি মিশ্র ফল বাগান, ৪,৫০০টি বাণিজ্যিক ফলবাগান ১৭,০০০টি বসতবাড়ি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।

১২. কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সার, বিদ্যুৎ, ইক্ষু ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) অব্যাহত রেখেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৯,৫০০ কোটি টাকা হতে ৭,৬৩২ কোটি টাকা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়। উন্নয়ন সহায়তা চালু রাখার ফলে একদিকে কৃষক সুষম সার ব্যবহার করতে পারছে এবং অপরদিকে কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পাচ্ছে। হাওরবেষ্টিত জেলাসমূহে করোনা অভিঘাতসহ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শতভাগ ধান কর্তন করে কৃষকের ঘরে আনা হয়েছে। 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলে ৭০ শতাংশ এবং সারাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি মূল্যে ২২১.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১,৩৬৯টি কম্বাইন হারভেস্টার, ২৪০টি রিপার ও ২২টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার বিতরণ করা হয়েছে।

১৩. গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া-সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষক কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০টি কলের মাধ্যমে কৃষকের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে।

১৪. ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের শিল্প খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এবং অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। লবণ মৌসুমে ১৬.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্য লবণ আয়োডিন সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ভোজ্যতেলের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ করে জনগণের ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত সমস্যা দূরীকরণে ২২.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' মিশ্রিত করে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতিবছর গড়ে ২০০টি পুরাতন জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের অনুমতি প্রদান করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২১৯টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে আমদানি করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ খাতে প্রায় ৩৫ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে এবং দেশের অর্থনীতিতে প্রতিবছর প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার অবদান রাখছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার, ৯১,৮৭০ মেট্রিক টন টিএসপি সার, ১,০২,১১৫ মেট্রিক টন ডিএপি সার উৎপাদন ও ১৩.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানিপূর্বক যথাযথভাবে বিতরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিসিক-এর মৌ পালন প্রকল্পের ফলে বর্তমানে দেশে প্রায় ২৫ হাজারের বেশি প্রশিক্ষিত মৌ চাষী রয়েছেন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে ৪,৬২০

মেট্রিক টন মধু উৎপাদিত হয়েছে। পাশাপাশি, বর্তমানে বিসিক শিল্পনগরীতে ৭৯৯টি রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট রয়েছে, যাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ৫৯,৪১৫ কোটি টাকা যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ। রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্পকে জিআই পণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬,৬৮০টি শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।

১৫. ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩৮টি আঞ্চলিক মেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৯৫টি বয়লারের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ৭,২৪০টি বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়ন নবায়ন করেছে। দেশে স্থানীয়ভাবে বয়লার নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে, ১৯১টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৭১ জন বয়লার অপারেটরকে যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। হালকা প্রকৌশল শিল্পে দেশের একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে মোটরসাইকেল শিল্প। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪৫টি মোটরগাড়ি এবং ১,০৭০টি মোটরসাইকেল সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২১৯টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিভাজন অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। পণ্যের মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ১৯৪টি পণ্যের মান প্রণয়ন এবং ৩,৫০৫টি পণ্যের গুণগত মান সনদ প্রদান, ৩,৩৯৩টি পণ্যের গুণগত মান সনদ নবায়ন করেছে। ভেজাল প্রতিরোধে ৩,০০৬টি মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টিম পরিচালনা এবং ৫,২৩,২৬০টি পদার্থ এবং ১৭,৮৯৭টি খাদ্য পণ্য, ৯১৬০টি জৈব ও অজৈব পণ্য পরীক্ষা করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৩,৮০৮টি ট্রেডমার্কস আবেদন, ২৫৫টি পেটেন্ট আবেদন ও ২,৬৯৫টি পণ্যের ডিজাইন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৬. তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,১০৩ জন তাঁতির মধ্যে ২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পাট ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্সিং কার্যক্রম অনলাইনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সোনালী আঁশ' শিরোনামে মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৬৪-এর আওতায় পাট ও পাটপণ্য ব্যবসা সংক্রান্ত জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৩,৮৯৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং লাইসেন্স ফি ও জরিমানা বাবদ মোট ৩,৯১,০১,৪৭ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১,৪২৪টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৯৫,৫৪,৮৯০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

১৭. ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৭১,৯৫৫ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে, এদের মধ্যে দক্ষ ৬১,৬৯১ জন, আধা-দক্ষ ১০,১৯৫ জন, স্বল্প-দক্ষ ১,৯৯,৮৩০ জন, উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ২৩৯ জন। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য চালুকৃত Amiprobashi Apps-এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীগণ তাদের তথ্য প্রদান করতে পারেন এবং তথ্য জানতে পারেন। করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২০-এর আওতায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে ৯০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবকদের গ্রামীণ এলাকায় ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি রিক্রুটিং কোম্পানি বোয়েসেলের মাধ্যমে ৫,০০০ মহিলা গার্মেন্টস কর্মীকে স্বল্প ব্যয়ে জর্ডানে প্রেরণ করা হয়েছে। বিনা অভিবাসন ব্যয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ১০০ জন সন্তানের বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় সীমিত পরিসরে মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস, ২০২১ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩,৮২৩ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে প্রায় ১৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিল হতে মৃত্যুজনিত কারণে ৯৩০ জনকে ১৮.৫২ কোটি টাকা, চিকিৎসা বাবদ ১,৬১৭ জনকে ৪.১৯ কোটি টাকা ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ২১৭ জনকে ৪৩ লক্ষ টাকা শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ০১টি বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক

১০,৬০৫ জনকে প্রশিক্ষণ, ৯৭,২৭২ জনকে স্বাস্থ্যসেবা, ৪৬,১৬৪ জনকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, ১,১০,৫৮১ জনকে বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৫০টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শিশু কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

১৯. কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ৬,৭৯,৭৭১ জন খামারীকে ৮১৮.৮৩ কোটি টাকা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে ১,৫৫,৯৭২ জনকে ৮৪ কোটি টাকার উৎপাদন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬৩,০৮১ জন খামারীকে ১,৪৪৩ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় সারাদেশে ৪৮৭টি উপজেলায় মোট ২১৭.৩৯ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। হালদা নদী হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,৫৮০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে যা থেকে ১০৫.৭৩ কেজি রেণু উৎপাদিত হয়েছে।

২০. 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা, ২০১৯' আলোকে বর্তমানে নিবন্ধিত মোট জেলের সংখ্যা ১৬,৮০,৯৭৮ জন। মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৩৬ জেলার ১৫২ উপজেলার ইলিশ আহরণে বিরত থাকা ৫,২৮,৩৪২টি জেলে পরিবারকে ২০ কেজি হারে ১০,৫৬৬.৮৪ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি-মে ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে চার মাসে ৩,৭৩,৯৯৬টি জেলে পরিবারকে মোট ৫৬,২২৪.৮৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালে ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ থাকাকালীন চট্টগ্রাম মহানগরীসহ উপকূলীয় ১৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলার মোট ২,৯৮,৫৯৫ জেলে পরিবারকে প্রথম কিস্তিতে ৪২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ৫৬ কেজি হারে মোট ১৬,৭২১.৩২ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক ০৬টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনাসহ বঙ্গোপসাগরে ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৩১টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির জাতপুটি, আঙ্গুস, খলসে ও বৈরালি মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করেছে। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের লাইভ জিন ব্যাংক স্থাপন এবং নতুন উদ্ভাবিত 'সুবর্ণ রুই' জাতটি মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

২১. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ডেইরিতে ছাগল ও মহিষের খামারে ১১,২৭,৫৬১ লিটার দুধ , ৫৮৬টি গাভী, ১,৫২১টি ছাগী ও ৬৭টি মহিষের বাচ্চা এবং হাঁস-মুরগির খামারে ৯৬,২৭,১৩৩টি ডিম, ৩৮,৬৭,৯৩৫টি হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় পোল্ট্রি টিকা প্রদানকারী কর্মী ৯,৮৯৪ জন, হাঁস পালনে ২১,৩৮২ জন, দুগ্ধ উৎপাদনে ৪৮,২২৪ জন, গবাদি হৃষ্টপুষ্টকরণে ৫৭,৭৬৮ জন, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণে ২১,৬৩৮ জন, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদনে ১১,৯২৮ জন, ব্রয়লার উৎপাদনে ১০,৪৬৮ জন, লেয়ার উৎপাদনে ৩,৫১৫ জন এবং সোনালী মুরগী পালনে ৮,৩৪৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর জন্য সর্বমোট ৩১,০২,২৩,৪৪৭ ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে; ৯,৮৪,৩৭,০৭৭টি হাঁস-মুরগি, ১,০৯,৪৭,৭৪২টি গবাদিপশু এবং ৫৩,১২৭টি গৃহপালিত প্রাণীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে; হাঁস-মুরগি এবং গবাদিপশুকে ৩১,১৫,৮৭,১৬৩ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে; কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় ৪৩,৬৪,৯৩৩ ডোজ সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২২. সরকারের 'খাদ্য বান্ধব' কর্মসূচিতে পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। সেইসঙ্গে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের জন্য ১৮ টাকা কেজি দরে আটা এবং ৩০ টাকা কেজি দরে খোলা বাজারে চাল বিক্রির ওএমএস কর্মসূচিতে ৪,২৯,০১৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়েছে; যা বিগত বছরের তুলনায় ২৬.৫৫ শতাংশ

বেশি। বর্ধিত পরিমাণে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষক স্মরণকালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য পেয়েছেন। সরকারি ধান ক্রয়ে কোনো মধ্যসত্বভোগী যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সে লক্ষ্যে বোরো-২০২১ সংগ্রহ মৌসুমে দেশের ২১০টি উপজেলায় 'কৃষকের এ্যাপস'-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান ক্রয় করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে ৩৪টি উপজেলায় মিল মালিকদের নিকট থেকে অনলাইন ভিত্তিক চাল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ভোক্তা সাধারণের জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকারিভাবে বিদেশ থেকে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং ২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১১০টি উপজেলায় 'পুষ্টি চাল' বিতরণের পাশাপাশি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ভিজিডি কর্মসূচি অনুযায়ী ১১০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে যথাক্রমে আরো ৫০ ও ৭০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২.৭২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তা ৩৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ধান শুকানোর সুবিধাসহ প্রতিটি ৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩০টি আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণসহ একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৩৬৬ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ৯ গ্রেডের ১০২ জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক দেশের ৬৪টি জেলা ও ০৮টি মেট্রোপলিটন শহরে পদায়নপূর্বক নতুন অফিস স্থাপন করা হয়েছে। যাদের মাধ্যমে জনগণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

২৩. দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন ১৪৫ কিলোমিটার; নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন ৩৮০.০৬ কিলোমিটার; সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৫২টি; সেচ অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ৫০টি; পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ৭৯টি; পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ৬১টি; ড্রেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন ২২০.৭৯ কিলোমিটার; এক্সক্যাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন ১৭৯.৭৬ কিলোমিটার; বাঁধ নির্মাণ ৮০.৪৭ কিলোমিটার; বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামত ৭৮.৩১ কিলোমিটার; নদী তীর সংরক্ষণ ৯০.০১ কিলোমিটার; ছোট নদী/খাল ও জলাশয় পুনঃখনন ১,৪৪০ কিলোমিটার; ডুবন্ত বাঁধ মেরামত/নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ৮১৮.৯৪ কিলোমিটার; নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ব্লোজার নির্মাণ ২০৮টি; উপকূলীয় বাঁধ মেরামত ও উঁচুকরণ ৮১.৭২ কিলোমিটার; উপকূলীয় বাঁধ ঢাল প্রতিরক্ষা ২৫.৬৮ কিলোমিটার; নদী সিস্টেম পুনঃখনন ৭,০০০ কিলোমিটার সম্পন্ন করা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনায় কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকল্পে জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০; উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ এবং ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৪. দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী অপরাধ উদ্‌ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০ এবং বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫,৭০১ হেক্টর ব্লক বাগান, ১০,৪৭০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১,৮২০.৪০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীসহ ভূমি মালিক সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে ৪৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার অধিক লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত গ্লোবাল কমিশন অন এডাপ্টেশন (জিসিএ)-এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিসিএ'র একটি আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকাতে স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত কপ-২৫ সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে।

২৫. ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,২৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ৭ লক্ষে এবং বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ৯৭ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯.৭৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস ৮.৭৩ শতাংশ হতে ০.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮.৪৮ শতাংশে পৌঁছেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৪,৮৩১ কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন এবং পিজিসিবি কর্তৃক ৫০৩ সার্কিট কিলোমিটার, ডিপিডিসি ও ডেসকো কর্তৃক ৫০ সার্কিট কিলোমিটারসহ মোট ৫৫৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়।

২৬. দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক ৩৫,৪৮,৫৯৩ মেট্রিক টন ডিজেল, ২,৩৬,০০০ মেট্রিক টন জেট-এ ১, অকটেন ২,৮৫,৯১৪ মেট্রিক টন, ২২,৮৬৮ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল, ৩০,০৪১ মেট্রিক টন মেরিন ফুয়েল এবং ১৩,৩৫,২৮৭ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম হতে ৬৩,৫৯৩ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন), পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড, মংলা হতে ৩০,৫৫১ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন) এবং এ্যাকোয়া রিফাইনারি লিমিটেড, নরসিংদী হতে ১১,১৬৩ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৮,৭৯৫ মেট্রিক টন ন্যাফথা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০৯৭ বর্গ কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮১৩ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে ৮৯২.৩৮ বিসিএফ, কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৬০ লক্ষ মেট্রিক টনের বিপরীতে কয়লা উৎপাদন করা হয়েছে ৭.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন, কঠিন শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ লক্ষ মেট্রিক টনের বিপরীতে উৎপাদিত হয়েছে ১০.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার আলীহাট ইউনিয়নে ভূ-পৃষ্ঠের ৪২৬-৫৪৮ মিটার গভীরে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আনুমানিক ৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের সম্ভাব্য মজুদ পাওয়া গেছে।

২৭. সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ৫২.৪৩ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ২৭৮.৫৯ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ৭৩.৭১ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১,৪৯৫.৭৯ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং, ১,১০৭.০৪ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৯৬২.২৪ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ, ১৬৩টি সেতু ও ৬৬০টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ১,২১৫.৮৮ কিলোমিটার ওভারলে, ২৪৪.৪৪ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৪২৯.০১ কিলোমিটার এসবিএসটি, ২৫.৭৩ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ১,২৫৫.৬০ কিলোমিটার সীলকোট, ২৯.৪০ কিলোমিটার সড়ক ড্রেন নির্মাণ এবং ৩৫.৮৮ কিলোমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন এলাকার যানজট নিরসনে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসাবে ০৬টি Mass Rapid Transit (MRT) সমন্বয়ে মোট ১২৮.৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১০৪টি স্টেশন বিশিষ্ট একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসারে কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

২৮. আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪,৪১১ ও ৪,১৩৮ যা ২০২০ সালে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৩,৮২৬ ও ৩,৯১৮ হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি ১,৬৫০টি বাস, ৫৯০টি ট্রাক, ১৮টি

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দক্ষ চালক সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬,৯৫২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ৪৫৭ জন।

২৯. পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮৭ শতাংশ। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ভৌত অগ্রগতি ৬৪.২৫ শতাংশ। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন সড়ক টানেল' প্রকল্পের জুন ২০২১ পর্যন্ত ৭০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেতু বিভাগের আওতাধীন ০২টি সেতু হতে টোল বাবদ ৬৭৪.৩৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

৩০. ভারত সরকার কর্তৃক উপহার হিসাবে প্রাপ্ত ১০টি বিজি লোকোমোটিভ বাংলাদেশ রেলওয়ের বহরে যুক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যাত্রী পরিবহনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য কোরিয়া থেকে ১৫০টি মিটারগেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ ক্রয়ের জন্য ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রীসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১০টি নতুন ট্রেন চালু এবং একটি বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক যৌথভাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫৬ বছর পরে ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ইন্টারচেঞ্জ রুটে রেল সংযোগ পুনরায় চালু করা হয়। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আম মৌসুমে আম চাষীদের উৎপাদিত আম সহজে ও সাশ্রয়ীমূল্যে বাজারজাত ও পরিবহনের 'ম্যাংগো স্পেশাল' চালু করা হয় যার মাধ্যমে জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ২,২১৯ টন আম পরিবহণ করা হয়। পাশাপাশি ঈদ-উল-আযহা ২০২০ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করা হয়েছে।

৩১. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ'র ২০টি কাটার সাকশন ড্রেজার, ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ০১টি প্রশিক্ষণ জাহাজ 'টিএস ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (দাদা ভাই)'; ০১টি বিশেষ পরিদর্শন জাহাজ 'পরিদর্শী' এবং ০১টি নবনির্মিত ড্রেজার বেজসহ বিআইডব্লিউটিসি'র ০২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ 'এমভি তাজউদ্দিন আহমেদ' ও 'এমভি আইভি রহমান'-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের আওতাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে ১,৩৯২টি অবধৈ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ২৩.৫০ একর তীরভূমি উদ্ধার করা হয়। ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রথমবারের মতো নৌপথে খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের উভয়ের ০৫টি করে মোট ১০টি নতুন Ports of Call ঘোষণার মাধ্যমে দেশে Ports of Call-এর সংখ্যা সর্বমোট ২২টিতে উন্নীত হয়েছে। নতুন প্রটোকল রুট ৯ ও ১০ ব্যবহার করে ট্রায়াল হিসাবে বাংলাদেশি নৌযান দ্বারা ১০ মেট্রিক টন সিমেন্ট ভারতের ত্রিপুরায় রপ্তানি করা হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপদে পণ্টুনের উপর দিয়ে যাতায়াত করে লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ১৯২টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি পণ্টুন মেরামত ও নতুনভাবে ১৭টি পণ্টুন স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫০টি বিশেষ টার্মিনাল পণ্টুন সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নৌপথে ২,৫২৫.২৫ কিলোমিটার এবং উপকূলীয় নৌপথে ২,১০০ বর্গ কিলোমিটার জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। সারাদেশে নৌপথে ২,৩২০১টি (LED Lantern, Steel Lighted Buoy, Spherical Buoy) নৌ-সহায়কসামগ্রী স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর ৩০,৯৭,২৩৬ TEU's কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সারাদেশে ৬৩,২৪৯ জন অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করা এবং ১৮,৭৮২ জন উচ্ছেদ করা হয়েছে।

৩২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্মাণকাজ ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। 'সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ১০,২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের রানওয়ে ওভারলে কাজের ০৭টি লেয়ারের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ০৪ অক্টোবর ২০২০ হতে সরাসরি সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট চালু হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরে ২টি এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ এবং অতিরিক্ত ১২০ জনের ক্যাপাসিটি সম্পন্ন বহির্গমন হলের সম্প্রসারিত অংশ,

অতিরিক্ত ৪৫০ জনের ক্যাপাসিটি সম্পন্ন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল ভবনের সম্প্রসারিত অংশ, সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নবনির্মিত ভিআইপি ও সিআইপি লাউঞ্জ, কনকোর্স হল, আগমনী হল এবং অতিরিক্ত ৫০০ জনের ক্যাপাসিটি সম্পন্ন সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক বহির্গমন হলের সম্প্রসারিত অংশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জিটুজি ভিত্তিতে ক্রয়কৃত ৩টি ড্যাশ-৮-Q-৪০০ বিমানবহরে সংযুক্ত হয়েছে। ১২ নভেম্বর ২০২০-এ 'সিলেট-কক্সবাজার-সিলেট' এবং ১৭ মার্চ ২০২১ এ 'সিলেট-চট্টগ্রাম-সিলেট' রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা হয়েছে।

৩৩. দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৮১,৮৬৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতের অর্থ বরাদ্দ ৯৫,৫৭৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের ১৬.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩.০১ শতাংশ।

৩৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৯ লক্ষ জনকে বয়স্কভাতা, ২০.৫ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, ১৮ লক্ষ জনকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ০১ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং বেসরকারি এতিমখানার নিবাসী ০১ লক্ষ জনকে ক্যাপিটেশন গ্রাণ্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিতে অর্থ বিতরণ করা হয়। ভাতা প্রদান সংক্রান্ত Management Information System (MIS)-এর মোট ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার জন (বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ও প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি) উপকারভোগীর মধ্যে প্রায় ৮৭ লক্ষ ৬৩ হাজার জন ভাতাভোগীর মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবে ভাতা প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ৪৬,৬৪৬ জনকে বিনামূল্যে থেরাপিসেবা দেয়া হয়েছে।

৩৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এডিপির বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন মানুষের আশ্রয় ও ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা সংস্কার/পুনঃনির্মাণ, ব্রিজ/কালভার্ট, এইচবিবি রাস্তা, দুর্যোগকালীন নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য (২ টন ট্রাক মাউন্টেড) কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। জনসংখ্যার অতি ঘনবসতি ও পরিবেশের অতি ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এক লক্ষ 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'কে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ১৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৮,৮৮,৬৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৭৩,৩০,৮৮২টি পরিবার ও ৩১,৪০,১৬৪ জন উপকৃত হয়। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভিজিএফ, ত্রাণ কার্য (চাল), অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, শিশু খাদ্য অন্যান্য ত্রাণ কার্য (নগদ) প্রভৃতি।

৩৬. ০৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী সারাদেশে এবং প্রথম বারের মতো বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি)-এর আওতায় ১০,৪০,০০০ জন সুবিধাভোগীকে মাসিক ৩০ কেজির প্যাকেটজাত খাদ্য (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলার মধ্যে ১৮৯টি উপজেলায় পুষ্টি চাল এবং অবশিষ্ট ৩০৩টি উপজেলায় সাধারণ চাল প্রদান করা হয় এবং এর সুবিধাভোগীদের মধ্যে ১০,০০,০০০ জনকে নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে জীবনদক্ষতা ও

আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ল্যাকটেটিং মাদার ভাতাভোগী ২,৭৫,০০০ জনকে ২.৬৪ কোটি টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়েছে। দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭,৭০,০০০ জন দরিদ্র ও গর্ভবতী মা'কে প্রতি মাসে ৮০০ টাকা হারে ৭৩৯.২০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৭,৯০০ জন উপকারভোগীকে ১১.১৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৩৭. 'Income Generating Activities (IGA) Training of Women at Upazila level' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৩১টি উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে ৬৩,৭৬৫ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইসময়ে 'কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রকল্প'-এর আওতায় দেশের ৪,৫৫৩টি ইউনিয়নে এবং ৩৩০টি পৌরসভায় কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২,৫৬,০০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (১০৯-টোল ফ্রি) হতে মোট ১০,৫২,০৭৮টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩৮. 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ০৭টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৪,৫১৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৬,১১১ জন ও ১১,১৫৪টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে যাকাত ফান্ড কর্তৃক যাকাত বিতরণ কার্যক্রম, ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ইমাম মুয়াজ্জিনদের কল্যাণ অনুদান (আর্থিক সাহায্য), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান, হিন্দু দুস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামতের জন্য অনুদান এবং অসচ্ছল বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রভৃতি।

৩৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে মাসিক ভাতার পাশাপাশি আরও দুটি উৎসব ভাতাসহ মোট ১,৯২,৫৯৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বমোট ২,৮৮,০০০ লক্ষ টাকা সম্মানি ভাতা এবং ১১,৯৯৮টি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা বাবদ ৪৫,৬৯৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ০৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, তারামন বিবি বীরপ্রতীকের পরিবার, রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বমোট ৭,৮৩৮টি পরিবার ও সদস্যদের ৩,৪৩৯.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রেশন সুবিধা দেয়া হয়। ৫৮৭ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা বাবদ মোট ১,২৯০.২২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা, উৎসব ভাতা, বিজয় দিবস ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

৪০. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২,৮৪,৫৩০ জন যুব ও যুব-মহিলাকে দক্ষতা-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ৩৮,৭৭৩ জন যুব ও যুব-মহিলাকে ১২,৭৮৮.৩৭ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ৫,০০০ জনকে দুই বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব -১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব -১৭) আয়োজনের ফলে ইউনিয়ন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত মোট ১,১০,৫৬৫ জন ছেলে-মেয়ে উক্ত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশ হতে ২,৭৩০ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড় শনাক্ত করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,১৭০ জন অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত মাসিক অনুদান/এককালীন জনপ্রতি ২৪,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪১. বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাঙালির ইতিহাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি উপজীব্য করে সঙ্গীত, চলচ্চিত্র বিষয়ক, নৃত্য, শিশুতোষ বিষয়ক, আলোচনা, কৃষি বিষয়ক, বিতর্ক, নারী বিষয়ক, ম্যাগাজিন, উন্নয়নমূলক, নাটক, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক, প্রতিবন্ধী বিষয়ক, পরিবেশ ও জলবায়ু, শিল্প ও সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক, খেলাধুলা, ধর্মীয়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় এবং জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। ৩০ জানুয়ারি-০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে ১৪তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব এবং ১৬-২৪ জানুয়ারি ২০২১ মেয়াদে 'উনবিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে মোট ৩৩ জন অভিনেতা/অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিটিভি কর্তৃক চালুকৃত মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে বিটিভির সংবাদ ও সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করা যাচ্ছে।

৪২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০, মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১, মুজিব নগর দিবস, ৭ই মার্চের অনুষ্ঠান এবং মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ ইত্যাদি দিবসের আলোকে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫,৯৩১টি তথ্যবিবরণী, ৫,৬৮০টি অনুষ্ঠানের ফটো কভারেজ, ৩৬টি প্রেস ব্রিফ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ১৭১টি ফিচার/নিবন্ধ ও ০৮টি ক্রোড়পত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ জুন পর্যন্ত ৩৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ০৫টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ১৫টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার সেন্সর করা হয়েছে।

৪৩. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬,৪৪০ জনকে দুস্থ শিল্পীকে সর্বমোট ৭,৯৯,৩১,২০০ টাকা আর্থিক সহায়তা এবং বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলের অর্জিত মুনাফা হতে ৪,৪৪৬ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের সর্বমোট ২,২১,৬৪,০০০ টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সাধারণ কোটায় ১,০১১টি গ্রন্থাগারের অনুকূলে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। 'সেলুন লাইব্রেরি কার্যক্রম' বাস্তবায়নের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে নির্বাচিত ১০০টি সেলুন লাইব্রেরি/বিউটি পার্লারকে ১০,০০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

৪৪. ২০২০-২১ অর্থবছরে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় শুধু বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অমর একুশে বইমেলা, ২০২১' আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, লন্ডন এবং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টসহ ভার্চুয়ালি তিনটি আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ জন সুধীকে একুশে পদক, ২০২১ প্রদান করা হয়। ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' হিসাবে ঘোষণা এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত পরিপত্রে 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪৫. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর আওতাধীন শাখা জাদুঘরের প্রায় ০১ লাখ নিদর্শন অর্থাৎ জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের নিবন্ধন ও ডকুমেন্টেশন ডেটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অবদান ও ইউনেস্কো'র প্রতি সরকারের অঙ্গীকার বিবেচনায় বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আওতায় সৃজনশীল অর্থনীতি বিনির্মাণে যুবসমাজের নেয়া অসামান্য উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ নতুনভাবে 'UNESCO- Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy' প্রবর্তনে ইউনেস্কো সম্মতি প্রদান করে।

৪৬. স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫৮টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চাকুরি প্রবিধানমালা গেজেটে প্রকাশিত এবং ঢাকা মহানগরীতে উভয় সিটি কর্পোরেশনের

জন্য সড়ক খনন নীতিমালা, ২০২০ অনুমোদিত হয়। ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন দূরীকরণের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা হতে ২৬টি খালের ব্যবস্থাপনা ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৪৭. এলজিইডি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ৪৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩,১০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ১৮,০০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ১২০টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার, ১১০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ৮,০০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ফসলি জমিকে বন্যার হাত হতে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ১৫০ কিলোমিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন, ৪৫০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১০০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪৮. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে গ্রামাঞ্চলে ২,১২,৩০৬টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন, ১৭৮টি পুকুর খনন/পুনঃখনন এবং পৌর এলাকায় ১০১টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ১,০৬০.২৫ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপন, ২৪টি পানি শোধনাগার, ১০টি উচ্চ জলাধার ও ৮৮ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়। স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯,১৭৪টি ইম্প্রুভড/স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ১৯৩টি কমিউনিটি/পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হয়। ২০২১ সালের মধ্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিক পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে সরবরাহ ব্যবস্থায় ৩০ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ এবং ৭০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ০২টি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলছে। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক 'জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প', 'ঢাকা এনভায়রনমেণ্টালি সাসটেইনেব্‌ল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট', ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পানির লাইনের জরুরি প্রতিস্থাপন প্রকল্প এবং 'ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেণ্ট প্রজেক্ট'-এর প্রায় ৪১৩.৮৫ কিলোমিটার পানির লাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন এবং ১২৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৪৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে 'আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় ২.১৮ লক্ষ পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই, ১৭৫.৪৭ কোটি টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা ২৫৫.০৪ কোটি টাকা কল্যাণ অনুদান প্রদান এবং সমিতিসমূহকে ২৯৪.৩৯ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান ৭৭৪.৫৯ কোটি টাকা তহবিল গঠন, ৭,৩৬০ জন উপকারভোগীকে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা জীবিকাভিত্তিক আয়বর্ধক খামারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২৪৫ কোটি টাকা। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,৮৭৭টি সমিতি নিবন্ধিত এবং ৮৩,৮০১টি সমিতি অডিট হয়েছে। বার্ড, কুমিল্লা ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ০৮টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংহত রাখার জন্য ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পকে বিবেচনায় রেখে সরকারের কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকা অনুদান হতে ইতোমধ্যে ১০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে।

৫০. অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশীয় অর্থায়ন ও বৈদেশিক সহায়তায় নানা প্রকল্পের বাস্তবায়নের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ৩৪.৬০ কিলোমিটার রাস্তা, ৬৭ মিটার সেতু, ২১ মিটার কালভার্ট, ৭০০ মিটার এল ড্রেন, ১০০ মিটার ইউ ড্রেন, ৩৫ মিটার ক্রস ড্রেন, ৪৯০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল, ২,৩৬৪ বর্গমিটার স্কুল ভবন, ২,৩১০ বর্গমিটার কলেজ ভবন, ৭২৪ বর্গমিটার বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, ৫৯৩ বর্গমিটার ছাত্রাবাস ভবন, ১৩৫ একর কমলা ও মিশ্র

ফসল বাগান সৃজন, ১০ লক্ষ ট্যাবলেট সার বিতরণ, ২,৩০৮ বর্গমিটার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪৮ বর্গমিটার যাত্রী ছাউনি, বঙ্গবন্ধু অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২১ আয়োজন, ১২৫টি ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান এবং ২,২০০ জন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। 'ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মূল অবকাঠামো ভবন নির্মাণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

৫১. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে জিওবি ও বৈদেশিক সহায়তায় ৫৮টি এবং স্ব-অর্থায়নে ৪৭টি অর্থাৎ মোট ১০৫টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। জিওবি/বৈদেশিক সহায়তা এবং স্ব-অর্থায়নপুষ্ট মোট ১০৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৭,০৬৭.৬৬ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৫,৯৫১.৯৬ কোটি টাকা। জিওবি/বৈদেশিক সহায়তা এবং স্ব-অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পসমূহসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.২১ শতাংশ। এর মধ্যে ৫৮টি জিওবি/ বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৫,৮০৮.৭২ কোটি টাকা হতে মোট ব্যয় ৪,৮৯১.৮৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮৪.২১ শতাংশ। ৪৭টি স্ব-অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১,২৫৮.৯৪ কোটি টাকা হতে মোট ব্যয় হয়েছে ১,০৬০.০৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮৪.২০ শতাংশ।

৫২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যক্রম এবং সরকার পরিচালনায় নীতি-নির্ধারণ ও নীতিমালা সংশোধনী ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে সম্পাদন করে থাকে। এ কার্যালয় হতে সকল গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াবলি সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন করা হয়। করোনাকালীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৬টি জেলার ২০৭টি উপজেলায় গৃহ নির্মাণ, শিক্ষাবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ বাবদ মোট ব্যয় হয়েছে ৭,২৮০.৩৫ লক্ষ টাকা। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য গরু ছাগল, হাঁস-মুরগী, সেলাই মেশিন, ভ্যানগাড়ি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের দোকান ইত্যাদি দিয়ে আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে খুলনা এবং নড়াইল জেলা ভিক্ষুকমুক্ত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত সারাদেশে ৫৮,৬৮১ জন ভিক্ষুক পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৫৩. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ৫৩,৩৪০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫৪,৪৩৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন, খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৬৪০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন এবং পাঁচটি প্রকল্প গ্রাম অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬৫৭টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩,২৮৫টি ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন; ৪৯,৩৩৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক একক গৃহ নির্মাণ;'যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ'-এর আওতায় ৭৫টি দরিদ্র গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য এবং আম্ফান ও নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ১,১০০টি পরিবার পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন এনজিও'র মোট ১,৮৭০টি প্রকল্প অনুমোদন এবং ১০১টি দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

৫৪. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর সুদক্ষ দিকনির্দেশনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশের মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৭.৫৩ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.৭৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশের টেলিডেনসিটি ১০৩.০১ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৬৮.৪১ শতাংশ। দেশের 4G গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫.৭৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 5G প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় লার্নিং এ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে Professional Outsourcing-এ প্রশিক্ষিত ৪০ হাজার জন এ পর্যন্ত ৩১ লক্ষ মার্কিন ডলার উপার্জন করেছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারি ম্যানুয়াল সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের কার্যক্রমে মাইগভ এবং ডিএসডিএল-এর মাধ্যমে ৩৫১টি নাগরিক সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ই-নথি সিস্টেমে ১১ হাজারেরও অধিক কর্মকর্তা যুক্ত হয়েছেন এবং ২৭ লক্ষেরও অধিক সিদ্ধান্ত ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

৫৬. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে সরকারি দপ্তরের তিন লক্ষেরও অধিক বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট যুক্ত করা হয়েছে। ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনে ২.২১ কোটিরও অধিক গৃহীত হয়েছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ৪ হাজারেরও অধিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,২২১টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে এ অর্থবছরে নাগরিকদের প্রায় ৫ কোটি সেবা প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশ থেকে ৬৪টি টিমের ৪৫০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে অনলাইনে দুই দিনব্যাপী ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড এবং প্রথমবারের মতো জাতীয় সাইবার ড্রিল, ২০২০ আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ও স্বতন্ত্রভাবে ২৩৩টি দলে ১,০০৬ জন অংশগ্রহণ করে।

৫৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 'সুরক্ষা' www.surokkha.gov.bd সিস্টেম প্রস্তুত করেছে। বিসিসি'র জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার হতে ১৮,৪৩৪টি দপ্তরের মধ্যে ১৭,৩৮০টি দপ্তরের নেটওয়ার্ক ও ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিসিসি'তে সর্বশেষ প্রযুক্তির 4K Multi Conferencing Unit (MCU) স্থাপন করা হয়েছে।

৫৮. ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Agile Controller সহ 5G টেকনোলজির ওয়াই-ফাই ৬ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েবসাইট ও এ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৩টি ডোমেইনে মোট ৯,০১০টি ইমেইল এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫৯. ভূমি ক্রয়-বিক্রয়/হস্তান্তরের পর ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন -এর মধ্যে সমন্বয়সাধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-রেজিস্ট্রেশনের সাথে ডিজিটাল রেকর্ডরুম ও ই-মিউটেশনের ইন্টিগ্রেশনের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করছে। বর্তমানে ৪৯১টি উপজেলায় অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর নাগরিক নিবন্ধনসহ হোল্ডিং এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে এবং মোট ৩,৮৮,৭৬,৫৯২টি হোল্ডিংয়ের মধ্যে সর্বমোট ৬৪,৩১,০০০ হোল্ডিং এন্ট্রি করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৪৫,৬৬,৮৭২টি, ই-মিউটেশন আবেদন হতে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৬,৫৪,৩৪৪টি এবং পেন্ডিং রয়েছে ৯,১২,৫২৮টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮১,৭৮৭টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৩,২২৪.৩৬১৭ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। হট লাইন (১৬১২২) কল সেন্টারে সেবাপ্রত্যাশীদের নিকট হতে প্রাপ্ত ভূমি সংক্রান্ত ৮০,৫১৪ অভিযোগের মধ্যে ৭৬,৫০৪টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৬০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরে ৪,১৬,৫৫,২২৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪,৩৬,৬২,৪১২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ২,১৩,২৮৮ কপি পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, এবতেদায়ী, জেডিসি, দাখিল, আলিম, ফাযিল, বিএমএড পেশাগত উপবৃত্তি, কারিগরি ও স্নাতক পর্যায়ে ১,৭৫,৬০,২৪৯ জনকে ৬,৫৭,৫৬২.৮৯ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি/বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ১,৩৭৬টি

শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ৬,৭৬০টি ওয়াশব্লক ও ৪,৩৭৭টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে; চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫,৭৭০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২,১২৬টি ওয়াশব্লক ও ১,২৫৬টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে এবং চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫,৫৭৭টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১,১২০টি ওয়াশব্লক ও ৮৭৮টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

৬১. ২০২১ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি; ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচির আলোকে অ্যাসাইনমেণ্ট; নবম শ্রেণি পর্যন্ত মাদ্রাসা স্তরের শিক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি; নবম শ্রেণি পর্যন্ত মাদ্রাসা স্তরের শিক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচির আলোকে অ্যাসাইনমেণ্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২২ এবং ২০২১ সালের এসএসসি, দাখিল, এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তকসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে যাচাই-বাছাই করে ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ২৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠদান ও ২৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০,৭১৪ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে ৪৬৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার অধিক কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৮২টি কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণকাজ এবং 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)' প্রকল্পের আওতায় ৫২৯টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

৬২. করোনার কারণে মার্চ ২০২০ এর পর শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক পাঠদান বন্ধ থাকলেও টেলিভিশন ও অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম চালু থাকে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যেন আরও কিছু শিখনফল অর্জন করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদের পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং এ্যাসাইনমেণ্টের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন'-এর মাধ্যমে 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শীর্ষক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম প্রচারের জন্য ডিজিটাল কনটেণ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস রেকর্ডিং করে কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন এবং ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও বাবদ মোট ১০,০৩০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হয়েছে।

৬৩. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহের মধ্যে '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৭টির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে শতভাগ বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার ১০ বছরে কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে বৃদ্ধি করেছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET)-এর ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে ২০৩০ সালের মধ্যে এনরোলমেণ্ট ৩০ শতাংশ ও ২০৪০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ এনরোলমেণ্ট অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬৪. দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে গবেষণা প্রকল্পে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৫৭৯টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এবং পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ফেলোদের নবায়নসহ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,৩০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৭৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগারের ব্যবহার্য কেমিক্যাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য ২.৯৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৬৫. বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে লকডাউনের মধ্যেও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ৮৬টি প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩৯৬,২৭৫ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৭,৯৫,৭৭,৮৭৫ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য ২১,৯৯২টি নমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৪,৮৪,৭৩,১৩৬ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। দেশব্যাপী ৪টি শিশু চিত্রাঙ্কন, ২২৯টি বিজ্ঞান বক্তৃতা, ৬০৩টি অলিম্পিয়াড, ৫৯৯টি কুইজ প্রতিযোগিতা ও একটি বিজ্ঞান বিষয়ক নাটিকার আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় মুভি বাস, মিউজু বাস, অবজারভেটরি বাস এবং ভ্রাম্যমাণ টেলিস্কোপের মাধ্যমে ৪৬০টি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

৬৬. বাংলাদেশের স্থানীয় জাতের গবাদিপশু ও পোল্ট্রির গাঠনিক ও জীনগত বৈশিষ্ট্যায়ন ও জৈব নমুনা সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য ও কৃষির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফিশ জীন ব্যাংক তৈরির লক্ষ্যে দেশের বিলুপ্ত ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ৪৪ প্রজাতির মাছ সংগ্রহ এবং মাছের রোগসৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রজাতির ৭৮টি জীবাণু সনাক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৬৭. কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ বিসিএস-এর মাধ্যমে চিকিৎসক (সহকারি সার্জন) নিয়োগের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় ৯ গ্রেডের ২,০০০ চিকিৎসকের পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭ জন মেডিকেল টেকনোলিজস্টকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রমার্জনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে ১,৪০১ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে।

৬৮. সাতটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালু, তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালু, ১০ জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালু, ২০ শয্যা বিশিষ্ট ট্রমা সেন্টার, গোপালগঞ্জের সেবা কার্যক্রম চালু এবং নবসৃষ্ট ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, টাংগাইলের সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

৬৯. ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সারাদেশে একযোগে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু হয়। সারাদেশে সর্বমোট ১৪,১২১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ১৫,৩৬৭টি শয্যা এবং ১,২৭৫টি আইসিইউ আছে ও চিকিৎসা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে সারা দেশে মোট ১,৭০৪টি হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা, ২৯,১৬৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ১,৮৬৬টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সরবরাহ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে সরবরাহ করা হবে।

৭০. চিকিৎসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২১,৩৩,৬৭৪ জনকে গর্ভকালীন সেবা; ১,৭৮,১৭৪ জনকে প্রসবসেবা; ৯,৪০,৯৩৬ জনকে প্রসব পরবর্তী সেবা; ৮৫,৯১,০৯১ জন কিশোর-কিশোরী সেবা (রক্তাল্পতারোধ); কিশোর কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে ১৪,১৫,৪৪৭ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৮৯২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার অধিক জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী ও ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে। জুন ২০২১-এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (প্রতি হাজারে) ১.৩৭, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ২৮, মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ১.৬৩, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার ৬৩.৯ এবং গড় আয়ু ৭২.৮ বছর।

৭১. জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ ও জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে জননিরাপত্তাজনিত ১৮টি আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর এখতিয়ারাধীন তফসিলে ১০৭টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৯৯-এর মাধ্যমে ৬৬,৮৬,২৮৪টি কলের বিপরীতে ২৪২,০৪৭ জনকে এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭২. স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের হত্যা মামলার পলাতক পাঁচ জন আসামীর বিরুদ্ধে ইণ্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করা হয়েছে। তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৭৮টি মামলায় ৩৫৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে ৪৩টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ২৮ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ ও ০৬ জনের প্রত্যেককে ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ০৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তদন্ত সংস্থা জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত একটি মামলায় ০৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে যা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

৭৩. ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে নারী সহায়তা কেন্দ্রসমূহ হতে মোট ৬৯,৮০৮ জন নারী সহায়তা এবং নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কসমূহে ১,৬৯,৯২৫ জন সেবাপ্রত্যাশী বিভিন্ন প্রকার সেবা গ্রহণ করেছেন। সড়ক-মহাসড়কে ফিটনেস ও বৈধ কাগজপত্রবিহীন যানবাহন চিহ্নিত করে নিয়মিত প্রসিকিউশন দাখিলের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭,৬১,৫৫,৬৬০ টাকার জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মাধ্যমে মোট ৬৯,২১২টি ওপেন হাউজ ডে, জনসংযোগ এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৭৪. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫১টি দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬৯ রাউন্ড তাজা গোলাবারুদ, ০৭ রাউন্ড ব্ল্যাংক কার্টিজ, ৫৫টি রামদা, কুড়াল, চাপাতিসহ ৩০,০০০ টাকা মূল্যের রাসায়নিক সার আটক/উদ্ধার, ১৫৪৫,৪৪,০২,২৯৭ টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ জাল বিনষ্ট ও ১,৪৪৬ জন জেলেকে আটক এবং ২৩৩,৫৭,১৯,১২০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র আটক করা হয়েছে। সুন্দরবন ও বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ০৮ জন অপহৃত জেলে/বাওয়ালি, বিভিন্ন দুর্ঘটনা কবলিত ৫৫৭ জন যাত্রী/ক্রু, ৩৫টি মৃতদেহ ও ১১টি বোট উদ্ধার করা হয়েছে।

৭৫. অপরাধের নতুন মাত্রা উপলব্ধি করে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন 'ন্যাশনাল টেলিকমিউকেশন মনিটরিং সেন্টার' নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এনটিএমসিতে দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনসম্মত নজরদারি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Open Source Intelligence Technology (OSINT)-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে।

৭৬. ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০টি নবনির্মিত ফায়ার স্টেশন, ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর), কেরাণীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার ও ০১টি এলপিজি স্টেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নেতৃত্বে ৫৮,৮৭৬টি অভিযান পরিচালনা করে ১৬,২৫৪টি মামলায় ১৭,১৩৩ জন আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২১,১৭২টি অভিযান পরিচালনা করে ১০,০৯৫ জন আসামির বিরুদ্ধে ১০,১৪৪টি মামলা দায়ের করে তাৎক্ষণিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০,৯৯১টি অগ্নিকাণ্ডে ২০৭৫,৯২,৮৪,৩০৭ টাকার সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে; এর মধ্যে গার্মেন্টসে সংঘটিত ১৭৭টি অগ্নিকাণ্ডে ৮১,৯৯,৩৮,৭০০ টাকার সম্পদ উদ্ধার বা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে ১৮,২৯১ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৬,৩২২ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭৭. আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ০২টি স্থল বন্দরে মোট ৫০টি ই-গেইট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসাবে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ১৫টি এবং হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে ০৬টি ই-গেইট কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের অভ্যন্তরে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫,৮৭,২৫৯টি ই-পাসপোর্ট বিতরণসহ ৩,১০,৪২,৩৬৫টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও ১৬,০৫,১২৫টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে।

৭৮. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রথমবারের মত নিজস্ব অর্থায়নে এবং ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু সেনানিবাসে বহুজাতিক সামরিক মহড়া অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা ৪-১২ এপ্রিল ২০২১ মেয়াদে আয়োজন করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ২০২০-২১ অর্থবছরের ০১টি করভেট ০২টি ফ্রিগেট এবং ০২টি হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল জাহাজ সংযোজিত হয়েছে। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী 'অপারেশন জাটকা', 'মা ইলিশ রক্ষা' প্রভৃতি অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সর্বমোট ২৮৭,২৮,৬৬,৯০০ টাকা মূল্যের জাটকা, মা ইলিশ, অবৈধ জাল এবং একটি স্পিডবোট জব্দ করেছে।

৭৯. বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল কার্টোগ্রাফিক কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রধান নদী অববাহিকার ১:৫০,০০০ স্কেলের ৭৫টি মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৮টি বিভাগ এবং ৬৪ জেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় ভূ-স্থানিক ডেটা অবকাঠামো নির্মাণ এবং চট্টগ্রামের রাঙাদিয়ায় টাইডাল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন, বিভিন্ন স্থানের স্থানাংক ও উচ্চতা নির্ণয় করার জন্য সারাদেশে ৮১৭টি ২য় অর্ডার জিওডেটিক হরাইজন্টাল কন্ট্রোল পয়েন্ট এবং ১,০৪৫টি ২য় অর্ডার জিওডেটিক ভার্টিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

৮০. টেকসই উন্নয়ন অর্জনের একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে আইনি কাঠামো সুসংহতকরণ। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৯টি আইন, ০১টি অধ্যাদেশ, ১১৯টি চুক্তি, ৪০২টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন প্রণয়নে সহায়তা করেছে। আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা এবং সকলের কাছে আইনের সহজবোধ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন, বিধিমালা ও চুক্তির নির্ভরযোগ্য অনুদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮১. মামলার দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তি এবং সুনির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিচারিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৭টি নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ০২টি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ০৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ০৭টি মানব পাচার অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। নবসৃষ্ট গাজীপুর ও রংপুর মহানগরীতে ০২টি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আদালত বিচার কাজ শুরু করেছে। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। আদালতে বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে দ্রুত সাক্ষীদের অবহিত করার জন্য মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে সাক্ষীদের প্রতি সমন জারির উদ্দেশ্যে ০৯ মার্চ ২০২১ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে টেলিটক বাংলাদেশের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৮২. করোনা মহামারিকালীন দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে প্রণীত 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০'-এর মাধ্যমে ১১ মে ২০২০ হতে ২৯ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত সারাদেশে অধস্তন আদালতের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি মোট ৩ লক্ষ ২২৮টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১,৫১,১৪৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। এর ফলে করোনাকালে জেলখানায় বন্দী আসামীদের অতিরিক্ত চাপ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সর্বমোট ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ সময়ে সর্বমোট ১১ জন আসামীকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

৮৩. ভূমি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসকে স্ব-স্ব প্রশাসনিক এখতিয়ারের মধ্যে রেখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সাথে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আন্তঃসংযোগ বাস্তবায়নে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে ২৪,৫৮০ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় হেল্প লাইন কলসেন্টার থেকে ২৯,৫৮৪ জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৮৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণে দ্বি-পাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিবিড়করণসহ দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যান্য স্পর্শকাতর সমসাময়িক বিষয়সমূহের আন্তর্জাতিক আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা, বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা এবং বিদেশে বিপদাপন্ন নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনে কূটনৈতিক উপস্থিতি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বহু দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর রোহিঙ্গা বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কানাডা এবং নেদারল্যান্ডস যৌথ বিবৃতিতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে জবাবদিহি ও সুবিচার নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) গাম্বিয়ার দায়েরকৃত মামলায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়।

৮৫. ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নেপালের কোভিড আক্রান্ত জনগণের জন্য উপহার হিসাবে নেপালে ৫০০ ভায়াল রেমডিসিভির ইনজেকশন, ২,০০০ পিপিই, ৫,০০০ হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং ১,০০০ ফ্লোর ক্লিনার পাঠানো হয়। বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য বাধা দূরীকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ ও Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'বিমান পরিবহণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান আমেরিকায় বিমান পরিচালনার সুযোগ পাবে।

৮৬. ২০২০-২১ অর্থবছরে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ, শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Mahinda Rajapaksa, নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Mrs. Bidya Devi Bhandari, ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Dr. Lotay Tshering, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Shri Narendra Modi, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি, জলবায়ু বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন কপ ২৬-এর প্রেসিডেন্ট এবং ব্রিটিশ এমপি অলক শর্মা, যুক্তরাষ্ট্রের Deputy Secretary of State Stephen E. Biegun এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট H.E. Mr. Volkan Bozkir বাংলাদেশ সফর করেন।

৮৭. বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রথম দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। এ চুক্তির ফলে ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ও বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। সম্প্রতি চীন বাংলাদেশের ৮,২৫৬টি পণ্যের (৯৭ শতাংশ) শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশব্যাপী ১,৬০,৬৮১.৪৩৪ মেট্রিক টন পণ্য ৬২,৯৪০টি ট্রাকসেলের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়; এর ফলে ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৬ হাজার পরিবার উপকৃত হয়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১,৯৫৩টি বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনাকালে মোট ২৩,৬৮১টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৩,৮৩,০৮,৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার, অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক আমদানি ও স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যমান স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ সংশোধন করা হয়েছে।

৮৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪০,৬৯৬টি পদ সৃজনে সম্মতি, ৭,৭৬৭টি পদ সংরক্ষণে সম্মতি, ৫,৫৯১ পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি, এবং ৩২৬টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়েছে। ৯ গ্রেডের ০২টি, ১০ গ্রেডের ০২টি, ১১-১৯ গ্রেডের ৬৪৬টি এবং ২০ গ্রেডের ৯৪২টিসহ মোট ১,৫৯২টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন মেয়াদে ২৪,৫৫৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং ৩২,৭০৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,০৯৬টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২১-এ অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ৩,৭০,৬৬০টি, টাকার পরিমাণ ৭৮,১৬,৫৬০.৫৩ কোটি টাকা।

৮৯. বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হওয়ার কারণে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ২,২১২ জন উপকারভোগীর অনুকূলে ১৭০,৫৭,০০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩৭,৯৭৯ জনকে ৫৪,৩২,১৬,১৬৯ টাকা কল্যাণ ভাতা, বিশেষ সাহায্য বাবদ ২২,৯৯,৬০,৫০০ টাকা, দেশে ও বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা বাবদ ৩৯,০৩,৩৯,৫৪০ টাকা, যৌথবীমার এককালীন সাহায্য বাবদ ৫৩,৭০,৬৪,৬৪৫ টাকা, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি বাবদ ৭,৯১,০২,৩০২ টাকা, সাধারণ চিকিৎসা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ ৭,৫৫,০০,০০০ টাকা এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাবদ ২,১৮,০৪,১২৮ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৯০. ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ২৬,৮১৩টি এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও উপকারভোগীর সংখ্যা ১২,৪৮,৮৭৯ জন। বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৮৪ জন। ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ৩৩,১৬১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ৭,৯১,২৩৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

৯১. ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৩৩টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল বৈঠকে মোট ২৫০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৭৭টি বাস্তবায়িত হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪৮টি বৈঠক এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ৭১৯টি প্রস্তাব এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ৬৫টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির সভা, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ১৮টি সভা, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ০৩টি সভা, সকল সচিবদের নিয়ে ০১টি সচিব সভা এবং নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৯২. স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে ০৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ০১টি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৯৩. ২০২০-২১ অর্থবছরে করোনা মোকাবিলা ছিল সরকারের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে অন্যান্য যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ এবং সংক্রমণজনিত মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত কম। অপরদিকে করোনার কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থবিরতা বিশ্বের জন্য ভিন্ন এক অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক থেকে প্রতীয়মান হয় যে অর্থনীতির প্রবাহ ঘুরে দাড়িয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরতে শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সময়োপযোগী ও কার্যকর প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন কর্মসৃজন ও কর্মসুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি এবং

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। জীবন-জীবিকার অসাধারণ সমন্বয়ের মাধ্যমে করোনা সংকট মোকাবিলায় অনন্যসাধারণ নেতৃত্ব প্রদানের ফলস্বরূপ কমনওয়েলথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'অনুপ্রেরণাদায়ী নেত্রী' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ সময় 'বৈশ্বিক শান্তি সূচক, ২০২০' এবং বিশ্ব ক্ষুধা সূচক, ২০২০'-এ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বলতর করেছে। যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অগ্রগতি, সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহের ধারাবাহিক উন্নতি, তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ উচ্চ-মধ্য-আয়ের দেশের সারিতে ত্বরিৎ গতিতে উন্নীত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতি ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে ২০২০-২১ অর্থবছরে আমাদের প্রাপ্তি ছিল সফল, অদম্য এক বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ❖ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনসাধারণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত সকল তথ্য সংবলিত সঞ্চয় অ্যাপসটি গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে স্থাপনের মাধ্যমে চালু করা হয়। এর ফলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য সঞ্চয় অ্যাপস চালু করা হয়েছে।
- ❖ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ট্যাক্সেস আপিলাত ট্রাইব্যুনাল ও কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত গ্রন্থ, প্রকাশনা চিত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে যা সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত।
- ❖ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্টোর ব্যবস্থাপনা অটোমেশন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাহিদা ও সরবরাহ অটোমেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- ❖ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা Digitized করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত Web Apps-এ এ বিভাগের আওতাধীন বিসিএস (কর), বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচিতি নম্বর অনুযায়ী তাদের হালনাগাদ এসিআর অনলাইনে এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে কর প্রদানের জন্য এবং একাধিক্রমে ০৮ বার সর্বোচ্চ কর প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হাজী মোঃ কাউছ মিয়াকে (ই-টিআইএন-৬৯২৭ ৯৯৬৯ ১৮২৭, কর অঞ্চল-০২, ঢাকা), মুজিববর্ষের সেরা করদাতার সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেরা করদাতাকে সম্মাননা প্রদান।

- মুজিববর্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি বড় অর্জন EFDMS প্রবর্তন। আগস্ট ২০২০ হতে EFD (Electronic Fiscal Device) ও SDC (Sales Data Controller) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি একটি Software ও অনলাইনভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি। ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৩,৩৯৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC স্থাপন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরো ৬,০০০ মেশিন স্থাপন করে এর ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।
- মুজিববর্ষে আয়কর বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে Automation-এর আওতায় আনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:
  - জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব Resource ব্যবহার করে ও নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাধ্যমে e-filing software তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে কর অঞ্চল-০৬, ঢাকা কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি ই-ফাইলিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইন রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
  - উৎসে কর কর্তনের মনিটরিং এর কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরূপে Automation System-এর আওতায় আনার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার করে etds system শিরোনামে একটি software প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ৪টি কর অঞ্চল এই সিস্টেমস পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর ২০২১-এর মধ্যে সকল কর-অঞ্চলে software-এর কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
  - nbr.epayment.gov.bd-এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে online এ কর প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত e-payment system-এর সাথে বিভিন্ন ব্যাংকের পাশাপাশি mobile financial services (bkash, rocket ইত্যাদি) সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের E-challan system-এর মাধ্যমেও করদাতাগণ আয়কর পরিশোধ করতে পারছেন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কর্মকর্তাদের জনগণের সেবক হিসাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সেবার মানসিকতা গড়ার লক্ষ্যে বর্ষব্যাপী নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষে ই-অকশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। শতভাগ অকশন, ই-অকশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- বর্তমানে নাগরিকবৃন্দ যে কোনো স্থান হতে অনলাইনে মূসক নিবন্ধনের জন্য আবেদন এবং রিটার্ন সাবমিট করতে পারে। নিবন্ধনের জন্য আবেদনের তিন কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর ই-মেইলে BIN সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হয়।
- ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট হতে অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক কমিশনারেট হতে কর্মকর্তাদের পাশাপাশি তার কমিশনারেটের আওতাভুক্ত করদাতাদের ইনহাউস প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষকে বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন কমিশনারেট ভ্যাট মেলার আয়োজন করেছে। করদাতাগণ ও সাধারণ ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে ভ্যাট প্রদানের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১০ ডিসেম্বর সারাদেশে ভ্যাট দিবস এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে ভ্যাট সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।
- বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের RTGS সিস্টেম ব্যবহার করে ১৭টি ব্যাংক (HSBC, Midland Bank Ltd, Prime Bank Ltd, Agrani Bank Ltd, Southeast Bank Ltd, Brac Bank Ltd, Dutch Bangla Bank Ltd, Islami Bank Bangladesh Ltd, Eastern Bank Ltd, Bank Asia, City Bank, Dhaka Bank Ltd, Pubali Bank Ltd, Standard Chartered Bank, United Commercial Bank Ltd, National Bank Ltd, Union Bank Ltd)-এর মাধ্যমে, ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে ২টি

ব্যাংক (Prime Bank Ltd, Brac Bank Ltd)-এর মাধ্যমে এবং সোনালী ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে সোনালী ব্যাংকের একাউন্ট থেকে ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড ও নেক্সাস কার্ড-এর মাধ্যমে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ, রকেট ও নগদ-এর মাধ্যমে যে কোনো করদাতা ঘরে বসে ভ্যাট প্রদান করতে পারছে।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ❖ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কোম্পানি করদাতাদের কর পরিপালন কার্যক্রম গ্রহণকালে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক কোম্পানি জাল (fake) অডিট রিপোর্ট দাখিল করে। অনেক কোম্পানি একই হিসাব বছরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হিসাব রাখে এবং আয়কর বিভাগের নিকট কম আয় প্রদর্শিত অডিট রিপোর্ট দাখিল করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) আলোচনা করে ICAB তে অডিট রিপোর্ট ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা Document Verification System (DVS) নামে পরিচিত। ভ্যাট বিভাগেও DVS-এর ব্যবহার শুরু হচ্ছে। ব্যাংকসহ দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে DVS-এর ব্যবহার শুরু করছে। DVS-এর ব্যবহার পুরোপুরি চালু হলে জাল অডিট রিপোর্টের ব্যবহার বন্ধ হবে, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে এবং সেইসাথে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা আরও সংহত হবে।

- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নতুন করদাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরিপ টিমে স্থানীয় জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও আনসার বিভাগকে সংযুক্ত করে জরিপের টিম পুনঃগঠন করা হয়েছে এবং দেশব্যাপী জোরালোভাবে 'জরিপ কার্যক্রম: ২০২০-২১' পচিালনা করা হয়েছে।

- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর কারণে বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়কর মেলা আয়োজন করা হয়নি। এর পরিবর্তে সারাদেশের ৩১টি কর অঞ্চলে মেলার পরিবেশে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে নভেম্বর ২০২০-এ মাসব্যপী আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজিকরণ ও কর তথ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

- ❖ সকল কেন্দ্রীয় সার্ভিস সেন্টারসমূহে kiosk, website, e-payment ও e-TIN সুবিধা সংযোজন করে করদাতাদের সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। www.nbr.gov.bd-এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটসহ সকল কর অঞ্চলের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটসমূহে আয়কর রিটার্ন ফর্ম, চালান ফর্ম, নির্দেশিকা, পরিপত্র ইত্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। করদাতাগণ উক্ত ওয়েবসাইট ব্যবহার করে এ সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

- ❖ করদাতার কর বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য Hot line ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের নাম ও মোবাইল নম্বর nbr-এর ওয়েবসাইটে রয়েছে। প্রতিটি কর অঞ্চলের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। সেসকল ওয়েবসাইটে কর্মকর্তাদের নাম ও মোবাইল নম্বর রয়েছে। যেকোন করদাতা উক্ত নম্বরসমূহে ফোন করলে কর্মকর্তাবৃন্দ সহযোগিতা করে থাকেন।

অর্থ বিভাগ

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শতভাগ বেসামরিক পেনশনারদের ইএফটি'র আওতায় আনয়ন উপলক্ষ্যে ইএফটি কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মচারীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ ২৬ মার্চ ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৫০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোটে পৃথক স্মারক লোগো/বৈশিষ্ট্য সংযোজনপূর্বক তা মুদ্রণ ও স্মারক ব্যাংক নোট (Commemorative Bank Note) হিসাবে বাজারে প্রচলনের বিষয় অনুমোদন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি নিম্নরূপ:

- ❖ সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অফিস সংলগ্ন কক্ষের প্রবেশমুখ এবং এনইসি সম্মেলনকক্ষের সম্মুখে ডিসপ্লে বসানো হয়েছে। উভয় ডিসপ্লেতে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনের স্মৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে।

চিত্র: সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অফিস সংলগ্ন কক্ষের প্রবেশমুখের পার্শ্বে স্থাপিত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে।

- ❖ সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অফিস সংলগ্ন কক্ষে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু রচিত, বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গ্রন্থ পাঠের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে ম্যাগনেটিক কোর্ট পিন প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত কোর্টপিনসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বৈদেশিক প্রতিনিধিদের নিকট শুভেচ্ছা স্মারক হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ ও ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, উদ্ধৃতি, লোগো, লং ও এক্স ব্যানার, ফেস্টুন ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ভবনসমূহ সজ্জিত করা হয়।
- ❖ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ১৫ই আগস্ট ২০২০ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

❖ ওয়েবিনার আয়োজন: ১৮ মার্চ ২০২১ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে LDC Graduation: A leap towards the Father of the Nation's vision of 'Sonar Bangla' শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রধান বক্তা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সচিব ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য; সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ; জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি বাংলাদেশ ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, এডিবি বাংলাদেশ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং আওতাধীন ৪টি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান; বাংলাদেশ ব্যাংক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিসহ রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রমালিকানাধীন বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির দিকনির্দেশনার আলোকে দেশব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোভিড-১৯ জনিত বিরূপ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পরিপালন করে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল দুটি অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এ বিভাগের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

❖ 'মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি, আর্থিক খাতের অগ্রগতি' এই স্লোগান ও মুজিববর্ষের লোগো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে শোকাবহ আগস্ট মাসসহ বছরব্যাপী আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে ১২০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার ত্রাণ, খাদ্য ও সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ এবং দেশব্যাপী প্রায় ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আর্থিক সেক্টরের উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর গৃহীত উদ্যোগ ডকুমেন্টেশনের অংশ হিসাবে 'মুজিববর্ষে সুবর্ণ অহংকার' নামে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের ১০০ কপি এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

❖ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা, সেমিনার, বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণ, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন, বৃত্তি প্রদান, মুজিববর্ষের স্লোগান ও লোগো ব্যবহার, ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বাণী প্রকাশ, রক্তদান কর্মসূচি, চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প, ডিবেট, কুইজ, রচনা প্রতিযোগিতা, মোনাজাত ও প্রার্থনা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মুজিববর্ষকে সামনে রেখে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❖ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বর্ণ ও রৌপ্য স্মারক মুদ্রা প্রস্তুত/প্রদর্শনসহ ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের স্মারক নোট মুদ্রণ এবং ২০০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট বাজারে প্রবর্তন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সকল তথ্য সমৃদ্ধ 'Bangabandhu Investor Information Platform' প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু কম্প্রিহেনসিভ স্পোর্টস ইন্সুরেন্স' বাস্তবায়নে বীমা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা চালুর জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনসহ সকল নন-লাইফ বীমা কোম্পানির জন্য কর্তৃপক্ষ হতে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। ১ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় বীমা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত বীমা কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি ও মাদ্রাসা (মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত) শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু বীমা পুরস্কার' এবং 'বঙ্গবন্ধু বীমা বৃত্তি' কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: ১ মার্চ ২০২১ জাতীয় বীমা দিবসে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বীমা সনদ বিতরণ।

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি নীতিমালা, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় অথরিটির সনদপ্রাপ্ত স্ব-স্ব ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অসচ্ছল গ্রাহকের সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডক্টরাল ও পোস্ট-ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশ করা হয়েছে। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর প্রাণ দরিদ্র কৃষকদের জন্য বিনা সুদে ৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- জনতা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক ঋণ' কর্মসূচির আওতায় তিনটি নতুন ঋণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যথা- বিদেশে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য ঋণ, নারীবান্ধব স্কুটার ক্রয়ের জন্য ঋণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের শুভ সূচনা ঋণ।
- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রদানকৃত 'অগ্রণী ব্যাংক স্বর্ণপদক' পুরস্কারের নাম ২০২০ সাল হতে 'অগ্রণী ব্যাংক বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' নামকরণ করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সুনামগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত হাওড় এলাকার সাল্লা ইউনিয়নের মোক্তারপুর গ্রামের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ 'বঙ্গবন্ধু সড়ক' নামকরণে একটি রাস্তা নির্মাণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ গ্রামটির সার্বিক উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ১০০টি উপজেলায় ১০০ জন অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শূন্য সুদে কৃষকদের ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বেসিক ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু শতায়ু সঞ্চয় প্রকল্প'-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন' এবং দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে চিকিৎসাসেবায় ব্যাংকের সিএসআর খাত থেকে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ঋণ প্রদান কর্মসূচির আওতায় বিকেবির নিজস্ব উৎস হতে হ্রাসকৃত (৭ শতাংশ) সুদ হারে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন করে ভালো ঋণগ্রহীতা এবং সেরা পারফরমেন্স অর্জনকারীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করার লক্ষ্যে 'মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পুরস্কার নীতিমালা, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রধান কার্যালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সহজ শর্তে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ঋণ প্রবাহ ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং নির্দেশনা মোতাবেক ঋণ বিতরণ এবং 'রাকাব বঙ্গবন্ধু বিশেষ মাসিক সঞ্চয় স্কীম (RBSMSS)' শিরোনামে নতুন আমানত কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বৃত্তি প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর অংশ হিসাবে এ পর্যন্ত ৪২ জনকে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সঞ্চয়ী আমানত কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ দেশের বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু যুবঋণ' ঋণ নীতিমালার আওতায় ৮ শতাংশ হতে ৯ শতাংশ সরল সুদে ২ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের মধ্যে ২০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৬২,৩৬১ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের মধ্যে ৯৭১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু যুবঋণ' কর্মসূচিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী start up কর্মসূচি হিসাবে অভিহিত করে এর সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।
- কর্মসংস্থান ব্যাংকের অঞ্চলভিত্তিক ৩ জন নিয়মিত ঋণ/কিস্তি পরিশোধকারী সফল উদ্যোক্তাকে বঙ্গবন্ধু সম্মাননা পুরস্কার (ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট) প্রদান এবং সর্বোচ্চ পরিমান খেলাপী/শ্রেণিকৃত অনড় ঋণ আদায়কারী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বঙ্গবন্ধু সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু ফান্ড' নামে মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইস্যু করার লক্ষ্যে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ২০ কোটি টাকার 'আইসিবি এএমসিএল শতবর্ষ ইউনিট ফান্ড'-এর ট্রাস্ট ডিড-এর রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আইসিবি'র সেবাকর্মী (গার্ড ও ক্লিনার) ও তাদের সন্তানদের এককালীন শিক্ষা বৃত্তি প্রদান এবং ভাল প্রকল্প ঋণগ্রহীতাকে সম্মাননা/প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন কর্তৃক দেশের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে বিএইচবিএফসি বঙ্গবন্ধু আবাসন প্রকল্প নামে '০' ইক্যুইটি ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একটি নির্দিষ্ট সিলিং পর্যন্ত ন্যূনতম সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামীণ অবকাঠামোতে স্বাস্থ্যসম্মত, দূষণমুক্ত,

নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণসমূহ ব্যবহার করে বিশেষতঃ শিশু ও বয়স্ক নাগরিকের বসবাসের উপযোগী 'বঙ্গবন্ধু আবাসন প্রকল্পের' নির্ধারিত মডেলের বাড়ি তৈরিতে উক্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

- ❖ জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন পেনশন বীমা স্কীম' চালু এবং এর আওতায় নতুন বীমা গ্রাহক সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গরীব মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ১০, দিলকুশাস্থ টাওয়ার ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল তৈরিসহ টাওয়ার ভবনকে 'বঙ্গবন্ধু জীবন বীমা টাওয়ার ভবন' নামকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি পেশাসহ আপামর জনগণ কোন দূর্ঘটনায় আক্রান্ত হলে যেন কিছুটা হলেও আর্থিক সহায়তা পেতে পারে সে লক্ষ্যে ২০২০ থেকে **'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা'** চালু করা হয়েছে। এই বীমার আওতায়: (ক) যে কেউ বার্ষিক ১০০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পারে; (খ) দেশের নিম্নআয়ের জনগণ বার্ষিক ৬০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে যার নামকরণ করা হয়েছে 'জনতা দুর্ঘটনা বীমা'; (গ) হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক, ক্যান্সারসহ ৬টি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্তদের ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রেখে চালু করা হয়েছে 'দূরারোগ্য ব্যাধি বীমা (Dread Disease Insurance Policy)'। বয়স বিবেচনায় উক্ত বীমা প্রিমিয়ামের হার ০.১৫ শতাংশ হতে ২.৩৫ শতাংশ।
- ❖ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)-এর নিজস্ব লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই নিয়ে বুক কর্নার স্থাপন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বছরব্যাপী Bangabandhu Financial Literacy প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক অভিবাসী কর্মী ও তার পরিবারবর্গের জন্য 'বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ' নীতিমালা নীতিমালার আওতায় ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৭০৭ জন ঋণগ্রহীতাকে ২০ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক এক লক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ১,২৪,৮৫১ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৫২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক হতদরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'বঙ্গবন্ধু-বিএনএফ শিক্ষাবৃত্তি' প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৭.২৫ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১০ দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি:

- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দিকনির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এতদসংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কর্মসূচির আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ১০ দিনব্যাপী (১৭ মার্চ ২০২১ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১) বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং গৃহীত কর্মসূচিসমূহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১৭ মার্চ ২০২১:

- ❖ মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রবেশপথে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, ড্রপ-ডাউন ব্যানার স্থাপন ও আলোকসজ্জা।
- ❖ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম।
- ❖ ব্যানারসহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে (ধানমন্ডি-৩২ নম্বর) পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

১৮ মার্চ ২০২১:

- IDRA ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ।

১৯ মার্চ ২০২১:

- বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত উত্তরা স্টাফ কোয়ার্টারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সোনালী ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি মসজিদ, উত্তরা, ঢাকায় বাদ জুমা বিশেষ দোয়া এবং উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে খাবার বিতরণ।

২০ মার্চ ২০২১:

- পিকেএসএফ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু কর্ণারে ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

২১ মার্চ ২০২১:

- MRA কর্তৃক যশোর জেলায় আয়োজিত বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

২২ মার্চ ২০২১:

- 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংক আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

২৩ মার্চ ২০২১:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া আয়োজন এবং এতিমখানায়/শিশু পরিবারে মিষ্টান্ন ও মাস্ক বিতরণ।

২৪ মার্চ ২০২১:

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন।
- IDRA কর্তৃক আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু আশার আলো-বীমা দাবি পরিশোধের প্রয়াস' শীর্ষক আলোচনা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

২৫ মার্চ ২০২১:

- গণহত্যা দিবসের স্মৃতিচারণ, আলোচনা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী।
- প্রতীকী ব্ল্যাকআউট কর্মসূচি পালন।

২৬ মার্চ ২০২১:

- স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন ও আলোকসজ্জা।
- স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা।

৭ মার্চ মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে সরকারি শিশু পরিবারসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানের ৬০০ শিশুর মধ্যে উন্নতমানের দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে শিশুদের মধ্যে ফুটবল ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা কর্তৃক মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী গৃহীত নিম্নোক্ত বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে:

- ❖ মুজিববর্ষে করোনায় (কোভিড-১৯) ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে সব উপকারভোগীদের মোবাইল ফোন নেই অথবা যাদের পক্ষে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হিসাব খোলা সম্ভব নয়, তাদের অনুকূলে শুধু জাতীয় পরিচয়পত্র বা স্মার্ট কার্ডের তথ্য এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যয়নের ভিত্তিতে ১০ টাকা হিসাবের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী গ্রাহক কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ মুজিববর্ষকে সামনে রেখে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের ঋণ হালনাগাদ করার জন্য ডাউন পেমেন্টের হার কমিয়ে পুনঃতফসিলকরণের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি ব্যবসায়িক প্রতিটি সূচকে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্পৃক্ত করে '১০০ দিনের কর্মসূচি' গ্রহণ করেন, যা সকল পর্যায়ে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ❖ ঋণ সেবা/আদায় সপ্তাহ/মাস ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে পুরো বছর জুড়েই আয়োজন করা হয়েছে একাধিক ঋণ সেবা সপ্তাহ/মাস। চলমান মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সহজে ও স্বল্পতম সময়ে ঋণসেবা প্রদানক্রমে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধিসহ সাশ্রয়ী, পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব আবাসনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে ১৪ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত একমাসব্যাপী পালিত হয়েছে 'সাশ্রয়ী, পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব আবাসনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঋণ সেবা মাস'।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ছিন্নমূল, হতদরিদ্র, অসহায়, দুস্থ, গরীব ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে খাবার বিতরণ; আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের আয়োজনে রায়গঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মনিরামপুর, যশোরে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ক্যাম্প উদ্বোধন; বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা; ভবনে আলোকসজ্জা; পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন তৈরি, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগ

- ❖ 'মুজিববর্ষ'-এ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর ও সারাদেশের অধস্তন আদালতে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে। করোনা সংক্রমনের কারণে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল পালিত হয়েছে। ঢাকার তেজগাঁওস্থ সরকারি শিশু পরিবারের অসহায় শিশুদের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে এ বছরের জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের সকল কর্মসূচি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে উভয় বিভাগের উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার উপর আইন-আদালতভিত্তিক তথ্য-নির্ভর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড, কুখ্যাত অবৈধ দায়মুক্তি অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) ও তদন্তসহ হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম সম্পর্কিত সেমিনার আয়োজন-সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার সংলগ্ন স্থানে পৃথক বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনে গৃহীত কর্মসূচি:

বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক বাণীর সংকলন:

- বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক ৭১টি বাণী সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক ১০০টি বাণী সংবলিত আরও একটি পুস্তিকা 'বাণী চিরসবুজ' ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশ করা হয়। যার মোড়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্মোচন করেন। পুস্তিকাটি বিভিন্ন দেশের দুতাবাসসহ আন্তর্জাতিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে।

'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কৃষি' শীর্ষক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন:

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কৃষি' শীর্ষক ২০ মিনিটের একটি তথ্যবহুল ডকুমেন্টারি দেশব্যাপী প্রদর্শন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবসে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সার্ক সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধি ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি উক্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি উৎসব:

- ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ৬৪টি জেলায় ৭৮টি ইউনিয়নে একযোগে এ উৎসব শুরু হয়ে বছরব্যাপী সকল ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজস্বভাবে সীমিত আকারে ১৪টি কৃষি অঞ্চলের ১৪টি ইউনিয়নে কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন:

- মুজিববর্ষে পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ৩২টি করে মোট ১,৪০,৩৮৪টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৪৩৮.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান

স্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪,৫৫৪ ইউনিয়ন এবং ৩৩০টি পৌরসভায় ১০০টি মোট ৪,৮৮,৪০০টি পারিবারিক সবজি পুষ্টি বাগানের প্রদর্শনী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম:

- ❖ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ নিজ দপ্তর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্র/উপকেন্দ্র, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমপক্ষে ১০০টি করে ফলদ, ঔষধি, বনজ ও মসলা জাতীয় বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস, ২০২০:

- ❖ মুজিববর্ষে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস, ২০২০ এবং কৃষকবান্ধব ডিজিটাল সয়েল আইডি কার্ড প্রদান কার্যক্রম উদ্‌যাপন করা হয়।
- ❖ 'বঙ্গবন্ধু ও কৃষি' বিষয়ক ৩০ হাজার কপি পোস্টার প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ❖ মাসিক কৃষি কথা পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ওপর দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। মোট কপির সংখ্যা ১,২৬,৫৯০টি।
- ❖ মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে নির্মিত ডকুমেন্টারি ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়সহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্মরণিকা প্রকাশ:

- ❖ বঙ্গবন্ধুর কৃষি-দর্শন এবং কৃষি ও কৃষকের প্রতি জাতির পিতার ভালবাসা নিদর্শন ও ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার দিকনির্দেশনা সংবলিত 'চিরঞ্জীব' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। যার মোড়ক ২৭ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্মোচন করেন।

Agriculture Important Person (AIP) নির্বাচন:

- ❖ কৃষি বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রথমবারের মতো Agriculture Important Person (AIP) নির্বাচন করে কার্ড প্রদান কার্যক্রম চলছে।

অ্যাটলাস প্রকাশ:

- ❖ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ১০০টি কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত পুস্তিকা আকারে আকর্ষণীয় তথ্যবহুল স্মরণিকা The 100 Agro Technologies Atlas প্রকাশ করা হয়। যার মোড়ক ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্মোচন করেন।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপনে গৃহীত কর্মসূচি:

- ❖ ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থায় তিন দিনব্যাপী আলোকসজ্জা করা হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে আলোচনা সভা, খেলাধুলা আয়োজন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গীকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য দোয়াসহ দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। মুজিববর্ষের কার্যক্রমের সাথে সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি:

তারিখ ও সময়	কর্মসূচি
	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
বছরব্যাপী সুবিধাজনক সময়ে (২০২১)	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ১,১৮২টি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে, ৬৪টি টিএসসি, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, ১টি টিটিটিসি, ১টি ভিটিটিআই প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ মোট-১১৯টি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
বছরব্যাপী সুবিধাজনক সময়ে (২০২১)	কারিগরি শিক্ষার প্রসার এবং এর গুণগত মানোন্নয়নে কর্মশালা, সেমিনার এবং ওয়েবিনার আয়োজন। কারিগরি শিক্ষার প্রচার-প্রসার, গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কারিগরি শিক্ষার উপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
বছরব্যাপী-২০২১/সুবিধাজনক সময়ে	জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী/দক্ষতা/প্রতিযোগিতা/job fair এর আয়োজন করা হবে।
সুবিধাজনক সময়ে	কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সকলের কাছে পৌঁছে দিতে কারিগরি শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হবে।
বছরব্যাপী (২০২১)	শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকদের টেকনোলজি/ট্রেড/স্পেশালাইজড ভিত্তিক NTVQF-এর আলোকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং চলমান থাকবে।
বছরব্যাপী(২০২১)	বৈশ্বিক মানের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা কারিকুলাম উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও আধুনিকায়ন করা হবে।
সেপ্টেম্বর ২০২১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়েগের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ২,১৮১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট আরও প্রায় ৭০০ জনকে শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হবে।
ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত	উপজেলা পর্যায়ে একটি করে কারিগরি স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রক্রিয়ায় এ বছর ৯৭টি উপজেলায় ৯৭টি ৫তলা বিশিষ্ট TSC (Technical School and College) স্থাপন করা হবে। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি কারিগরি স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য ৯৭টি উপজেলায় একাডেমিক কার্যক্রম চালু করা হবে।
বছরব্যাপী সুবিধাজনক সময়ে (২০২১)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও অবদানভিত্তিক প্রবন্ধ/রচনা/কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

- অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৬ ধরনের অনুপুষ্টি (ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-১২, আয়রন, ফলিক এসিড ও জিঙ্ক) সমৃদ্ধ করে পুষ্টিচাল (ফর্টিফাইড রাইস) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষ্যে ১১০টি উপজেলায় বিতরণের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত চাল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ভিজিডি কর্মসূচিতে

১১০টি উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে যথাক্রমে আরো ৫০টি ও ৭০টি উপজেলায় অর্থাৎ সর্বমোট (১০০+৫০+১০০+৭০)=৩২০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কর্মসূচি দুটিতে সারা দেশব্যাপী পুষ্টিচাল বিতরণ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ❖ 'দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ' শীর্ষক প্রকল্পটি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৭০ লিটার ধারণ ক্ষমতার কম/বেশি ৫৫ কেজি চাল সংরক্ষণ উপযোগী মোট ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৮.৪৮ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা। ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো তৈরি ও বিতরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মোট ২৩টি জেলা' (৫৫টি উপজেলা)র মধ্যে হতে ২১টি জেলার উপকারভোগীদের তালিকা মাঠপর্যায় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি জেলার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ❖ জাতির পিতার চিন্তা ও আদর্শ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে খাদ্যভবনের নীচ তলায় দর্শনীয় স্থানে 'বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা' নামক দেয়ালচিত্র ও জাতির পিতার প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় দিবসসমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাননীয় মন্ত্রীসহ খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
- ❖ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক বিলবোর্ড স্থাপন: খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের স্থাপনাসমূহে ৭৫টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বিলবোর্ডে বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে জাতির পিতার গৃহীত কার্যক্রম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টারি প্রচার করা হচ্ছে।
- ❖ স্টিল বিলবোর্ড স্থাপন: সারাদেশে ৫৮১টি খাদ্য গুদামের সম্মুখে স্টিল বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত স্টিল বিলবোর্ডে বর্তমান সরকারের অর্জন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রদর্শন করা হচ্ছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময়ে সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম, মধ্যমেয়াদি সংস্কার/কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত):

- ❖ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে সেবা সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কন্ট্রাক্টর ডেটাবেজ এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, বিল্ডিং ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময়ে সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নলিখিত অনলাইন সেবা কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ❖ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র সংক্রান্ত অনলাইন সেবা কার্যক্রম; নির্মাণ অনুমোদন সংক্রান্ত অনলাইন সেবা কার্যক্রম; বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র সংক্রান্ত অনলাইন সেবা কার্যক্রম; জিআইএস নির্ভর ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত অনলাইন সেবা কার্যক্রম; একাউন্ট এবং সিস্টেম; ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যান্ড আর্কিটেকচার সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার; kiosk-এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবনে বঙ্গবন্ধু সার্চ ইঞ্জিন সিস্টেম; চউক আইটি ইনভেন্টরি সিস্টেম; চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এস্টেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত সেবা এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কল সেন্টার স্থাপন; বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সাথে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র সংক্রান্ত সেবার ইন্টারলিংক স্থাপন; ওয়ান স্টপ সার্ভিস বুথ স্থাপন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা মোতাবেক রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময়ে সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

ক্রম	কর্মসূচি	বাস্তবায়নের তারিখ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবনে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর শুভ উদ্বোধন।	১৭ মার্চ ২০২১	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২.	সেবা সপ্তাহ পালন ও লিফলেট বিতরণ।	১৩-১৭ জুন ২০২১	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৩.	মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অটোমেশন।	২০ আগস্ট ২০২১	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

- ❖ ৫০টি জাতীয় পতাকা সংবলিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালিসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
- ❖ ২৬ মার্চ ২০২১ এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবনসমূহকে আলোকসজ্জায় সজ্জিতকরণ; মুক্তিযুদ্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের অবদান সম্পর্কে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- ❖ বিপিএটিসি, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ও বিয়াম ফাউন্ডেশনে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা/চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- ❖ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে মুক্তিযুদ্ধ এবং শাশ্বত বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলার ১৮৪ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর কর্তৃক ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব' শীর্ষক অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২১ উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে ১২টি 'বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেনকে বঙ্গবন্ধু চেয়ার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বিপিএটিসি'র রচিত বঙ্গবন্ধুর জীবনী, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক/সামাজিক/সাংস্কৃতিক আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর বিশ্বযাত্রা, নারী উন্নয়নে তাঁর ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ১০টি প্রবন্ধ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিপিএটিসি'র গেট-১ সংলগ্ন ঢাকা আরিচা মহাসড়কে অবস্থিত ফুটওভার ব্রিজের উভয়পার্শ্বে ডিজিটাল ডিস্‌প্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ডিস্‌প্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর বাণী, সংগ্রামী জীবন ও কর্মের উপর ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিপিএটিসির মূল ফটকের (গেট-২) সম্মুখবর্তী স্থানে মুজিববর্ষ ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান নেতার ৭ই মার্চ-এর ভাষণের স্মৃতিকে চির জাগরুক করে রাখতে সেই ঐতিহাসিক তর্জনী অনুকরণ একটি স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ছয় লাইনে ছয় দফা আন্দোলনকে বোঝানো হয়েছে এবং বিশটি প্রতীকী দীপ্তিমান মোমবাতির মাধ্যমে জন্ম পরবর্তী একশো বছরের বাংলাদেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ডকুমেন্টারি (স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর কনটেন্টসহ) এলইডি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন, 'স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু: প্রেক্ষিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা' গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, কল্যাণ বোর্ড এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো প্রদর্শন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য বাংলাদেশ সচিবালয়ে মুজিববর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রশাসন: সান্নিধ্যের দুর্লভ স্মৃতি' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের প্রুফ পরীক্ষা ও সংশোধনপূর্বক প্রমিতিকরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীদের লিখিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহ নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য খসড়া পাণ্ডুলিপির প্রুফ পরীক্ষা, সংশোধন ও প্রমিতিকরণ করা হয়েছে।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু স্মারক সিরিজ সেমিনার।

❖ জাতির পিতার প্রশাসনিক ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে Online Short Course পরিচালনার জন্য (১) জাতির পিতার জীবন আদর্শ ও রাষ্ট্রচিন্তা, (২) জাতির পিতার আর্থসামাজিক ভাবনা ও পরিকল্পনা এবং (৩) জাতির পিতার উন্নয়ন চিন্তা - এই তিনটি মডিউল চূড়ান্ত করা হয়েছে; জাতির পিতাকে উপজীব্য করে ট্রেনিং মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু চর্চার অংশ হিসাবে কেন্দ্রের সকল কোর্সে 'বঙ্গবন্ধু কুইজ প্রতিযোগিতা' আয়োজন করা হয়েছে।

❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে 'Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of the Quadret-e-Khuda Education Commission Report' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ ব্যানার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

❖ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বিভাগের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় পুলিশ অধিদপ্তরে 'ন্যাশনাল ইমারজেন্সি সার্ভিস-৯৯৯' চালু করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, এবং স্বাস্থ্য বিভাগের এ্যাম্বুলেন্স সেবা পাচ্ছে।

চিত্র: জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের জন্য সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ:

❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছি। এ দুর্দান্ত অর্জন পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক ৭ মার্চ তারিখে সারাদেশে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

- স্বাধীনতা দিবসে শহীদ পুলিশ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইজিপি'র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রেস রিলিজ ছবিসহ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ায় প্রকাশ/প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের জন্য সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সার্ভিস ডেস্কসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং থানায় স্থাপিত সার্ভিস ডেস্ক হতে জনগণ সেবা গ্রহণ করছেন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি ইউনিটের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি দেশাত্মবোধক গান ও দেশীয় সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে ডার্টথ্রো, পিলো পাসিং ও র‍্যাফেল ড্র এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট/অফিসে যথাযথ মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা পুলিশ লাইন্সে জাতির পিতার ০১টি সুদৃশ্য মুর‍্যাল স্থাপন করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন্স ও পুলিশ অফিসের সামনে 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার' শ্লোগান সংবলিত ডিজিটাল টিভি মনিটর স্থাপন করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)কে আধুনিকায়ন এবং এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম' স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। মুজিববর্ষকে বিবেচনায় নিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধানে মুজিববর্ষের অঙ্গীকার-স্বাবলম্বী বাংলাদেশ 'শত নৌকায় কর্ম উদ্দীপনা' স্লোগানে বিজিবি কর্তৃক হতদরিদ্র মাঝিদের মধ্যে ১০৫টি নৌকা বিতরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন হিসাবে রূপান্তরের জন্য সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি)-এর আওতাধীন নবীনগর বিশেষ ক্যাম্প'কে বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামসহ প্রাথমিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী:

- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ, ২০২০) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন, আনসার ও ভিডিপি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল অবদান রেখে চলেছে তার উপর নির্মিত 'বিশেষ নাটক', 'যে পথে নারীর মুক্তি' ও 'আলোর যাত্রী' নামক ৩টি নাটক ডিভিডি আকারে প্রস্তুত করে সকল ইউনিটে প্রেরণ ও একাধিকবার প্রদর্শন করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক এবং কমান্ড্যান্ট, আনসার- ভিডিপি একাডেমি কর্তৃক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪১তম জাতীয় সমাবেশ ও কুচকাওয়াজে জাতীয় পতাকাবাহী কন্টিনজেন্ট-এর সালাম গ্রহণ।

- ❖ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে নাটক, প্রমাণ্যচিত্র ও প্রোমো তৈরি করে টেলিভিশনে প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বছরব্যাপী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদক বিরোধী প্রচার অভিযান, সন্ত্রাস দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ বিরোধী কার্যক্রম, চোরাচালান প্রতিরোধ, জঙ্গীবিরোধী কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদক বিরোধী প্রচার অভিযান' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক নাটিকা বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। বাহিনীর প্রতিটি ইউনিট পর্যায়ে র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করাসহ সেখানে বাহিনীর অর্কেস্ট্রা সদস্যদের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কার্যক্রমের উপর নির্মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ অভিযান, ২০২০-এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় ফলদ, ভেষজ মোট ৬৪,০০০টি এবং ২০২১ সালে সারাদেশের ৬৮,০০০ গ্রামে মোট ১,৭০,৬৯৬টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। সদর দপ্তরের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষ ২০২০ ক্ষণগননা ঘড়ি, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন বিষয়ক ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন এবং 'মুজিববর্ষের উদ্দীপন আনসার ভিডিপি আছে সারাক্ষণ'-শ্লোগান সংবলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নভেম্বর ২০২০ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক কৈখালী ও কয়রা অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক জেলেদের মধ্যে টর্চলাইট, রেইনকোর্ট, রেডিও এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ-বয়া ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কোস্ট গার্ড-এর আওতাধীন ও উপকূলীয় এলাকায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩০টি মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে কোস্ট গার্ড-এর আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত গরীব ও দুস্থদের মধ্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।

❖ জলসীমায় শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান, জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, জলদস্যু বিরোধী অভিযান, মানবপাচার বিরোধী অভিযান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও বহিঃনোঙ্গর জলদস্যুতা দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক মোট ৪১,০৯৬টি অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ২৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার ১২০ টাকার বিভিন্ন মালামাল, পণ্যদ্রব্য, মাদক, আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ প্রাণী জব্দ করা হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যদের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের ৪০ জন কর্মকর্তা, নাবিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক প্রদান করেন।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টর্চলাইট, রেইনকোর্ট, রেডিও, লাইফ-বয়া/লাইফ জ্যাকেট গরীব ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ।

Commented [vm1]:

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থা:

❖ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে তদন্ত সংস্থা ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৭৮টি মামলায় ৩৫৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ৪৩টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচার সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ৩২৮ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ ও ৬ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ২১৩ জনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ২৭টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৬৯৪টি মামলা/অভিযোগ (৩,৮৩৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় আছে। তদন্ত সংস্থা ১ জুলাই ২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত একটি মামলায় ৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্পন্ন করেছে যা আদালতে বিচারাধীন আছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ হোটেল মধুমতিতে তদন্ত সংস্থার আয়োজনে সম্পন্ন হয় 'মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার; তদন্তের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য' বিষয়ক কর্মশালা। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলাসমূহের মধ্যে চূড়ান্ত বিচারিক কার্যক্রম শেষে ৩টি মামলার নথি জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর করা হয়েছে।

চিত্র: মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলাসমূহের মধ্যে চূড়ান্ত বিচারিক কার্যক্রম শেষে ৩টি মামলার নথি জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর।

চিত্র: গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় 'মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার; তদন্তের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য' বিষয়ক কর্মশালা।

Commented [vm2]:

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি):

❖ 'মুজিববর্ষ' এবং 'সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ সাইবার অপরাধ রোধকল্পে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ মনিটরিং করছে এবং ভিডিও কনটেন্ট এবং ইমেজ কনটেন্ট তৈরি করে সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দেশের জনগণের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। ২০২০ সালে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংস্থাসমূহকে সেলুলার লোকেশন ফাইন্ডিং এবং ডাটা এনালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই অপরাধীর অবস্থান সনাক্তকরণ, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রিমোট অপারেশন পরিচালনা এবং স্বয়ংক্রিয় সিডিআর এনালাইসিস সুবিধা প্রদান করে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিজিবি দিবস, ২০২০-এ হতদরিদ্র মাঝিদের মধ্যে ১০৫টি নৌকা বিতরণ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জন্মশতবার্ষিকী'কে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সরকার ঘোষিত 'মুজিববর্ষে' বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। পাশাপাশি 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জিএসবি ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

চিত্র: মুজিববর্ষে 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জিএসবি'র বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় জনাব নসরুল হামিদ, এমপি।

(২) ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) প্রধান কার্যালয় ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; চেয়ারম্যান পেট্রোবাংলা এবং এ বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ এবং স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা রাজধানীর আগারগাঁও এ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)-এ অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

(৪) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৩টি তেল বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে ডিলার অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭টি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল)-এর ডিলার মেসার্স ফারদিন অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন, মীরসরাই, চট্টগ্রাম এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (পিওসিএল)-এর হাজী মাসহুদ আলী মডেল ফিলিং স্টেশন, সিলেট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

®œ²¡sfœ-"L'
pcl cçl hXÑjl NiXÑ hiwmi-cn
fËnjpe njMj, fËnjpe f¢lcçl, YiLj
fœ ew 44.02.1205.004.02.308.20.

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে উদ্বোধনকৃত মডেল ফিলিং স্টেশন মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের ডিলার মেসার্স ফারদিন অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

(১) মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের শুরুতে কাউন্টডাউন ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে ১০ জানুয়ারি ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত কাউন্টডাউন টাইম প্রদর্শন করা হয়। মোবাইল ফোনে ভয়েস রেকর্ডের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' সম্প্রচার করা হয়।

(২) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিটিসিএল-এর পক্ষ থেকে দেশব্যাপী জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিনামূল্যে টেলিফোন সংযোগ (জিপন/এডিএসএল ইন্টারনেটসহ)/পুনঃসংযোগ, লাইনরেন্টবিহীন টেলিফোন সংযোগ দেয়া হচ্ছে।

(৩) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টেশিসের দোয়েল ল্যাপটপ-এর BIOS Screen এ মুজিববর্ষের লোগো সংযোজন করা হয়েছে এবং 'বিবি (বঙ্গবন্ধু) ২০২০' মডেলের Core i7 ল্যাপটপ বাজারজাত করা হচ্ছে।

(৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আপামর জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত 'যার জমি আছে ঘর নাই' কর্মসূচিতে গৃহহীনের অনুকূলে ঘর নির্মাণের জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অনুদানের অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হরিরামপুরকে প্রদান করা হয়েছে।

(৫) আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের অনুকরণে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) হতে কোম্পানির নিজস্ব তহবিল দ্বারা ১২টি গৃহ নির্মাণের জন্য খালিয়াজুরি, হরিণাকুন্ডু, শিবালয়, চৌদ্দগ্রাম, রংপুর সদর ও মোহনগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসারদের অনুকূলে অর্থ চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

(৬) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ইইই ও আইসিটিতে অধ্যয়নরত ১০০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের মধ্যে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে 'বিএসসিসিএল বঙ্গবন্ধু' বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিএসসিসিএল কর্তৃক সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন হচ্ছে।

(৭) মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে টেলিটক হতে 'শতবর্ষ' সিম প্যাকেজ চালুকরণ এবং মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন ১০০ জনকে ১০০ জিবি ডাটা/টকটাইমসহ মোট ১০,০০০ ফ্রি সিম প্রদান করা হয়েছে। 'শতবর্ষ' বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষের অধিক নতুন গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৮) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার ও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষ ও সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো সংবলিত প্যাড ব্যবহৃত হচ্ছে এবং 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির আওতায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চলছে। এ উপলক্ষ্যে স্মারক ডাক টিকিট এবং আলোচনা সভা, সেমিনার, ভিডিও ও আলোক চিত্র প্রদর্শন, দোয়া মাহফিল, দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ, স্বেচ্ছায় রক্তদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

(৯) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে র‍্যালি, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। করোনা সংক্রমণ হ্রাস পেলে এবং গণজমায়েত/অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রতিবন্ধকতা দূর হলে অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

- ❖ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর 'বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক বায়োপিক চলচ্চিত্র বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হচ্ছে। উক্ত চলচ্চিত্রটির ভারতীয় অংশের শুটিং ভারতের মুম্বাইয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশ অংশের শুটিং সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে শুরু হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত Audio Visual Co-production Agreement-এর আওতায় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রামাণ্যচিত্র 'Bangladesh Liberation War-1971' নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পক্ষের পরিচালক হিসাবে জনাব তানভীর মোকাম্মেল ও সহযোগী পরিচালক হিসাবে জনাব রেজাউর রহমান খান (পিপলু খান)কে মনোনয়ন প্রদান করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনকে অবহিত করা হয়েছে।
- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সহযোগিতায় ৫-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে 'তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব,' এবং ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে কলকাতার ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত সংবর্ধনা স্মরণে একইস্থানে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বর্ণিত অনুষ্ঠান দু'টিতে যথাক্রমে ৩২টি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্মরণীয় অবদান রাখার জন্য ৩৪ জন বরেণ্য ব্যক্তি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের বঙ্গবন্ধু, আমার বঙ্গবন্ধু, সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত যাত্রা, টাইমলাইন স্টোরি এবং বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন নিয়মিত বিটিভিতে প্রচার করা হয়েছে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বীরত্বগাঁথা, মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতি কথা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য, বীরঙ্গনাদের স্মৃতিকথা, নৃশংসতা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনে বছরব্যাপী প্রচার করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনতার মাস মার্চ, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বেতার বিশেষ দিবসে এবং মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অডিও-সিডি বেসরকারি বাণিজ্যিক বেতার ও কমিউনিটি বেতারে প্রচারের জন্য সরবরাহ করেছে।

- ‘মুজিববর্ষ’ এবং ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ‘মুজিববর্ষ’ কর্নার চালু করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর রচিত সংগীত ৬৮টি তথ্য অফিস কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে রেকর্ডকৃত সংগীত এবং মুজিববর্ষের ‘থিম সং’ প্রচার ভ্যানের মাধ্যমে সারাদেশে প্রচার করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অর্জন ‘স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশে উত্তরণ’ উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় চার ক্যাটাগরির মোট ৯ লক্ষ ৩০ হাজার পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে।
- ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের মাসভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহ সংবলিত তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২০ প্রকাশ ও মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট www.mujib100.gov.bd তৈরি করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক দেশের সর্ববৃহৎ এবং এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি আসর ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০’ ভার্চুয়াল ও ভৌত উভয় অবকাঠামো ব্যবহার করে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ২০২০-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি এডভোকেট মোঃ আবদুল হামিদ। ১০ ডিসেম্বর বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স। এতে মূল বক্তা হিসাবে Key-note উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ। সম্পূর্ণ আয়োজনে ২৪টি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, কনফারেন্স, প্রদর্শনী, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সম্মাননা, ভার্চুয়াল মুজিব কর্নার, ভার্চুয়াল মিউজিক্যাল কনসার্ট আয়োজন করা হয় এবং এ আয়োজনে ব্যবহার করা হয় গ্রিন স্ক্রিন ও অগমেন্টেড স্টেজ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের সক্ষমতার চিত্র তুলে ধরাই হল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্দেশ্য।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আগস্ট ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ মেয়াদে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ১৫টি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিখ্যাত ই-লার্নিং প্লাটফর্ম Coursera-এর সৌজন্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এলআইসিটি প্রজেক্ট-এর যৌথ উদ্যোগে ‘Workforce Recovery Program with Coursera’ শীর্ষক অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে মোট ৮,৪৬৪টি কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। দুর্বার প্ল্যাটফর্মের ‘আমার মুজিব’ ক্যাম্পেইনের অন্তর্গত ‘আমাদের মুজিব’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা ও ‘মুজিবের কাছে চিঠি’ লেখা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষা-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রমে নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ গবেষক ও ডেভেলপারদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ‘বাংলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ (AI for Bangla) প্রতিযোগিতা ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অংশ হিসাবে তরুণ গবেষক ও ডেভেলপারদের কাছ থেকে পুরস্কারের উদ্দেশ্যে ‘ডেটাসেট’, ‘মডেল’ কিংবা ওয়ার্কিং-প্রটোটাইপ’ (প্রথম ধাপে ধারণাপত্র ও দ্বিতীয় ধাপে রিসোর্স) জমাদানের আহ্বান করা হয়। প্রতিযোগিতায় ১টি প্রথম পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা, ১টি দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা, ২টি তৃতীয় পুরস্কার ২৫ হাজার টাকা এবং ৫টি অনারেবল মেনশন ১০ হাজার টাকা পুরস্কার হিসাবে রয়েছে। প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানের জন্য ক্রেস্ট ও সকলের জন্য সার্টিফিকেট

রয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ গবেষক ও ডেভেলপারদের বাংলা নিয়ে কাজ করতে দারুণ উৎসাহী হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ১৪৬টি প্রস্তাব জমা পড়েছে মানে তরুণ গবেষক, স্টার্টআপদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে।

মুজিব অলিম্পিয়াড:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক 'মুজিব অলিম্পিয়াড: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ চর্চা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক অনলাইন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও উক্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহ অত্যন্ত সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতে।
- মুজিব অলিম্পিয়াডে নিম্নবর্ণিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়:

অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা:

www.mujibolympiad.gov.bd

আমার বঙ্গবন্ধু প্রতিযোগিতা:

www.amarbangabandhu.gov.bd

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (শর্টফিল্ম) নির্মাণ প্রতিযোগিতা:

mujib100sfc.gov.bd

দ্বিমাত্রিক এ্যানিমেশন ভিডিও তৈরি ও প্রচার:

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনভিত্তিক দ্বিমাত্রিক এ্যানিমেশন ভিডিও নির্মাণ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ, নীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত ১০টি দ্বিমাত্রিক এ্যানিমেশন ভিডিও নির্মাণ করা হয়।

- বঙ্গবন্ধুর শৈশব-১টি; ফুটবলার বঙ্গবন্ধু-১টি; বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক হাতেখড়ি-১টি; ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু-১টি; মুক্তির সনদ ৬ দফা-১টি; ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের পটভূমি-১টি; আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু-১টি; বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ বিনির্মাণ-২টি; বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন-১টি।

অডিও বুক ও এ্যাপ তৈরি ও প্রচার:

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন, আদর্শ, নীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজের মধ্যে উপস্থাপন।

জাতির পিতার নিম্নলিখিত ৩টি বইসমূহের ১টি অডিও বুক ওয়েবসাইট (https://www.mujib100aubk.gov.bd/) এবং ০১টি এ্যাপস (android ও IOS ভার্সন) তৈরি করা হয়।

- অসমাপ্ত আত্মজীবনী
- কারাগারের রোজনামচা ও
- আমার দেখা নয়া চীন

১০০টি অনলাইন নিউজ ফিচার প্রস্তুত ও প্রচার:

- বঙ্গবন্ধু, তাঁর রাজনীতি, উন্নয়ন দর্শন, মানুষের উন্নয়নের জন্য তাঁর নিত্য সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে লেখা সংগ্রহ করা এবং লেখাগুলো গুলো বিভিন্ন অনলাইন নিউজ-এ প্রকাশ করা।

বঙ্গবন্ধু ব্লগ নির্মাণ (https://www.mujib100blog.gov.bd/):

- বাংলা এবং ইংরেজী দুই ভাষাতেই পরিচালিত;
- বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ইতিহাস, ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে লেখা প্রকাশ;
- প্রবন্ধ, ফিচার, বিশ্লেষণধর্মী, ছোটগল্প, সাহিত্য সব ধরনের লেখা প্রকাশ।

সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ভিডিচিত্র তৈরি (গুণীজনের চোখে বঙ্গবন্ধু):

- ২০টি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাণ (গুণীজনের চোখে বঙ্গবন্ধু)। https://www. amarbangabandhu. gov.bd/en/bangabandhu-in-the-eyes-of-the-wise/

কম্পিউটার গ্রাফিক্স (সিজি)/অডিও ভিজ্যুয়াল তৈরি ও প্রচার:

- বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও উক্তি ইত্যাদি ভিডিও আকারে আকর্ষণীয়ভাবে তরুণ সমাজের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য ৫০টি সিজি/এভি নির্মাণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু এইদিনে:

- নির্দিষ্ট তারিখে বঙ্গবন্ধু কি কাজ করেছিলেন অর্থাৎ কোন কোন সভায় বক্তৃতা বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন সে সম্পর্কিত তথ্য ডিজিটালি তরুণ সমাজের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য ৭২০টি পোস্টার তৈরি ও প্রচার করা হয়।

ডিজিটাল কার্ড:

- বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও উক্তি ইত্যাদি ভিডিও আকারে আকর্ষণীয়ভাবে তরুণ সমাজের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য ৪১২টি ডিজিটাল কার্ড তৈরি ও প্রচার করা হয়।

প্রচার কার্যক্রম:

- 'মুজিববর্ষ, ২০২০'-এর ওয়েবসাইট (www.mujib100.gov.bd)-এর পূর্ণাঙ্গ মোবাইল এ্যাপস্ (এন্ড্রয়েড ও আইওএস) উন্নয়ন কাজ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড উদ্বোধন করে 'শতবর্ষের শত আশা' ক্যাম্পেন যার মাধ্যমে ৫০টি স্টার্টআপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা হবে সর্বমোট ১০০ কোটি টাকা। এরই বাস্তবায়নে ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রথম সিরিজের ৭টি স্টার্টআপ কোম্পানিতে বিনিয়োগের ঘোষণা ও তাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ):

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প হতে মুজিববর্ষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল হতে আইসিটি ভিত্তিক উদ্ভাবনী ধারণার ১০০টি স্টার্ট-আপকে 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)' প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 'বিগ' আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তা অর্থাৎ স্টার্টআপদের নতুন উদ্ভাবনী ধারণাকে উৎসাহিত করে দেশে

স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা এবং এই আয়োজনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ৩টি আয়োজন-বিশ্ববিদ্যালয় ও স্টেকহোল্ডার অ্যাক্টিভেশন ক্যাম্পেইন, টিভি রিয়েলিটি শো এবং আন্তর্জাতিক রোড শো সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ আয়োজনগুলো থেকে নির্বাচিত সেরা ৩৬টি স্টার্ট-আপকে ১০ লক্ষ টাকা করে 'গ্র্যান্ট'-এর অর্থ প্রদান করার পাশাপাশি 'বিগ' ফাইনাল রাউন্ডের জন্য মনোনয়ন দেয়া হবে এবং একইসাথে একটি সেরা স্টার্ট-আপকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হবে।

- ❖ মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সময়ের নির্দেশনার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশ থেকে CAMS-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তার কারিগরি সহায়তায় উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে যোগ্য বিবেচনায় মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মানবিক সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রশংসিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রেরণে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করায় সরকারের ৩৫৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।
- ❖ 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে ০৩টি ক্যাটাগরিতে 'ডিজিটাল বিপ্লবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ ও নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল স্বাক্ষরের গুরুত্ব' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাখালীস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দশম তলায় একটি 'মুজিব কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মুজিব কর্নার শুভ উদ্বোধন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ তাঁর কর্ম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বই, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর সময়কালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদন সংগ্রহ করে মুজিব কর্নারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বঙ্গবন্ধুর সার্বিক দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেবে। মুজিব কর্নারটি প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করা হচ্ছে এবং তথ্যসমূহের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সংবলিত 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এ স্মারকগ্রন্থে 'বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ' বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যা দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাঁর সাথে কাজ করেছেন এমন প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, ভাবনা, পরিকল্পনা ও দর্শন সম্পর্কিত লেখা এ স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিদেশি পাঠক মহলে স্মারকগ্রন্থটি ব্যাপক প্রচার করার স্বার্থে বাংলা লেখার পাশাপাশি ইংরেজি অনুবাদও সন্নিবেশ করা হয়েছে। ২২ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারকগ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন। মুদ্রিত গ্রন্থটি বিতরণ ও প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: স্মারকগন্থ।

(৩) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৭৫টি স্থাপনা শুভ উদ্বোধন এবং ৫০টি স্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন:

- ২৩ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ১১০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র ও ০৫টি মুজিব কিল্লার শুভ উদ্বোধন এবং ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

- বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কেন্দ্রীভূত 'ত্রাণ সর্বস্ব' সাময়িক কার্যক্রমের পরিবর্তে জনঅংশগ্রহণমূলক টেকসই 'ঝুঁকিহ্রাস' কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে উপকূলবাসীর জানমাল রক্ষার্থে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন। মুজিব কিল্লা, বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও বনায়নসহ বিভিন্ন যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। স্বপ্নদ্রষ্টা পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে এক অনন্যসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এ সকল স্থাপনা নির্মাণ ও উদ্বোধন কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় নির্মিত স্থাপনাসমূহে জাতির পিতার অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের প্রতিফলন হয়েছে এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে যা সর্বজনবিদিত এবং বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

- ২৩ মে ২০২১ তারিখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ১১০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ৩০টি জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র, ৬,৪১৬টি সেতু/কালভার্ট ও ০৫টি মুজিব কিল্লার শুভ উদ্বোধন এবং ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

(৪) মুজিব কিল্লা নির্মাণ:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। তিনি ঘূর্ণিঝড়ও বন্যা থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় ১৭২টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধুর আর্দশে উজ্জীবিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ঝড় ও বন্যা উপদ্রুত এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৫টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ শেষে ২৩ মে ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১০টি মুজিব কিল্লার দরপত্র আহ্বান শেষে ৯৯টির কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। মুজিব কিল্লা ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা উপদ্রুত এলাকায় গরু, মহিষ, ছাগল ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুপাখির দুর্যোগকালীন নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিত্র: সুবর্ণচর, নোয়াখালীতে নির্মিত মুজিব কিল্লা।

(৫) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ওয়েবিনার আয়োজন:

- ‘Bangladesh towards cylone Resilience through the Legacy of Bangabandhu and Sheikh Hasina’ শিরোনামে ৬ মে ২০২১ তারিখে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে স্থানীয় পর্যায়ে MoDMR, CPP, DDM, BRCSD, BMD, IFRC, UNFPO, IOM, UNWOMEN, WFP, JICA, DU, BRAC University-এর প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে UNDRR, IFRC, ADPC, New York University-এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয় অনেক আগেই চিন্তা করেছিলেন। উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গড়ে তোলা একটি সফল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। সম্মেলনে কর্মকর্তাগণ ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং Conference on Interaction and Confidence in Asia and Pacific (CICA)-এর যৌথ উদ্যোগে ৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখ International workshop ‘Promoting cohesion: learning from volunteerism in disaster risk management’ শিরোনামে একটি

আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজিত সেমিনারে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) গঠনের শুভ সূচনা ও ১৯৭০ সালে উপকূলীয় এলাকায় সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতির পিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব সহ উপস্থাপন করা হয়।

(৬) অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র প্রকাশ:

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জানুয়ারি ২০২১ মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র' প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৌশলপত্রের আলোকে কর্মপরিকল্পনা তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম পৃথক মাত্রা পাবে। কৌশলপত্রটি বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন ও অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভুমিকা পালন করবে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল তথা বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকার রক্ষার্থে রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করবে।

(৭) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উদ্‌যাপন:

- ❖ ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। জন্মদিন উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সকল কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধুর দুর্যোগ ঝুঁকি বিষয়ক কর্মগাথা, সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন তৈরি, ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রেখে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ ও মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।

(৮) জাতীয় শোক দিবস পালন:

- ❖ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি। সভার আলোচক বঙ্গবন্ধু চেয়ার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিন, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেণ্টাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি উপস্থিত ছিলেন।

(৯) সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম ব্যাপক প্রচার:

- ❖ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তার প্যাকেট, কম্বল, ঢেউটিন, দুর্যোগ সহনীয় ঘর ও ব্রিজের উদ্বোধনী স্টোন ইত্যাদির উপর 'মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার' কথাটি লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম ব্যাপক প্রচার ও দৃশ্যমান করা হয়েছে।

(১০) ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ:

- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য ৬৬,২৯১টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ১২৬৩,৯২,৩৭,৮৮৪ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ।

(১১) Multi Purpose Rescue Boat:

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা থেকে জনগণ, প্রাণিসম্পদ ও অপরিহার্য জিনিসপত্র নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া এবং ত্রাণ বিতরণের সুবিধার্থে প্রতি বছর ২০টি করে তিন বছরে সর্বমোট ৬০টি প্রতিবন্ধীবান্ধব Multi Purpose Rescue Boat সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২১ জুলাই ২০২০ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। Multi Purpose Rescue Boat সমূহে র‍্যাম্প সংযুক্ত রয়েছে এবং এটি অল্প পানিতে চলাচল করতে সক্ষম। আগস্ট ২০২১-এর মধ্যে ১৫টি বোট বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় পাঠানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, Disability inclusive Disaster risk management টাস্কফোর্সের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Rescue Boat সমূহ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং উক্ত টাস্কফোর্সের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট মনোবজ্ঞানী ও অটিজম বিশেষজ্ঞ মিজ সায়মা ওয়াজেদ।
- ❖ মুজিববর্ষ লেখা পোস্টার, রোল ব্যানার, বিলবোর্ড ইত্যাদি তৈরি করে দর্শনীয় স্থানে টানানো/স্থাপন করা হয়েছে এবং কলম, গেঞ্জি, ক্যাপ, নোটপ্যাড, কোটপিন, স্টিকার ইত্যাদি তৈরি করে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়, বায়তুল মুকাররম কার্যালয়, সকল বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ অন্যান্য সকল অফিস ভবনে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে;
- ❖ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে সারাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে;

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১০০ জন হাফেজের মাধ্যমে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ বার কুরআন খতম সম্পন্ন হয়েছে;

❖ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয় ও ঝালকাঠি ইসলামিক মিশন হাসপাতালসহ ৫০টি ইসলামিক মিশনকেন্দ্রে দিনব্যাপী ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে;

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে ১০০ জন হাফেজের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে; দোয়া ও মুনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে;

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ও জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ এবং রাজশাহীর হাতেম খাঁ জামে মসজিদে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে; বনানী কবরস্থানসহ সারাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে;

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

❖ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সুনীল অর্থনীতি' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

❖ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে 'বঙ্গবন্ধু ও নদীমাতৃক' বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

- ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন ‘সোনার বাংলায় সুনীল স্বপ্ন’ শীর্ষক সংকলন প্রকাশ করা হয়।
- মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আজীবন ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাটে টোল ফ্রি প্রবেশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষে সরকারি-বেসরকারি জাহাজগুলো লোগো/ট্যাগ লাইন দিয়ে সজ্জিতকরণ করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হতে প্রকাশিত ডায়রি, ক্যালেন্ডারসহ সংগৃহীত সকল ধরনের স্টেশনারি সামগ্রিতে যথাযথভাবে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- নৌ সেক্টর নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা, পরিকল্পনা, এ বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অর্জন এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যসহ ১০ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে।
- **‘বঙ্গবন্ধুঃ শাশ্বত বাংলার প্রতিরূপ’** শিরোনামে একটি সেমিনার বরেণ্য ব্যক্তি/জাতীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে নৌপথে আগামী সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ২০২১ মাসে আয়োজন করা হবে।
- মুজিববর্ষের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে পাবনা, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট জেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪টি নতুন মেরিন একাডেমির প্রতিটিতে ৫০ জন করে মোট ২০০ জন ক্যাডেট নিয়ে ২০২০ শিক্ষা বর্ষের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৬ মে ২০২১ তারিখ গণভবন থেকে উক্ত ০৪টি মেরিন একাডেমি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৬ মে ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)-এর ২০টি কাটার সাকশন ড্রেজার, ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ০১টি প্রশিক্ষণ জাহাজ ‘টিএস ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (দাদা ভাই)’, ০১টি বিশেষ পরিদর্শন জাহাজ ‘পরিদর্শী’ এবং ০১টি নবনির্মিত ড্রেজার বেজ উদ্বোধন করেন ।

চিত্র: ‘সোনার বাংলায় সুনীল স্বপ্ন’ নামক সংকলন প্রকাশ।

- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কার্যাবলি ও জাহাজ নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।
- নদী, নৌপথ ও নৌবাণিজ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, বক্তৃতার সংকলন এবং প্রাসঙ্গিক ছবিসহ **'সোনার বাংলায় সুনীল স্বপ্ন'** নামক একটি সংকলন ফেব্রুয়ারি ২০২১ প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও মেরিন একাডেমি চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার/সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থায় মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মেগা-মনিটরে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার, সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ডিসপ্লে কর্নার স্থাপন এবং বছরব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান সম্প্রচার ও প্রদর্শন; বিআইডব্লিউটিসি'র প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ঘাটে ১৩টি স্বাধীনতা তোরণ নির্মাণ; বিআইডব্লিউটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের সড়ক প্রান্তের দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধের অপারেশনাল আলোকচিত্র প্রদর্শন; বিআইডব্লিউটিসি'র ০৪টি ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মোঃ রুহুল আমিন এবং বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর লাল-সবুজ রঙে ব্র্যান্ডিং ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ও ট্যাগ দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, বীরশ্রেষ্ঠগণের বিষয়ে ৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ভিডিও কনটেন্ট প্রকাশ এবং তাদের জীবনী সংবলিত ব্রোশিয়ার প্রকাশ; ৫৫টি ফেরি, ৫টি অভ্যন্তরীণ, ৩টি উপকূলীয় জাহাজ ও ১৪টি সি-ট্রাকসহ মোট ৭৭টি জাহাজে এবং পাটুরিয়া, মাওয়া ও চাঁদপুরে ভাসমান কারখানা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ও ট্যাগ দ্বারা সুসজ্জিতকরণ; 'মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআইডব্লিউটিসি' নামক টিভিসি নির্মাণ; নৌপথে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধে বিধ্বস্ত স্টিমার, জাহাজ ও নৌযানের আলোকচিত্র প্রদর্শনী; মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কার্টুন চলচ্চিত্র নির্মাণ: মুক্তিযুদ্ধে স্টুডেন্ট কমান্ডো-১৯৭১; ঢাকা মহানগরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌপথে ওয়াটার বাসে করে জাতীয় গণমাধ্যম শিল্পীদের নিয়ে স্বাধীনতার গান পরিবেশন; জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের যান্ত্রিক বহরে বিআইডব্লিউটিসির নবনির্মিত যাত্রীবাহী জাহাজ এমভি বঙ্গমাতা প্রদর্শন; চট্টগ্রাম বন্দর ভবন চত্বরে 'বঙ্গবন্ধু' ম্যুরাল স্থাপন; চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে আগত সকল বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকদের শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান; বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দরে ১টি ও গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে ২টি সুবর্ণজয়ন্তী তোরণ নির্মাণ; স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা সভা, সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনদপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা/সংগীত/নৃত্য/চিত্রাংকন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং সুবর্ণজয়ন্তী মেলার আয়োজন; জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে সেমিনার আয়োজন; সকল নদী বন্দরে পর্যায়ক্রমে সেবা সপ্তাহ এবং ই-টিকিটিং ব্যবস্থাকরণ; ঢাকার সদর দপ্তরে আলোচনা সভা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারসহ সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান; সকল নদী বন্দরে সুবর্ণজয়ন্তী ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যানার, ফেস্টুন ও আলোকসজ্জাকরণ; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন নিয়ে বিশেষ প্রকাশনা/দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লিফলেট বিতরণ এবং টিভিসি প্রকাশ; করোনা নির্মূলে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে যাত্রীদের মধ্যে

লিফলেট, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ; ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ ১২.০১ মিনিটে সকল নৌযানে একযোগে ভেপু/হুইসেল বাজানো এবং স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর সাথে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টারি/ফিল্ম প্রদর্শন; চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে আনন্দ র‍্যালীর আয়োজন, সোয়াত অপারেশন ও অপারেশন জ্যাকপট-এর উপর সেমিনার আয়োজন করা হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

- ❖ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদানের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের যৌথ সহযোগিতা ছাড়াও মোট ১৮টি দেশের সাথে কূটনৈতিক স্বীকৃতির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারত মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।
- ❖ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের যে সকল কূটনীতিক পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে সদ্য ঘোষিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জীবিত কূটনীতিকদের স্মৃতিচারণমূলক প্রকাশনা/বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ০৪ ও ০৫ ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকায় 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে নীতিগত অনুমোদন করেছেন।
- ❖ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে সম্প্রতি ভারত সরকারের সহযোগিতার ভিত্তিতে মেহেরপুর-এর মুজিবনগরে ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন প্রায় ২ কিলোমিটার 'স্বাধীনতা সড়ক' উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- ❖ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (ভারত, ভুটান, কানাডা, ফ্রান্স, নাইজেরিয়া ও UN) বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের উদ্যোগে স্বাগতিক সরকারের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন, বঙ্গবন্ধুর নামে সড়কের নামকরণ, বঙ্গবন্ধুর উপর চিত্রকর্ম/আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর চেয়ার স্থাপন করা হচ্ছে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ দুটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই আরবি, আসামিজ, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, জাপানি, নেপালি, পর্তুগিজ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, তুর্কি, উর্দু ও ডাচ – মোট ১৪টি ভাষায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অনুদিত হয়েছে এবং আরো কয়েকটি অনুবাদের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ❖ বিদেশস্থ ৭৮টি বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রায় সবকটিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করা হয়েছে। এই কর্নারে বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্য ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য বই, পত্র-পত্রিকার কপি এবং বঙ্গবন্ধুর ছবির প্রদর্শনী রাখা হয়েছে যা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চলতি বছরের শেষার্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন' আয়োজনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভূমিকা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় পদক্ষেপের বিষয়ে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে এ সম্মেলনে আলোচনা করা হবে।

- বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

- চিত্র স্বনামখ্যাত শিল্পীদের চিত্রকর্মসমূহ নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজনকল্পে ইতোমধ্যে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হাশেম খান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী সুবিধাজনক সময়ে একটি চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

- ভারতের ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম ও শিলং-এ নাগরিক মিলনমেলা আয়োজনের জন্য মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ভারতে কোভিড-১৯-এর কারণে বিধি-নিষেধের ফলে এ ব্যাপারে কোন অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। তবে মহামারি পরবর্তী সময়ে স্বাগতিক দেশের অনুমতি পাওয়া গেলে তা আয়োজন করা হবে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে (১) Bangabandhu: The People's Hero, (২) Mujib: Building Bangladesh and a Better World, (৩) Bangabandhu, Sheikh Hasina and the United Nations: Bangladesh at the World Stage-তিনটি বই প্রকাশ করা হয়। ইদ কার্ড (ইদ-উল-ফিতর এবং ইদ-উল-আজহা), পহেলা বৈশাখ, ইংরেজি ও বাংলা নববর্ষ, বড়দিন এবং দূর্গাপূজার কার্ড, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পোস্টার, ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার ২০২১, ফরেন অফিস ব্রিফিং নোটস (এফওবিএন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ব্রোশিউর এবং লিফলেট তৈরি ও বিতরণ এবং বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের উপর বুকলেট তৈরি ও বিতরণ করা হয়।

চিত্র: BIISS National Webinar 'Bangabandhu and Bangladesh: Leadership and Foreign Policy' on 13 December 2020.

- জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে Quotes on Bangabandhu from many Politicians around the world বিষয়ক ভিডিও এ্যানিমেশন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে এ্যানিমেশন ডকুমেণ্টারি 'বার বার ফিরে আসা', আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে 'Shaheed Dibos and International Mother Language Day' শিরোনামে ভিডিও ডকুমেণ্টারি, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে ভিডিও ডকুমেণ্টারি এবং মুজিববর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ভিডিও এ্যানিমেশন নির্মাণ করা হয়।

- (১) আমার দেখা নয়াচীন, (২) কারাগারের রোজনামচা, (৩) অসমাপ্ত আত্মজীবনী, (৪) বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, (৫) নির্বাচিত ১০০ ভাষণ-শেখ হাসিনা, (৬) ভাষণ সমগ্র-১৯৫৫-১৯৭৫-শেখ মুজিবুর রহমান, (৭) Bangabandhu: The People's Hero, (৮) Bangabandhu, Sheikh Hasina and the United Nations: Bangladesh at the World Stage (৯) Buddist Heritage-পুস্তকসমূহ ক্রয় করে এবং মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট বিতরণ করা হয়।

- সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক এবং টুইটারে নিয়মিত পোস্টের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং মিশনসমূহের কার্যক্রম এবং সাফল্য তুলে ধরেছে। এর মাধ্যমে ফেসবুক এবং টুইটারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পেজ পূর্বের তুলনায় আরো জনপ্রিয় হয়েছে। বর্তমানে ফেসবুকে মন্ত্রণালয়ের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ এবং টুইটারে অনুসারীর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ' আয়োজন করে যার প্রথম লেকচার বিজয়ের মাস ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম লেকচারে মূল আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত। জানুয়ারি ২০২১ মাসে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় লেকচারে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জনাব অমর্ত্য সেন বক্তব্য প্রদান করেন। ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় লেকচারে মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ গবেষক জনাব মফিদুল হক। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব জনাব বান কি মুন মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ লেকচারে মূল বক্তার আসন অলংকৃত করেন। এপ্রিল মাসে পঞ্চম লেকচারে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বক্তব্য প্রদান করেন। মে মাসে ষষ্ঠ লেকচারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ভক্কান বাযকির ফরেন সার্ভিস একাডেমি সুগন্ধায় বক্তব্য প্রদান করেন।

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনাতে সুসজ্জিত বঙ্গবন্ধু গ্যালারি ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় যা মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয়ের মাস ডিসেম্বর ২০২০ মাসে উদ্বোধন করেন।

- ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে কোভিড-১৯ মহামারিকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সীমিত পরিসরে যথাযোগ্য আড়ম্বরে পালনের ক্ষেত্রে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠান ও প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য পাঁচ প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান-মালদ্বীপ ও নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ভারত, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন। প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিদেশি অতিথি রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের উপস্থিতি ছাড়াও বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান

এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রায় ২২৯টি লিখিত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা (ভিডিও বার্তাসহ) পাওয়া গেছে। এ সংক্রান্ত সার্বিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও তৎপরতার ক্ষেত্রে চালকের ভূমিকা পালন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ।

❖ ১৭ হতে ২৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় যোগদানের জন্য মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি Mr. Ibrahim Mohamed Solih, শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী Mr. Mahinda Rajapaksa, নেপালের রাষ্ট্রপতি Ms. Bidya Devi Bhandari, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী Dr. Lotay Tshering, ভারতের প্রধানমন্ত্রী Mr. Narendra Modi বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকারী সম্মানিত অতিথিবৃন্দের নিকট রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান তাদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ধন্যবাদ জানান। এই সফরসমূহ উপলক্ষ্যে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভারতের সাথে প্রকাশিত বাংলাদেশের যৌথ ইশতেহারসমূহে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে টেকসই প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে সংকটের স্থায়ী সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

❖ ১৭ থেকে ১৯ মার্চ ২০২১ মেয়াদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ-এর আমন্ত্রণে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ-মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়- বাণিজ্য সহযোগিতা, উপকূলীয় যোগাযোগ, পর্যটন সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে Tete-a-tete সাক্ষাৎ করেন এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে ১৮ মার্চ নিম্নোক্ত ০৪টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো/প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়:

- MoU on Joint Commission for Comprehensive Cooperation;
- MoU on Bilateral Foreign Office Consultations (FOC);
- MoU in the Field of Fisheries and Pelagic Fishing;
- Cultural Exchange Programme (CEP) for 2022-2025.

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র আমন্ত্রণে ১৯ থেকে ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশা বাংলাদেশ সফর করেন। ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বাংলাদেশ-শ্রীলংকা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় যথা বাণিজ্য সহযোগিতা, উপকূলীয় যোগাযোগ, পর্যটন সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশা মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। ১৯ মার্চ ২০২১

তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ২০ মার্চ নিম্নোক্ত ০৬টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো স্বাক্ষরিত হয়:

- Memorandum of Understanding between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Cooperation for Strengthening Youth Development;
- Memorandum of Understanding between Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy (SLCARP);
- Memorandum of Understanding between the Directorate of Technical Education (DTE) of the People's Republic of Bangladesh and the Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) of the Democratic of Socialist Republic of Sri Lanka on Exchange of Documentation on Vocational Qualification;
- Memorandum of Understanding between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for Co-operation of Training of Bangladesh Nurses and Healthcare Workers in Sri Lanka;
- Memorandum of Understanding for Cooperation between Bangladesh Institute of International & Strategic Studies and Lakshman Kadirgamar Institute of International Relations and Strategic Studies;
- Cultural Exchange Programme between the Government of the People Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Years 2021-2025.

❖ ২২ থেকে ২৩ মার্চ ২০২১ মেয়াদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ-এর আমন্ত্রণে নেপালের রাষ্ট্রপতি মিসেস বিদ্যা দেবি ভাণ্ডারি বাংলাদেশ সফর করেন। ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মিসেস বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মিসেস বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে নিম্নোক্ত ০৪টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো স্বাক্ষরিত হয় :

- MoU on Tourism Cooperation;
- MoU on Strengthening Sanitary and Phytosanitary (SPS) Cooperation;
- Cultural Exchange Programme for the year of 2022-2025;
- Letter of Exchange on Rohanpur-Sighabad Railway Route (amendment to Nepal-Bangladesh Transit Agreement).

- ২৩-২৫ মার্চ ২০২১ মেয়াদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ড. লোটে শেরিং বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। সফরকালে দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালায় জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন।
- ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে 'শান্তি, মুক্তি ও মানবতার অগ্রদূত' শীর্ষক থিমকে সামনে রেখে আলোচনা অনুষ্ঠান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল জাদুঘরের প্রদর্শনীর যৌথ উদ্বোধন ঘোষণা করেন যা পর্যায়ক্রমে অন্য বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল জাদুঘরের প্রদর্শনী আয়োজনের বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর এবং ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষত ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২৬-২৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং ৬ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র আমন্ত্রণে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। সফর উপলক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ও দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ স্মারকসমূহ বিনিময় করেন। দুই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একত্রে পাঁচটি প্রকল্প উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নিজ নিজ দেশের পক্ষে পৃথক ডাকটিকেট উন্মোচন করেন।

পরিকল্পনা বিভাগ

'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি বরাবর প্রেরণ এবং গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মুজিবশতবর্ষের লোগো সংবলিত টি-শার্ট, ক্যাপ, ব্যাজ, পাটের ব্যাগ, কলম, কোটপিন, মগ ইত্যাদি বিতরণ এবং পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং এনএপিডি ও বিআইডিএস কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভা এবং পরিকল্পনা বিভাগের ক্যাম্পাস জামে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
- পরিকল্পনা কমিশন এবং বিভাগের ভবনসমূহের এবং আঙ্গিনায় আলোকসজ্জা করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৫টি 'আলোকচিত্র প্রদর্শনী বোর্ড তৈরি করে পরিকল্পনা বিভাগের ক্যাম্পাসের বাউন্ডারি ওয়ালে এবং প্রধান ফটকে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিকল্পনা বিভাগের ক্যাম্পাসে এনইসি অডিটরিয়ামের দ্বিতীয় তলায় বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ডকুমেন্টেশন সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং উক্ত সেন্টারে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি:

- ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক একাডেমিক ভবন আলোকসজ্জা করা হয়। একাডেমির প্রবেশপথে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বাণীসহ দুটি সুদৃশ্য বোর্ড স্থাপন করা হয়। একাডেমির লবিতে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালের দু'পাশে দুইটি ছবি সংযোজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত শ্বেতশুভ্র পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে মহাপরিচালক-এর নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ একাডেমির লবিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে বিআইডিএস কর্তৃক সম্পাদিত 'Readings in Bangladesh Development' শীর্ষক দুটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। উক্ত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অধ্যাপক রেহমান সোবহান আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী Guest of Honor হিসাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়ালি ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর একটি স্মৃতিচারণমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্বোধন করা হয় এবং ৫০ কেজি ওজনের কেক কাটা হয়।

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক শান্তির প্রতীক পায়রা অবমুক্ত করা হয় ও ফেস্টুনসহ বেলুন উড়ানো হয় এবং বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করা হয়। র‍্যালি শেষে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ক্যাম্পাসে দশদিনব্যাপী আলোকসজ্জা করা হয়।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

- ❖ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধুর জীবন কর্মসংবলিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)'র ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ পরিসংখ্যান ভবনের সম্মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এসব তথ্যচিত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়।
- ❖ 'স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং বর্তমান সময়ে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থানের তুলনামূলক পরিসংখ্যান মুদ্রণ' এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক পরিসংখ্যান বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গঠন এবং এ দুটি প্রতিষ্ঠানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ডকুমেন্টারি তৈরি' শিরোনামে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিশেষ কর্মসূচি (জাতীয়) হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে সারাদেশে বিনামূল্যে এক কোটি চারা বিতরণ কার্যক্রম:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদেশে এক কোটি চারা বিতরণ ও রোপণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত কর্মসূচি ১৬ জুলাই ২০২০ হতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত চলমান ছিল। এলাকা ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী দেশীয় প্রজাতি নির্বাচন করে ৫০ শতাংশের অধিক ফলের চারাসহ ফলদ, বনজ ও ভেষজ প্রজাতির ১ কোটি চারা প্রতি উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে ৩৭,৫৯৮ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবনে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২০ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক উদ্ধারকৃত ১০০টি পাখি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি/উক্তি/লেখা সংবলিত কর্নার স্থাপন:

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি/উক্তি/লেখা সংবলিত কর্নার স্থাপন করা হয়। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে উদ্বোধন করেন।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় স্থাপিত মুজিব কর্নার।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে এবং এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় স্থাপিত ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শত প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে জাতীয় কর্মসূচি অনুসরণে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

❖ মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত কফি মগ, পেনস্ট্যান্ড, নোটবুক তৈরি করা হয়েছে। জাতির পিতার বিভিন্ন বক্তব্য/বাণী সংবলিত ফেস্টুন/ড্রপ ডাউন ব্যানার/পপস্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু ও সমবায়' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠার পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) তে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পল্লী ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় 'বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন', 'ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা' এবং 'দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা: বর্তমান চিত্র ও সাফল্যগাথা' এবং 'নারী উন্নয়নে জাতির পিতার অবদান' শীর্ষক চারটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু : পল্লী ভাবনা' শিরোনামে ০১টি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষ স্মারক সংবলিত ৩০টি সংগঠনকে ২২টি ধান কাটার যন্ত্র ও ৭টি ধান রোপণ যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ৩০০ জন সুফলভোগীকে ২০টি করে মোট ৬,০০০ খাকি ক্যাম্বেল জাতের হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়। বার্ডে চলমান প্রকল্পে ১,০০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৫,০০০ কেজি উচ্চ ফলনশীল ব্রি-৮৫ জাতের ধানবীজ এবং ২৬০ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৩,০০০ সোনালী ও ফাউমি জাতের মুরগীর বাচ্চা এবং ২,২০০ খাকি ক্যাম্বেল জাতের হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্যুভেনির গ্রন্থ, স্মরণিকা ও দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক ৪০ হাজার ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ এবং ০১ লক্ষ মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ এ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দরিদ্র ও দুস্থ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৭০টি সেলাই মেশিন এবং চাষীদের মধ্যে ০১ লক্ষ মাছের পোনা ও ১০ হাজার ফলদ ও বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রায় ০৮ লক্ষ দরিদ্র জনগণকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাঘাবাড়িঘাটে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পাস্তুরিত চকলেট দুধ বিতরণ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে সমাবেশ, র‍্যালি অনুষ্ঠান এবং সেরা ০৩ জন সদস্যকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখযোগ্য উক্তি প্রচার/প্রদর্শন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর কর্মজীবন নিয়ে ভিডিও আলেখ্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক (ভার্চুয়াল) আলোচনা সভা ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা: উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শীর্ষক বিশেষ প্রকাশনা জুন ২০২১ মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিশেষ প্রকাশনা 'বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা: উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

- ২৬ মার্চ ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বিভাগ-এর আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা; পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া; বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ; বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বেলুন উড়ানো, র‍্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানসমূহে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২০' উদ্বোধন করেন। দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য তিনি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশে যাতে বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনীর সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এক কোটি গাছের চারা রোপণের কার্যক্রম গৃহীত হয়। এই বৃক্ষরোপণের ফলে একদিকে যেমন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা পাবে, অন্যদিকে দেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন পরিপালনের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১০ লাখ গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গাছ রোপণের জন্য প্রণীত মডেল অনুসরণ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস প্রাঙ্গণ, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, বিদ্যমান বাঁধ ও অন্য ফাঁকা জায়গায় ১০,৮৪,৬১০টি গাছ রোপণ সম্পন্ন করা হয়।

চিত্র: 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' বই দুটিকে মূল উপজীব্য ধরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জে 'মুজিব দর্শন' শীর্ষক মুর‍্যাল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত গোপালগঞ্জ হতে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত নৌ-রুট পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পাঁচুড়িয়া খাল খনন ও বর্ণি বাওড় ড্রেজিং:

- পঞ্চাশের দশক হতে ষাটের দশক পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়াস্থ নিজ পৈত্রিক বাড়ি হতে নৌকাযোগে বর্ণি বাওড় হয়ে নকড়িরচর গ্রাম দিয়ে বোড়াশি হয়ে পাঁচুড়িয়া খাল দিয়ে বর্তমান গোপালগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত পাঁচুড়িয়া বাজার এলাকায় নেমে গোপালগঞ্জে আসা-যাওয়া করতেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত এ খালটি বৃষ্টিধৌত পলি ভরাট, স্থানীয় জনমানুষের অবৈধ দখল, জঙ্গল ও আবর্জনায় আচ্ছাদিত ছিল।
- পাঁচুড়িয়া খালটিকে পুনঃসচল এবং টুঙ্গিপাড়া হতে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত নৌ-রুট পুনরুদ্ধার করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পাঁচুরিয়া খাল খনন ও বর্ণি বাওড়-এর ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করে। এতে টুঙ্গিপাড়া হতে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার নৌ-রুট পুনরুদ্ধার হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ০৯টি উপজেলার ০৯টি ইউনিয়নে ও তিনটি পৌরসভার ৪০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, আলমারি ও পুস্তক প্রদান করা হয় এবং মুজিববর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন ১ম পর্যায়ে 'ক' শ্রেণির ১০০টি গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ে 'ক' শ্রেণির ৬৬টি গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: মুজিব কর্নার স্থাপনের জন্য বই বিতরণ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারে 'মুজিব কর্নার' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০ জুলাই ২০২০ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত গৃহীত কর্মসূচি:

ক্রম	কর্মসূচি	কর্মসূচির তারিখ ও সময়	মন্তব্য
১.	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন	২৬ মার্চ ২০২১	এ সম্পর্কিত জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং সরকারি নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন।
২.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন	০১ জুন ২০২১	সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তথ্য আপডেট করা হচ্ছে।
৩.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন (প্রতি মাসে অন্তত একটি করে)	মার্চ ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১	চলমান।
৪.	স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরাঙ্গনাসহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠান (প্রতি মাসে অন্তত একটি করে)	মার্চ ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১	চলমান।

ক্রম	কর্মসূচি	কর্মসূচির তারিখ ও সময়	মন্তব্য
৫.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন সেন্টার স্থাপন	মার্চ ২০২১	লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ডকুমেন্টস্ সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
৬.	সুবর্ণজয়ন্তীর বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	গঠিত উপ-কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছরে নিয়োজিত (অবসরপ্রাপ্ত/কর্মরত) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান		চলমান
৮.	স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছরে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে সম্মাননা প্রদান		চলমান
৯.	'মুজিব জন্মশতবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন		চলমান
১০.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে বৃক্ষ রোপনসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি পালন		বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১১.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র/ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম ও নেতৃত্ব বিকাশমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন		চলমান
১২.	স্বেচ্ছায় রক্তদান	১৫ আগস্ট ২০২১	সম্পন্ন
১৩.	মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন এবং সুবর্ণজয়ন্তীর বছরব্যাপী আয়োজন সমাপন	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	এ সম্পর্কিত জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং সরকারি নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

কর্মসূচি	তারিখ ও সময়	স্থান
জাতীয় পতাকা উত্তোলন	১৭ মার্চ ২০২০ সকাল ৬.০০ টায়	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শুভ উদ্বোধন	১৭ মার্চ ২০২০ ১০.০০ টায়	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চত্বর

কর্মসূচি	তারিখ ও সময়	স্থান
মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন	১৭ মার্চ ২০২০ ১০.১৫ টায়	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চত্বর
মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপিংস/ফুটেজ প্রদর্শন	১৭ মার্চ ২০২০ ১০.৩০ টায়	সম্মেলন কক্ষ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠান	১৭ মার্চ ২০২০ ১১.০০-১২.০০ টায়	সম্মেলন কক্ষ
কর্মশালা শেষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে বিশেষ মোনাজাত	১৭ মার্চ ২০২০ ১২.০০ টায়	সম্মেলন কক্ষ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গণভবন মসজিদে বিশেষ মোনাজাত	১৭ মার্চ ২০২০ (বাদ জোহর)	গণভবন মসজিদ
মন্ত্রণালয় আলোকসজ্জাকরণ	১৭ মার্চ ২০২০	মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিনন্দন স্থান
ব্যানার, ফেস্টুন ও বেলুন দ্বারা অফিস প্রাঙ্গণ সুসজ্জিতকরণ	১৭ মার্চ ২০২০	মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিনন্দন স্থান
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	১৭ মার্চ ২০২০	মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণ
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন	২৬ মার্চ ২০২০	জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন	১৫ আগস্ট ২০২০	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন	১৫ আগস্ট ২০২০	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নম্বর : ১০৯
'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর' হিসাবে সংরক্ষিত জাদুঘরটি ০৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দের পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ	নভেম্বর/ডিসেম্বর-২০২০	মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত জাদুঘর
মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন	১৬ ডিসেম্বর ২০২০	জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নান্দনিক কর্নার স্থাপন ও উদ্বোধন	ফেব্রুয়ারি ২০২১	মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরি
বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও আদর্শ বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন	১৭ মার্চ ২০২১	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন	২৬ মার্চ ২০২১	জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন	মার্চ ২০২১	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

কর্মসূচি	তারিখ ও সময়	স্থান
সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন	মে/২০২১	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
২০২১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের নির্মাণকাজ সমাপনে উদ্বোধন	সুবিধাজনক সময়ে	বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর, বিজয় সরণি
র‍্যালির আয়োজন	সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হবে	জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে
মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর আধুনিকায়ন	সুবিধাজনক সময়ে	মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত জাদুঘর
বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের প্রবেশমুখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনীভিত্তিক ফটোগ্যালারি স্থাপন	সুবিধাজনক সময়ে	মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত জাদুঘর
বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের প্রবেশমুখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ইতিহাসের ডিজিটাল ডিসপ্লে	সুবিধাজনক সময়ে	মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত জাদুঘর
‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর’ হিসাবে সংরক্ষিত জাদুঘরটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্তকরণ;	সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে	মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত জাদুঘর
মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন	১৬ ডিসেম্বর ২০২১	জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

ভারতীয় ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কন্টিনজেন্ট-এর অংশগ্রহণ:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এবং ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় হাইকমিশন কর্তৃক ভারতের ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১২২ জন সদস্য সংবলিত প্যারেড কন্টিনজেন্ট ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভারতের ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে প্যারেডে অংশগ্রহণ করে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন:

- ❖ বেপজা যথাযোগ্য মর্যাদায় বছরব্যাপী স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন করছে। এ উপলক্ষ্যে বেপজা নির্বাহী দপ্তরসহ প্রতিটি ইপিজেডে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও ফটো গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাঁর জীবন ও কর্মকান্ডের ঐতিহাসিক বিভিন্ন ছবি, বঙ্গবন্ধু রচিত এবং তাঁকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই দিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার সাজানো হয়েছে। বেপজা নির্বাহী দপ্তর এবং ইপিজেডসমূহে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বাণী সংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বেপজা নির্বাহী দপ্তর এবং ইপিজেডসমূহের প্রধান সড়কে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হচ্ছে। করোনার কারণে বৃহৎ পরিসরে মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করা সম্ভব না হলেও ক্ষুদ্র পরিসরে বেপজা বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

- ❖ মুজিববর্ষকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত বিখ্যাত উক্তি ও বাণীর পোস্টার দেশের আটটি ইপিজেডের মূল ফটকে প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং ইপিজেডের ফটকে স্থাপিত ডিজিটাল স্ক্রিনেও প্রদর্শন করা হচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষ:

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে নানা উদ্যোগ এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে জন্মশতবার্ষিকীর জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচিসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ: -

- ❖ মুজিববর্ষের শুরুতে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 'মুজিববর্ষের আহবান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান' শ্লোগান ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ❖ মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১টি উপদেষ্টা কমিটি ও সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ১টি বাস্তবায়ন কমিটি গঠনপূর্বক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ১১টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১১টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং প্রায় আড়াইশ দুর্লভ আলোকচিত্র নিয়ে Sheikh Mujib: A Nation's Father' শিরোনামে একটি pictorial বই প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, চেয়ারম্যান, বদরুন্নেসা আহমদ ফাউন্ডেশন ও প্রো-ভিসি (একাডেমিক), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একজন সাধারণ বাঙালি থেকে বিশ্বনেতা হয়ে ওঠার চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসে সাজানো হয়েছে এই প্রকাশনা। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার পিতাকে নিয়ে স্মৃতিচারণামূলক লেখা এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

চিত্র: 'শেখ মুজিব: অ্যা নেশন'স ফাদার' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্রন্থটির প্রধান উপদেষ্টা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, সম্পাদক অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

- এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করা হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন এই কর্নারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা সহস্রাধিক বই সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৬টি আইএমটি, ৬১টি টিটিসি এবং ৩০টি ডিইএমওসহ সর্বমোট ৯৭টি প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বোয়েসেলের উদ্যোগে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারের শুভ উদ্বোধন।

মাইগ্রেশন ইনফরমেশন অ্যাপস প্রস্তুতকরণ:

- ❖ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডেটাবেজে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশনের একটি ঐচ্ছিক চ্যানেল হিসাবে AmiProbashi শিরোনামে একটি অ্যাপস ৮ মে ২০২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রমের জন্য এবং ডেটাবেজ হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রেও অ্যাপসটি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বিদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠা:

- ❖ গ্রিসের এথেন্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে গ্রিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের অনুকূলে প্রায় ২৬ লক্ষ ইউরো সমপরিমাণ প্রায় ২৬ কোটি বাংলাদেশি টাকা অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

- ❖ সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাস্থ 'বাংলাদেশ ইংলিশ প্রাইভেট স্কুল'টিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করার জন্য ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে এক কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

- ❖ বাহরাইনস্থ বাংলা স্কুলের নামকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব বাহরাইনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন আছে। ইতোমধ্যে উক্ত স্কুলের একটি ভবন বঙ্গবন্ধুর নামে করার বিষয়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূত নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

- ❖ সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলা স্কুলের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বোর্ড-সভার অনুমোদনক্রমে ১৭.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দাম্মামস্থ বাংলাদেশি ইংরেজি স্কুলের জন্য জমি ক্রয়সহ ভবন নির্মাণ বাবদ ১৩.৮৬ কোটি টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (বাংলা সেকশন) রিয়াদে প্রতিষ্ঠার জন্য জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সৌদি আরবের দাম্মামে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (ইংরেজি সেকশন) স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য জমি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান আছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ দাম্মামে একটি স্কুল ভাড়ার প্রস্তাব দূতাবাসে দাখিল করেছে।

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির জন্য বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণে বিমানবন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় বঙ্গবন্ধুর নামে একটি রি-ইন্টিগ্রেশন সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিমানবন্দরের নিকটবর্তী স্থানে ভবনসহ একটি জমি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। ১০ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় জমিটির নিষ্কণ্টকতাসহ যাবতীয় বিষয় সমাধানের জন্য মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নামে গুলশানের ভাটারায় প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের চিকিৎসার সুবিধার্থে একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী মন্ত্রণালয়ের সম্মুখভাগে ও রাজধানীর উল্লেখযোগ্য স্থানে এবং দেশব্যাপী স্থানীয় অফিসসমূহের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ছবি, ব্যানার, ফেস্টুন, এলইডি বোর্ড এবং ড্রপ ডাউন ব্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সকল নথি এবং চিঠিপত্রে অনুমোদিত লোগো ও শ্লোগান ব্যবহার করা হচ্ছে।

- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)-এর উদ্যোগে ১০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে বিদেশে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫ জনকে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অফিসসমূহে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। এ সময় করোনা মহামারি বিবেচনায় রেখে বিদেশ ফেরত ৫,৯৭৪ জন কর্মীকে এককালীন অফেরতযোগ্য অনুদান হিসাবে ৫ হাজার টাকা করে সর্বমোট ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিদেশ হতে নির্যাতিত অসহায় এবং দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দেশে ফেরত ১,০৯৫ জন নারী কর্মীকে ৫ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৫৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- বিদেশগামী কর্মীদের গন্তব্য দেশে বাধ্যতামূলক হোটেল কোয়ারেন্টিনে থাকতে হয়। মুজিববর্ষে প্রবাসীদের কল্যাণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এযাবৎ প্রবাসীদের নিকট থেকে মোট ৩৭,৮৫১টি আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত কোয়ারেন্টিনের খরচ হিসাবে ৭৭ জন কর্মীকে ২৫ হাজার টাকা করে সর্বমোট ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। তিন সহস্রাধিক কর্মীর কোয়ারেন্টিন খরচ হিসাবে ঈদ-উল- আযহার পরপরই ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ছাড় করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে 'বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ'-এর আওতায় ৭০৭ জনকে ২০ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক ১১,৫৩২ জনকে ২৬৭ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।
- মুজিববর্ষে করোনা মহামারি মোকাবিলায় প্রবাসীদের পাশে দাঁড়াতে বিদেশস্থ মিশনসমূহে খাদ্য সহায়তা হিসাবে প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী:

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং সেন্টারে মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সম্মুখভাগে ব্যানার, ফেস্টুন ও ড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- ২০২১ সালের ০৭ই মার্চ, ১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ তারিখে আলোক সজ্জা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে।
- ২০২১ সালের ০৭ই মার্চ ১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ তারিখে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
- ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ (ফ্ল্যাগ রুলস্ অনুসারে) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

- ০৭ই মার্চ, ১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির অডিটরিয়ামে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ'-এর ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, করোনার কারণে জাতীয় শিক্ষা পদক বিতরণ অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ায় তা চূড়ান্ত করা যায়নি।
- প্রাথমিক শিক্ষায় অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠদের সম্মাননা পদক প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু করোনার কারণে জাতীয় শিক্ষা পদক বিতরণ অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ায় তা চূড়ান্ত করা যায়নি।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ১৭ এপ্রিল 'মুজিবনগর দিবস' উদ্‌যাপন এবং মুজিবনগর সরকারের উপর প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা অনুষ্ঠান ও ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়েছে।
- নেপ-এর অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মসূচির সচিত্র সংবাদ প্রকাশ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করার কার্যক্রম চলমান আছে।
- স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরাঙ্গনাসহ সকল বীরমুক্তিযোদ্ধাদের, অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিষয়ে ২৫ ও ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের নির্ধারিত সময়ে গৃহীত কর্মসূচিতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা এবং নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ মুক্তির উৎসব (বছরব্যাপী/বিভাগওয়ারি) আয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে গৃহীত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ৫০টি জাতীয় পতাকা সংবলিত র‍্যালি সকল জেলা প্রদক্ষিণ শেষে বিজয় দিবসের দিন মূল অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে গৃহীত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ভিত্তিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশুদের বই পড়া প্রতিযোগিতা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
- নেপ-এর অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'র ২০২১ সালের ২য় সংখ্যায় 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' পালন সম্পর্কিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির সচিত্র সংবাদ প্রকাশ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করা হবে।
- ১৫ আগস্ট ২০২১ 'জাতীয় শোক দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ জাঁকজমকপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়, ইউআরসি, পিটিআই, অফিস ও অধিদপ্তর পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে লেখনী প্রকাশ করা হবে।

- ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে পিটিআইসমূহের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় করা হবে।
- করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় চলাকালীন ক্লাস্টার পর্যায়ে সঠিকভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
- অক্টোবর ২০২১ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং বিদ্যালয় খোলা সাপেক্ষে দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী সংক্রান্ত মেলার আয়োজন এবং নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তির উৎসব (দেশব্যাপী/বিভাগওয়ারি) আয়োজন করা হবে।
- নভেম্বর ২০২১ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং বিদ্যালয় খোলা সাপেক্ষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা/সংগীত/নৃত্য/চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে সেরাদের পুরস্কৃত করা হবে।
- ডিসেম্বর ২০২১ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং বিদ্যালয় খোলা সাপেক্ষে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন (উপজেলা থেকে জাতীয় পর্যায়) করা হবে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং বিদ্যালয় খোলা সাপেক্ষে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন (স্থানীয় পর্যায়ে) করা হবে।
- ৬টি জেলার Out Of School Children কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় কুইজ, রচনা, প্রতিযোগিতা, সংগীত, নৃত্য এবং চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
- ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হবে।
- সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে ও বছরব্যাপী সকল অনুষ্ঠানে থিমসং ব্যবহার করা হবে।
- ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য কর্মসূচি পালন করা হবে।
- ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে নেপ-এ আয়োজিত প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিষয়ক একটি বিশেষ সেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়; যার মধ্যে ২টি কর্মপরিকল্পনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

কর্মপরিকল্পনা: ‘প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সেমিনারটি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বিত ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কিত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেমিনারটি আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজনের জন্য সেমিনারের বিষয়বস্তু ‘Bangabandhu’s Contributions to Nationalisation of Primary Schools’ শিরোনামে ইংরেজিতে পরিবর্তনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদন চাওয়া হলে ১৫ জুন ২০২১

তারিখে সেমিনার আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে সেমিনারের বিষয়ে প্রবন্ধ প্রস্তুতের জন্য উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শীঘ্র সেমিনারের আয়োজন করা হবে।

- বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ এর বিদ্যালয়, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের খেলা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হয়। জাতীয় পর্যায়ের খেলা মার্চ ২০২১ মাসে নির্ধারণ করা হলেও কোভিড ১৯ পরিস্থিতির কারণে স্থগিত করা হয়। বিদ্যালয় খোলার পর জাতীয় পর্যায়ের খেলা সম্পন্ন করা হবে।

- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ, ২০২০ এ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০১৯ বিতরণের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে ১৫টি ক্যাটাগরিতে বালক ও বালিকা গ্রুপে ৯০ জন শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী এবং ২১টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাছাই সম্পন্ন করে ১ এপ্রিল ২০২১ তারিখ পুরস্কার প্রদানের তারিখ নির্ধারণ করা হলেও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা কোভিড-১৯ জনিত বিদ্যমান সংকটের কারণে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয় খোলার পর জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হবে।

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে উপানুষ্ঠানিক ব্যুরো সম্মেলনকক্ষে সীমিত পরিসরে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় যথারীতি ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বই বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে স্ব-স্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের নিকট বই বিতরণ নিশ্চিত করা হয়।

- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক কর্মসূচি এবং অর্জনসমূহের আলোকে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে।

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মা সমাবেশ আয়োজনের খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্ণারের' জন্য নির্বাচিত ৬টি বই (ক) বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) শেখ মুজিব আমার পিতা (গ) ছোটদের বঙ্গবন্ধু (ঘ) বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঙ) অমর শেখ রাসেল (চ) শেখ হাসিনা: নির্বাচিত উক্তি প্রত্যেকটি ৬৫,৬২০ কপি করে জেলাওয়ারি সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু' নামে বুক কর্নার স্থাপনের বিষয়ে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' কর্তৃক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বুক কর্নার' নামকরণের সম্মতি পাওয়া গেছে।

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার নির্মাণের ক্ষেত্রে নকশার অভিন্নতা ও কাজের মান রক্ষার স্বার্থে এলজিইডি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দুটি নকশার যেকোন একটি অনুসরণপূর্বক স্থানীয় উদ্যোগে শহীদ মিনার নির্মাণের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় উদ্যোগে ২৩,৪০৬টি শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে।

- ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ০৭টি কার্যক্রমের (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ (বিদ্যালয়, আঙ্গিনা ও টয়লেট পরিষ্কার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) (খ) পুস্তক এবং শিখনসামগ্রী (গ) স্বাস্থ্য (ঘ) ক্রীড়া সংস্কৃতি (ঙ) পানি সম্পদ (চ) বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি ইত্যাদি (ছ) অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন; দায়িত্বে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে স্টুডেন্টস কাউন্সিল নির্বাচন করা হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেজ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত পেজে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

- 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতা দানের জন্য ১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে একযোগে ৩৫,০০০ শিখন কেন্দ্র (২ শিফট) চালু করার সিদ্ধান্ত থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য তা সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং সরকারের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিখন কেন্দ্রসমূহ চালু করা হবে।

- 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

- নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সরকার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে (১৫-৪৫ বছর বয়সী) মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচিভুক্ত ১১৪টি উপজেলার মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১১৪টি বাস্তবায়নকারী এনজিও'র সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)-এর মাঠপর্যায়ের কর্মসূচিভুক্ত উপজেলাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

- দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশের ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় ২২,৬০,৩৪০ জন নিরক্ষর নারী-পুরুষদের বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপকৃত নিরক্ষর নারী-পুরুষদের মধ্য থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রদান করেছে।

- কর্মসূচিভুক্ত ১১৪টি উপজেলায় ৩৫,০০০ শিখন কেন্দ্রের (২ শিফট) স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। ১,৭৫০ জন সুপারভাইজার ও ৭০,০০০জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৪৩,০০,৭১০ খানা প্রাইমার (আমাদের চেতনা ১ ও ২), শিক্ষক সহায়িকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও ফ্লিপ চার্ট মুদ্রণ এবং উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ সম্পন্ন করা হয়েছে। কর্মসূচিভুক্ত ১১৪টি উপজেলাতে ১,১২০টি সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের সভা সমাবেশ করা হবে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় ধাপের ১১৪টি উপজেলার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতা প্রদানের জন্য ১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে একযোগে ৩৫,০০০ শিখনকেন্দ্র (২ শিফট) চালু করার সিদ্ধান্ত থাকলেও করোনার কারণে তা সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শিখনকেন্দ্রসমূহ চালু করা হবে।

- দ্বিতীয় ধাপের ১১৪টি উপজেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য এসেসমেন্ট এজেন্সি (Third Party) নিয়োগের লক্ষ্যে আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য HOPE-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

- মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের রাজশাহী রেশম কারখানা পুনরায় চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের লাইব্রেরিতে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তৃক রেশম কারখানার শুভ উদ্বোধন।

- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা, সভা, সেমিনার, র‍্যালি আয়োজন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় রেশম চাষি/বসনীদের মধ্যে বিনামূল্যে তুঁতচারা ও রোগমুক্ত রেশম ডিম বিতরণ করা হয়েছে।
- বিজেএমসির প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষের কাউন্টডাউনসহ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়। বিজেএমসির মিলের আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহে শিশুতোষ শেখ মুজিব প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর আলোচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৩টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় নির্বাচিত মোট ৩৪,৫৭০ জন পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকরী কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রধান কার্যালয়,আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রকল্পসমূহের রাস্তাঘাট এবং অফিস আদালতসহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়: প্রতিটি মিলে সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়; বনজ ও ফলদ বৃক্ষরোপণ করা হয়, মিলের অভ্যন্তরে অবস্থিত পুকুর ও জলাশয় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে টিসিবি ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। অতঃপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জনাব টিপু মুনশি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন;
- ট্রেড টার্মিনোলজি/বাণিজ্যিক পরিভাষা প্রকাশনা;
- ইনোভেশন সেন্টার এবং ফ্যাশন ডিজাইনার নিয়োগের মাধ্যমে High end Readymade Garments এ বিজিএমই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ;
- ই-কমার্সে তরুণ উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সাথে MoU স্বাক্ষর;
- গ্রামীণ পর্যায়ে ই-কমার্সকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;
- ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল-এর বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে Relaunching;
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে প্রক্ষেপণ করে ২০২২ সালে অনুষ্ঠেয় ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন নির্মাণ ও বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন তুলে ধরা এবং মেলার প্রধান প্রবেশ গেট ডিজাইন করা;
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (BCFEC)-এর নামকরণ বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার' (BBCFEC) নামকরণের সিদ্ধান্ত;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার সংযোজন করা হয়েছে; এবং
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত/ব্যবহৃত চিঠিপত্র, ব্যানার, ফোল্ডারে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে টিসিবি ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তাসহ-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন;
- বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে 'স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক কর্মশালা ২ জুন ২০২১ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। উক্ত কর্মশালায় কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

ক্রম	কর্মসূচি	নির্ধারিত তারিখ ও সময়
১.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্যের ভূমিকা ও ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীতকরণে ইপিবির করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে ২টি সেমিনার আয়োজন।	সুবিধাজনক তারিখ ও সময়ে
২.	বিদেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা/আয়োজিতব্য একক দেশীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ইপিবি'র স্টল/প্যাভিলিয়নে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে যথাযোগ্যভাবে তুলে ধরা।	যথাসময়ে
৩.	নতুন আঙ্গিকে সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্যের লিফলেট/ব্রোশিওর/পোস্টার মুদ্রণ ও প্রচার।	সুবিধাজনক তারিখ ও সময়ে
৪.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন ও যথাযোগ্যভাবে সজ্জিতকরণ।	সুবিধাজনক তারিখ ও সময়ে
৫.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে প্রক্ষেপণ করে ২০২২ সালে অনুষ্ঠেয় ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন নির্মাণ ও বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন তুলে ধরা এবং মেলার প্রধান প্রবেশ গেইট ডিজাইন করা।	২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২২ এ বিষয়টি প্রতিপালন করা হবে।
৬.	জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারকের ট্রফিটি 'বঙ্গবন্ধু রপ্তানি ট্রফি' হিসাবে প্রদান।	জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে এ বিষয়টি প্রতিপালন করা হবে।
৭.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ওয়েবসাইটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার সংযোজন।	সুবিধাজনক তারিখ ও সময়ে

'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে ২০২০ সালে মোট ৪টি ক্যাম্প অফিস (কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর ও বগুড়া) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কার্যালয়সমূহ হতে বর্তমানে বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে অধিক সংখ্যক মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবি'র পণ্যাদি ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করছে।

জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত:

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টিসিবি'র নিজস্ব মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী, খুলনা কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ ও বগুড়া এর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

টিসিবি'র গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি:

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টিসিবির গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে।

ডিলার ডেটাবেজ তৈরি:

- ❖ জাতির পিতার প্রতিষ্ঠিত টিসিবিকে ডিজিটালাইজড করার অংশ হিসাবে কার্যালয় ভিত্তিক ডিলার ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এতে করে যে কোনো সময় অতি দ্রুত ডিলারগণের তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মনিটরিং:

- ❖ জাতির পিতার স্বপ্ন দুর্নীতি মুক্ত 'সোনার বাংলা' গঠনে স্বচ্ছতা আনার অংশ হিসাবে বিক্রয় কার্যক্রমে পরিদর্শন ও তদারকি বৃদ্ধি করা এবং ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ট্রাক-সেল মনিটরিং করা হচ্ছে। ফলে বিক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা একদিকে যেমন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে নিম্ন আয়ের নাগরিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। এতে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবনমানের উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ডিলার বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজিকরণ:

- ❖ ডিলার বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজীকরণে মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ডিলারগণ ঘরে বসেই পণ্য বরাদ্দের টাকা অনলাইনে জমা দিতে পারবে। এতে ডিলারদের টাকা জমা প্রদান আরো সহজতর হবে। ভোক্তা সাধারণের নিকট অতি দ্রুত পণ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে পারবে।

মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা:

- ❖ টিসিবি'র পণ্য ক্রয়, বিক্রয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার অংশ হিসাবে টিসিবি'র সমন্বিত মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এতে অতি দ্রুত সময়ে পণ্য মজুদ ও বিক্রয়ের হিসাব জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে; এবং

বছরব্যাপী বিশেষ বরাদ্দ:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক বছরব্যাপী বিশেষ বরাদ্দের আওতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষ' ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ:

- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ বর্ণাঢ্য এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে।

কেক কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধন:

- ❖ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ ও ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে কেক কেটে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

আলোচনা সভা আয়োজন:

- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ যথাযথভাবে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ ও ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

দোয়া মাহফিল:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে।

হটলাইন উদ্বোধন:

- ❖ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে 'ভোক্তা-বাতায়ন' শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) চালু করা হয়েছে।

ই-নোটিফিকেশন:

- ❖ অভিযোগকারীগণ যেন ঘরে বসে তাদের দাখিলকৃত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন সে পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে উৎসর্গ করে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় 'ই-নোটিফিকেশন' শীর্ষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

প্রেস ব্রিফিং:

- ❖ মুজিববর্ষ ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৪ মার্চ ২০২০ ও ১৪ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্মরণিকা প্রকাশ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০ সালে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

ই-প্রণোদনা হিসাবে ২৫ শতাংশ প্রদান :

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ২৫ শতাংশ প্রণোদনা দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদ্‌যাপন :

- ❖ মুজিববর্ষকে উৎসর্গ করে ঢাকা মহানগরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে;

ডকুমেন্টরি তৈরি:

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সফল উন্নয়ন-অভিযাত্রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন এবং এর উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঐতিহ্য, অর্জন, কার্যক্রম এবং সম্ভাবনাসমূহ উল্লেখপূর্বক একটি ডকুমেন্টরি তৈরি করা হয়েছে।

ক্রোড়পত্র প্রকাশ:

- ❖ মুজিববর্ষ উদযাপনের বার্তা এবং 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষ্যে দেশের শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

SMS-এর মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ:

- ❖ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন এবং বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য সংবলিত খুদে বার্তা মোবাইল ফোনে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেমিনার:

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শ ও 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' সম্পর্কে প্রচারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ২০২০ ও ২০২১ সালে ৪৯৬টি করে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

সচেতনতামূলক সভা আয়োজন :

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ২০২০ সালে ১,০০৩টি এবং ২০২১ সালে ১,১৬৮টি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ:

- মুজিববর্ষ ও বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণকে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ করা হয়েছে।

লিফলেট, প্যাম্ফলেট ও ক্যালেন্ডার বিতরণ:

- অধিদপ্তরের সকল অংশীজনের মধ্যে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ও ভোক্তা-অধিকার আইন সম্পর্কিত লিফলেট, প্যাম্ফলেট ও ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে।

ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজন বৈঠক:

- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের বার্তা এবং 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজন বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে।

ট্রাক শো:

- মুজিববর্ষ ও বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ সুসজ্জিত ট্রাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক এবং ভোক্তা-অধিকার বিষয়ক রেকর্ডকৃত জাগরণীমূলক জারিগান ও থিম সং প্রচার করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার:

- প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক ইস্যুকৃত/ব্যবহৃত চিঠিপত্র, ফোল্ডার ও ব্যানারে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

মাস্ক বিতরণ:

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'মাস্ক পরিধান করুন-সুস্থ থাকুন' এ স্লোগানকে সামনে রেখে ভোক্তা-ব্যবসায়ী ও পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ ও সচেতন করা হয়েছে।

ব্যানার ও ফেস্টুন:

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন এবং বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত এবং 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯'-এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ব্যানার ও ফেস্টুন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন:

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতরে সরকারি দপ্তর হিসাবে ৩০ এপ্রিল ২০২১ থেকে ৬ মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত 'বিশেষ সেবা সপ্তাহ' পালন করা হয়েছে।

‘মুজিববর্ষ’ ও ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

৪ জুন ‘জাতীয় চা দিবস’ উদ্‌যাপন

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ তারিখ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখ পর্যন্ত চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে এবং পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের পর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে চা শিল্পের উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান ও চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্পের ভূমিকা বিবেচনায় মুজিববর্ষে ৪ জুনকে ‘জাতীয় চা দিবস’ ঘোষণা করা হয়েছে।

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড-এর উদ্যোগে ‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, চা শিল্পের প্রসার’ স্লোগান নিয়ে ৪ জুন ২০২১ তারিখে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দেশের সকল চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে উদ্‌যাপিত হয়েছে প্রথম জাতীয় চা দিবস, ২০২১। ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জনাব টিপু মুনশি, এমপি চা দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জনাব ইমরান আহমদ এবং সাবেক সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তপন কান্তি ঘোষ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড।

উন্নতজাতের চা চারা বিটি-২২ ও বিটি-২৩ অবমুক্তকরণ

- মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জনাব টিপু মুনশি, এমপি ৪ জুন ২০২১ তারিখে জাতীয় চা দিবস ২০২১-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ চা বোর্ডের গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নতজাতের চা চারা বিটি-২২ ও বিটি-২৩ অবমুক্ত করেন। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চা শিল্পের জন্য উন্নতজাতের ক্লোন দুটি অবমুক্ত করা হয়।

‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গ্যালারি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার’ নির্মাণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসাবে ৪ জুন ১৯৫৭ তারিখ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হিসাবে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ে নির্মিত ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গ্যালারি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার’ শুভ উদ্বোধন করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জনাব টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি এবং তৎকালীন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গ্যালারি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার’-এর শুভ উদ্বোধন করেন। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড মেজর জেনারেল মো: জহিরুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ উদ্‌যাপন:

- ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রামের উদ্যোগে ২দিন ব্যাপী (২৭ ও ২৮ মার্চ, ২০২১) কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড অংশগ্রহণ করে। কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাংলাদেশ চা বোর্ডের স্টলে চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসাবে জাতির পিতার অবিস্মরণীয় অবদান এবং চা শিল্পের নানা উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রদর্শন করা হয়।

- ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রামের উদ্যোগে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের জিমনেশিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড অংশগ্রহণ করে। এ সময় চা শিল্পে সরকারের নানা উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশ চা বোর্ডের স্টলে প্রদর্শন করা হয়।

- স্বাধীনতা দিবস, ২০২১ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রামে সকল শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস, ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, মুজিববর্ষের থিম সং ও 'বঙ্গবন্ধুঃ বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং দোয়া মাহফিলসহ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয়। চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাদ জোহর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড বাংলাদেশ চা বোর্ডের আঞ্চলিক কার্যালয়, পঞ্চগড়ে 'বঙ্গবন্ধু চা গ্যালারী' উদ্বোধন করেন।

'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- জাতির পিতার জন্মদিন ১৭ মার্চ ২০২০-এর জিরো আওয়ার হতে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সকল সনদপত্রে মুজিববর্ষের লোগো সংযোজন করে জারি;
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ;
- সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ব্যানার স্থাপন এবং স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ;
- টুঙ্গীপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত ও দোয়া মাহফিল;
- বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর সেমিনার/ওয়ার্কশপ;
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশেষ রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আহ্বান;
- জাতির পিতার স্মরণে বিশেষ সুভ্যেনির প্রকাশ;
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ;
- প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসহ সকল আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, টয়লেট পরিষ্কার রাখা, আবর্জনা ফেলার জন্য নির্ধারিত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

ডিজিটাল পদ্ধতিতে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান:

- মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন কার্যক্রমটি অনলাইন ও ম্যানুয়াল উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হতো। ডিজিটাল পদ্ধতিতে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে সেবাগ্রহীতা ঘরে বসেই e-mail যোগে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হচ্ছেন। এতে সেবাগ্রহীতাকে সশরীরে অফিসে হাজির হতে হচ্ছে না। দ্রুততম সময়ে মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির ফলে কোম্পানিসমূহের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণের অর্থ প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে।

Incorporation Certificate ও Registration Certificate-এ মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার:

- সরকার ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর,২০২১ পর্যন্ত মুজিববর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এই মেয়াদের মধ্যে নিবন্ধিত সকল কোম্পানি, বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত Incporporation Certificate এবং অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ও সোসাইটিসমূহকে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত Registration Certificate প্রদান করা হচ্ছে।

সেবা বুক প্রকাশ:

- বাংলার জনগণের কাঙ্ক্ষিত গৌরবান্বিত বর্ষ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে এ পরিদপ্তর হতে গ্রাহকদের প্রদেয় সেবা আরো সহজ ও গ্রাহকবান্ধব করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গ্রাহক সাধারণের কোম্পানি গঠন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নিজেরাই যাতে সহজে আরজেএসসির সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে ডিজিটাল সেবা গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপনক্রমে গ্রাহকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর প্রথম দিবসে একটি সেবাবুক প্রকাশ করা হয়।

নিবন্ধনের ৩টি ধাপকে ১টি ধাপে রূপান্তর:

- অনলাইনে সেবা প্রদানের পদ্ধতিকে আরো সহজ ও যুগোপযোগী, গ্রাহকবান্ধব, স্বচ্ছ ও কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনার লক্ষ্যে এই উদ্ভাবনী ধারণা গ্রহণ করা হয়। এই উদ্ভাবন বাস্তবায়নের পূর্বে কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রথমে নামের ছাড়পত্র গ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে পৃথক পদ্ধতিতে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ এবং উভয় কাজ সম্পাদনের জন্য আলাদাভাবে ফিস প্রদানের প্রয়োজন হতো। যার জন্য সেবা গ্রহীতার সময়, খরচ ও শ্রম (অফিস ও ব্যাংকে আসা-যাওয়া) বেশী লাগতো। বাংলাদেশের মানুষ এখন অনলাইন ক্রেডিট কার্ড, বিকাশ, নগদে অর্থ আদান-প্রদানে অভ্যস্ত। এই ধারণা মাথায় রেখেই তিনটি সেবাকে একক (নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধন ও ফিস প্রদান) পদ্ধতির মাধ্যমে নিবন্ধন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে Ease of Doing Business-এর Starting of a Business সূচকের বর্তমান র‍্যাংকিং ১৩১ থেকে ডাবল ডিজিটে উন্নীত হবে নিঃসন্দেহে। যা সার্বিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।

'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ধারণা প্রচার ও সমাজে ভবিষ্যৎ জনমত সংগঠক তৈরির লক্ষ্যে আগস্ট ২০২০ মাসে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের তত্ত্বাবধানে, কমিশন কার্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দসহ কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৬-১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ বেলুন ও ফেস্টুন দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শেষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল, জাতীয় শিশু দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে কেক কাটা ও আপ্যায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দসহ কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

- ❖ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যালয় স্থলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নবীন শিল্পীবৃন্দের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দসহ কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।
- ❖ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ ২০২১-কে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ে ৩০ জুন ২০২১ তারিখে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়।

'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

CNN- 'Made in Bangladesh' Campaign with CNN':

'Made in Bangladesh' – একটি স্বপ্ন, বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরাই যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় BFTI একটি Non-financial Memorandum of Understanding (MoU) sign করেছে CNNIC-এর সাথে। CNN- 'Made in Bangladesh' যার মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভাবনাময় রপ্তানি বিভাগগুলোকে বিশ্বে উন্নীত করা। এই ক্যাম্পেইন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির তত্ত্বাবধানে BFTI কর্তৃক পরিচালিত হবে।

তথ্য আপা প্রজেক্ট:

- ❖ 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় BFTI, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)'-এর নির্বাচিত দেশব্যাপী ৪৯০টি উপজেলার নারীদের ই-কমার্স উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীদের ই-লার্নিং-এর মাধ্যমে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করে তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে বিএফটিআই কাজ করে চলেছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নির্মিত ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস 'লাল সবুজ ডটকমের' কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

Strategic Plan:

- ❖ 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় BFTI এই প্রথমবারের মতো পাঁচ বছর মেয়াদী (২০২১-২৬) দীর্ঘ পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য Action Matrix প্রস্তুত করার মাধ্যমে BFTI-এর দিকনির্দেশনা ঠিক করা। অন্যান্য উদ্দেশ্য BFTI-এর ব্রান্ডিং, জাতীয় ও

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইনস্টিটিউট এবং ট্রেড বডিসমূহের মধ্যে পার্টনারশিপ, রিসার্চ, ট্রেনিংসহ অন্যান্য সার্ভিসসমূহের আয়োজন, একাডেমিক প্রোগ্রাম (মাস্টার্স/ডিপ্লোমা) চালু, WTO Reference Centre নবায়ন, অন্যতম প্রধান কাজ হিসাবে বাণিজ্যিক সহায়তা প্রদান।

CEPA- Joint Feasibility Study on a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between Bangladesh and India:

- দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি Comprehensive Economic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। যা Feasibility যাচাই এবং দেশের বিনিয়োগ এবং সেবা খাতে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে গবেষণা করছে। এর Inception Report ইতোমধ্যে জমা দেয়া হয়েছে এবং সফলভাবে দুটি ভার্চুয়াল স্টেকহোল্ডার'স কনসাল্টেশন মিটিং এবং দুটি এডভাইজারি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই Joint Study-এর Draft Report প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে।

Vision 2041 Project:

- 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) Vision 2041 Project হাতে নিয়েছে। রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার সুপারিশসমূহ তুলে ধরা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

ইন্টারন্যাশনাল ই-কমার্স এক্সপো:

- 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'তে বিএফটিআই ই-ক্যাবের সাথে যৌথ উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ই-কমার্স এক্সপো-এর আয়োজন করতে যাচ্ছে। সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ এই মেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন এবং সফল ব্যবসায়ীদের সাথে নতুন উদ্যোক্তাদের সংযোগের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রয় ত্বরান্বিত করাই এ ভার্চুয়াল মেলার উদ্দেশ্য।

'মুজিববর্ষ' ও 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মূল ফটকের সামনে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উল্লেখপূর্বক বৃহৎ একটি পিভিসি ব্যানার ঝোলানো হয় এবং ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে টিসিবির ভবনে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে বিপিসির পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে টিসিবির ভবনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিপিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বিপিসির দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল পত্রে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ব্যবহার করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও পরিকল্পনা বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি পালন অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এ বিভাগের অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন।
- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত ব্যানার ও ফেস্টুন দ্বারা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ভবনসমূহ সুসজ্জিত করা হয়।
- এ বিভাগের সকল দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেমন: সরকারি পত্র, আধা-সরকারি পত্র, স্মারকপত্রে প্রতিষ্ঠানের লোগোর সাথে মুজিববর্ষের লোগো যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত মগ, টুপি, টি-শার্ট, কোটপিন, কলম ও গিফটবক্স বিতরণ করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে সিটিজেন পোর্টাল বা সরকারি ক্রয় বাতায়ন চালু করা হয়েছে।
- ১৭ই মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সচিব ও সচিববৃন্দ এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।
- ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও স্বাধীনতা দিবস পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। বেলুন সজ্জিত ফেস্টুন ও পায়রা উন্মুক্তকরণের মধ্য দিয়ে এ দিবসের উদ্‌যাপন শুরু হয়। দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে সুসজ্জিত কেক কাটা হয়। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং যাঁদের মহান আত্মত্যাগে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি তাঁদের সকলের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিল আয়োজন করা হয়। করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

- মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আইএমইডি'র উদ্যোগে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর ২২ এপ্রিল ২০২১ হতে ০৫ মে ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে জুম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ০৯টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল ওয়েবিনারে রূপকল্প ২০৪১; প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১); অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০–জুন ২০২৫), বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত ৯টি ওয়েবিনারের বিষয়বস্তু নিয়ে ১৪ জুন ২০২১ তারিখে 'আইএমইডি'র ওয়েবিনার পেপার সংকলন' শিরোনামের একটি সংকলন প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সকল বরাবর বিতরণ করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'সকল জেলায় মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের তথ্য বাতায়ন (www.imed.gov.bd)-এ মুজিববর্ষ ও সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ২৭ ও ২৮ জুন ২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু ও উন্নয়ন ভাবনা' বিষয়ক দুইদিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি উদ্‌যাপন অব্যাহত রয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন:

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনের অংশ হিসাবে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-তে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও দোয়া মাহফিল এবং 'বঙ্গবন্ধু' বিষয়ে আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে কেক কাটা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ১৫টি পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্রের (নিনমাস ও ইনমাস) মাধ্যমে বছরব্যাপী প্রতিমাসের ১ম মঙ্গলবার বিনামূল্যে রোগীদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সেবা প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ, ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং বাপশক প্রধান কার্যালয়সহ সকল কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জা করা হয়। সাভারস্থ এইআরই স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গবেষণাগার স্বশরীরে ও ভার্চুয়ালি পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাপশক প্রধান কর্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কর্নারে জাতির পিতার লিখিত ও তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে অন্যান্য লেখকের প্রকাশিত বই প্রদর্শিত রয়েছে। মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার ছবি সংবলিত উদ্বোধনী খাম এবং ১০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের ছবি নিয়ে মাসব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর হতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ৪টি রচনা প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নার ও ভিআর কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র জাদুঘর ক্যাম্পাসে সবুজায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং বৃক্ষরোপন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং সায়েন্টিফিক লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' শিরোনামে ১০ মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে প্রদর্শন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে বিসিএসআইআর হতে 'International Conference on Science and Technology for Celebrating the Birth Centenary of Bangabandhu (ICSTB-2021)' শিরোনামে ১১-১৩ মার্চ ২০২১ মেয়াদে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে ১২টি দেশের ৮০০ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন এবং ৭১৮টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ

'মুজিববর্ষ' এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষকে 'সেবাবর্ষ' হিসাবে ঘোষণা এবং গ্রাহকসেবা আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

ক্রম	কার্যক্রম
১.	বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক মুজিববর্ষকে 'সেবাবর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে;
২.	বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি জেলা ও ২৮৮টি উপজেলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করা হয়েছে। আরও ৮টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধনের সদয় অনুমোদন পাওয়া গেছে, যা উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। 'মুজিববর্ষের' মধ্যে অফগ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রম	কার্যক্রম
৩.	প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনাকে (Grievance Redress System) উন্নত করতে নির্দেশনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ হটলাইন নম্বর প্রবর্তন করা হয়েছে। এ হটলাইনে কল করতে গ্রাহকদর যেন কোন অর্থ ব্যয় না হয়, সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৪.	গ্রাহকসেবার উৎকর্ষ সাধনে বঙ্গবন্ধু দর্শনের ভিত্তিতে সংস্থাসমূহে 'ইনোভেশন প্রতিযোগিতা' ২৭ জুন ২০২১ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।
৫.	প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক জিএম/নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে গ্রাহক সমাবেশ করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে নিয়মিত সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে।
৬.	'আমার গ্রাম আমার শহর' বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে সারাদেশে ২৬৯টি মডেল গ্রাম নির্বাচনপূর্বক পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রামের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রমসমূহ: ক) মডেল গ্রামসমূহে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক মোবাইল টিম/ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার তৈরি করে গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে; খ) নির্বাচিত মডেল গ্রামে শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে; গ) সে সকল স্থানে জন সমাগম হয় (গ্রোথ সেন্টার, গ্রাম্য হাট-বাজার, সেন্টার ফর এ্যাসেম্বলি), সে এলাকাসমূহে স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৭.	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সুফলভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুৎ সেবা সহজিকরণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ: ক) মুজিববর্ষে গৃহহীনদের মধ্যে গৃহ প্রদান কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ও বেসরকারি আইপিপি কর্তৃক ৪৩৭টি গৃহ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২০৭টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন ও হস্তান্তর করা হয়েছে; খ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সুফলভোগী ১৮২ জনের তালিকা প্রণয়ন করেছে এবং ইতোমধ্যে ১১৮ জনকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সিলেট অঞ্চলের ৫৯ জন চা শ্রমিককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নেসকো নিজস্ব অর্থায়নে রাজশাহী ও রংপুর জোনের ২১টি চরাঞ্চলে ১২,৪৫২ জন গ্রাহককে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে।
৮.	বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহকগণকে প্রদত্ত সেবার বিষয়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শহরকেন্দ্রিক নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা এবং গ্রামকেন্দ্রিক কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলায় মোট ১,৪০০ জন গ্রাহকের উপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC)-এর মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
৯.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও বৈদ্যুতিক ক্যাবলের Standard Specification এবং বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ইউনিফাইড করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম: (১) ১৪ জুন ২০১৫ তারিখে সিঙ্গেল ফেজ বিতরণ ট্রান্সফরমারের স্পেসিফিকেশন বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র আকারে জারি করা হয়েছে; (২) ২০ জুন ২০২১ তারিখের সভায় বিদ্যুৎ বিতরণ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মতামতের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং বৈদ্যুতিক ক্যাবলের Standard Specification কমিটির সভায় 'Electrical Wiring in

ক্রম	কার্যক্রম
	Residential Building & Specification of Electrical Cable, Fittings and Accessories' শীর্ষক গাইডলাইন এবং সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত গাইডলাইন ও সুপারিশসমূহ পরিপত্র আকারে জারি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১০.	বিদ্যুৎ খাতে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তি চাহিদা পূরণকল্পে বৈদ্যুতিক কর্ম পেশায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুজিববর্ষে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩,০০০ বেকার জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে NESCO কর্তৃক ৩০০ জনকে Electrical Trade Course এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। REB কর্তৃক ২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
১১.	বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
১২.	মুজিববর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
১৩.	বিদ্যুৎখাতের পুঞ্জিভূত উন্নয়নের উপর আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনার লক্ষ্যে ভিডিও ক্লিপ/এ্যানিমেশন/মুজিব কর্নার স্থাপনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ মাসে বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে: ক) 'বিদ্যুতের গল্প: বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা' শীর্ষক দুই বা তিন মিনিটের ভিডিও ক্লিপস নির্মাণ; খ) মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর ভিডিও ক্লিপস এবং Animation নির্মাণ; গ) সারাদেশে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অফিসসমূহে যে সমস্ত মুজিব কর্নার 'স্থাপন করা হয়েছে সে সব কর্নারসমূহের বিভিন্ন দৃশ্যমান আইডিয়া নিয়ে স্বল্পসময়ের Animation তৈরি; ঘ) বিদ্যুৎখাতের পুঞ্জিভূত উন্নয়নের উপর আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনার বিষয়টি ভিডিও ক্লিপ/এ্যানিমেশন/মুজিব কর্নারের কার্যক্রমের সাথে বাস্তবায়ন করা হবে।
১৪.	সেবা সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উদ্ধৃতি সংকলন করে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ এবং জনগণকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্লায়ার্স/লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
১৫.	জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ওয়েবসাইটের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের লিংক স্থাপন করা হয়েছে।
১৬.	বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিদ্যুতের ভূমিকা এবং টেকসই উন্নয়নে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বিদ্যুতের যৌক্তিক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৭.	বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয়সভায় বছরব্যাপী সেবা প্রদান সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ চলমান রয়েছে।
১৮.	দেশের প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে বঙ্গবন্ধুর সেবা সম্পর্কিত বক্তব্য ও উক্তিসমূহ ইলেকট্রনিক বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১৯.	বিদ্যুৎ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারি/বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে।
২০.	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জরুরি বিদ্যুৎ কাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহনে সেবাবর্ষের পৃথক লোগো ব্যবহার ও সজ্জিতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রম	কার্যক্রম
২১.	বিদ্যুতের অপচয় রোধ ও অবৈধ সংযোগমুক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসাধারণ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য লিফলেট ও পোস্টার তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাবিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, ও নেসকো কর্তৃক জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ অব্যাহত আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
২২.	বিদ্যুতের অপচয়রোধে দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০.৫১ লক্ষ গ্রাহককে প্রিপেইড মিটারের আওতায় আনা হয়েছে এবং অবশিষ্ট গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২৩.	দেশব্যাপী বিদ্যুতের অপচয় এবং বিদ্যুতের দূর্ঘটনা রোধকল্পে স্কুল/কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
২৪.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র এবং পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।
২৫.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' বিষয়ে আলোচনা, জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

- ❖ জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ ২০২১ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।
- ❖ ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের পর্যটন: স্বপ্নযাত্রা থেকে আজকের বাস্তবতা' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'চিরঞ্জীব মুজিব' স্যুভেনির প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক):

- ❖ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বছরব্যাপী এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-এর সকলকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে একটি শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে: 'মুজিববর্ষে হোক শপথ, আকাশ চলাচল রাখবো নিরাপদ'- যা বেবিচক'সহ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা তথা ICAO-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ❖ যাত্রীদের উন্নততর সেবা দেয়ার লক্ষ্যে এবং যাত্রীদের মূল্যবান মতামতকে মূল্যায়ন করে আরও অর্থবহ সেবা প্রদানের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দু'টি বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনের পরিকল্পনা নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম সেবা সপ্তাহটি পালিত হয় ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৩ মার্চ ২০২০।
- ❖ বেবিচক'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কার্যক্রম যাত্রীদের অবগতির জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে বিমানবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শন করা হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত Bangladesh Marches Ahead শীর্ষক তথ্যচিত্র সংগ্রহ করে যথারীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনের বাইরে উন্মুক্ত বঙ্গবন্ধুর একটি সুদৃশ্য প্রতিকৃতি (ম্যুরাল) স্থাপন করা হয়েছে। ম্যুরালটির মাধ্যমে বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিদেশি পর্যটকসহ যাত্রীবৃন্দ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মুজিব কর্নার-এর উদ্বোধন করেন।

- দেশি-বিদেশি যাত্রীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান তুলে ধরার লক্ষ্যে তাঁর উপর রচিত বিভিন্ন বইপত্র, ছবি ম্যাগাজিন এবং ভিডিও ইত্যাদি সংবলিত সুদৃশ্য লাইব্রেরিরূপে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এ মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহির্গমন লাউঞ্জে বর্ষীয়ান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা যাত্রীগণের সুবিধার্থে সিনিয়র সিটিজেন কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কর্নারে নির্ধারিত যাত্রীদের চাহিত তথ্যসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়।

- বেবিচক'র আওতাভুক্ত ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা বৃত্তি' প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০' যা বেবিচক'র পর্ষদ সভার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় ও তাঁর অসামান্য অবদান এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে জানার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মোট ৬০০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ৩১,৪৭,৮০০ টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের এ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

- ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু: চিরঞ্জীব আলোকশিখা' এবং ১৭ জুন ২০২১ তারিখে 'বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থসমূহ: ইতিহাসের তথ্যসূত্র' শীর্ষক ২টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

- মুজিববর্ষের উপর গুরুত্বারোপ করে ২০২০ সালের ০৭ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন দিবসে তিনটি জাতীয় দৈনিকে (২টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) সুদৃশ্য ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। ক্রোড়পত্রে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল সেক্টরের উত্তরোত্তর উন্নতির চিত্র এবং একইভাবে বেবিচকের উন্নয়নে স্বাধীনতার মহান স্থপতির ভূমিকা ও দিক-নির্দেশনাসমূহ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হয়েছে।

- বেবিচক'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (সিএটিসি) শুদ্ধাচার, নৈতিকতা এবং সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর আলোচনা বক্তৃতা প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীকে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত টি-শার্ট, ক্যাপ ও কোট পিন বেবিচক'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে র‍্যালী আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। বেবিচক'র দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে (www.caab.gov.bd) এবং দাপ্তরিক সকল প্যাড, খাম ও অন্যান্য লেখ উপকরণে মুজিববর্ষের লোগো, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সিএএবি'র শ্লোগান এবং শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত লেখসামগ্রীসমূহ চাহিদা মোতাবেক আওতাধীন সকল দপ্তরে বিতরণ

করা হয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। মুজিববর্ষকে উপলক্ষ্য করে বিমানবন্দরসমূহে সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সকল বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জসহ অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় অংশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রেক্ষাপটে যাত্রীদের জন্য এটি অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বেবিচক'র আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহে অনলাইনে কবিতা, চিত্রাঙ্কন এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক):

- ❖ দেশবরেণ্য শিল্পী হাশেম খান-এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ইন্সিটিটিউট-এর প্রিন্ট মেকিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান প্রফেসর আনিসুজ্জামানের মাধ্যমে নির্মিত আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিনন্দন ২টি নৌকা (২৭ ফুট দীর্ঘ ও ৫ ফুট প্রশস্ত) ৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবন লেকে ভাসানো হয়েছে।

চিত্র: মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ভবনের লেকে ভাসমান নৌকা।

- ❖ ১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২১ এবং স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়।
- ❖ ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় নদী পর্যটন উন্নয়নে বাংলা চ্যানেল সুইমিং প্রতিযোগিতা, ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ❖ ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জুম ক্লাউডে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং বাংলাদেশের পর্যটন' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ ২১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাপক এনএইচটিটিআই-এর ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন বিভাগের উদ্যোগে ১০০ জন মেধাবী দুস্থ খাদ্য প্রস্তুতকর্মীকে ১০০ মিনিট 'বেসিক হাইজিন' কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ১৫ আগস্ট ২০২০ ক্লাউড জুমে জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

- ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে বাপক-এর উদ্যোগে অনলাইন কুকিং শো এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ সংখ্যার সাথে মিল রেখে ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৪ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ১৬ ডিসেম্বর ইত্যাদি তারিখে যথাক্রমে ১৭ শতাংশ, ৩৪ শতাংশ এবং ৫১ শতাংশ ইত্যাদি হারে বাণিজ্যিক ইউনিটে কক্ষ ভাড়ার উপর রেয়াত প্রদান করা হয়েছে।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু ও ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
- বাপক'র প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে ড্রপ-ডাউন ব্যানার ঝুলানো, আলোকসজ্জা এবং মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। একইদিনে প্রধান কার্যালয়ে কেক কাটা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
- 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রজন্মের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- বাপক-এর হোটেল অবকাশের উদ্যোগে এতিম ও দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
- বাপক-এর সকল হোটেল-মোটেলে আগত অতিথিদের জন্য আবাসনের উপর ১৭ মার্চ একদিনের জন্য মোট ৩৭ শতাংশ ডিসকাউন্ট অফার প্রদান করা হয়েছে।
- বাপক-এর সকল ইউনিটে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রণীত থিম সং পরিবেশন করা হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান):

- ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিটিবি কর্তৃক ভার্চুয়ালি শোকসভা, আলোচনা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।
- মহান বিজয় দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক অনলাইন আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজন করা হয়।
- মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বিমানের নিজস্ব ১৬টি উড়োজাহাজে মুজিববর্ষের লোগো ছাপানো হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মুজিববর্ষের লোগো বিমানের প্রতিটি টিকিট ফোল্ডারে ছাপানো সম্পন্ন হয়েছে। বিমানের টিকিট ক্রয় সাপেক্ষে যাত্রীদের টিকিট ফোল্ডার বিতরণ মুজিববর্ষব্যাপী চলবে।
- ২০২০ সালে ৫০,০০০ পিস ক্যালেন্ডার এবং ৩০,০০০ পিস ডায়েরিতে মুজিববর্ষের লোগো ছাপানো ও বণ্টন সম্পন্ন হয়েছে।
- মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে ২০২০ সালে বাংলাদেশ হতে ছেড়ে যাওয়া (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের মুজিববর্ষ লোগো সংবলিত ৮,০০০ কোট পিন উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৫,০০০ বিশেষ বুকলেট সংগ্রহপূর্বক উড়োজাহাজের প্রতিটি সিটের পকেটে খামসহ রাখা হয়েছে (বর্তমানে করোনার কারণে তা সিট পকেট থেকে ইন-ফ্লাইট ম্যাগাজিনসহ সরিয়ে ফেলা হয়েছে)।

- ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত পোলো টি-শার্ট পরিধানপূর্বক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন শেষে বিমান বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালিতে সবাই অংশগ্রহণকরতঃ বলাকার লবিতে ১৭ কেজি ওজনের কেক কাটা হয়। ঐদিন বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা ব্যানার, ফেস্টুন, ডাংলার ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে সুসজ্জিত করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২০ বিমান মতিঝিল অফিসে ১০ কেজি ওজনের কেক কাটা হয় ও ব্যানার, ফেস্টুন ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে সুসজ্জিত করা হয়।
- ১৬ মার্চ ২০২০ শীর্ষ ১০টি ট্রাভেল এজেন্ট ও ০৭টি কার্গো এজেন্টের প্রত্যেককে বিএফসিসির তৈরিকৃত দুই কেজি ওজনের কেক শুভেচ্ছা উপহার হিসাবে প্রেরণ করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২০ বিমানের ইন্টারন্যাশনাল সেলস কাউন্টারসহ সকল অভ্যন্তরীণ স্টেশনের সিটি অফিস ও এয়ারপোর্ট কাউন্টার ব্যানার ও ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোর্ডিং কার্ড ইস্যুর কাউন্টারসমূহ তাজা ফুল দ্বারা সজ্জিত করা হয়।
- ২০২১ সালে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ১৫,০০০ নোটবুক তৈরি করা হয়েছে যার বিতরণ চলমান রয়েছে।
- উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে ইন-ফ্লাইট এন্টারটেনমেন্টের প্রতিটি সিটের এলইডি মনিটরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত ৩ মিনিটের ভিডিও, লোগো ও ছবি প্রদর্শনের জন্য ভিডিও তৈরি সম্পন্ন ও আইএফইতে প্রদর্শনের জন্য করা হয়েছে যা মুজিববর্ষব্যাপী চলমান থাকবে।
- বিমানের ই-মেইল ও ই-নথিতে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার করা হয়েছে যা মুজিববর্ষব্যাপী চলমান থাকবে।
- লেটারহেড প্যাড, খামে (ছোট ও বড়) মুজিববর্ষের লোগোর ব্যবহার মুজিববর্ষব্যাপী চলবে।
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বিমান বাংলাদেশ এলারলাইন্সের প্রধান কার্যালয় বলাকার লবিতে কেক কেটে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ঐদিন বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবন আলোকসজ্জার মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২১ বিমান মতিঝিল অফিস আলোকসজ্জার মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২১ সকল অভ্যন্তরীণ রুটের যাত্রীদের তাদের টিকিটের উপর ১৭ শতাংশ ছাড় দেয়া হয় (শুধু বিমান ওয়েবপেজ, মোবাইল এ্যাপ, বিমান সেলস আউটলেট এবং বিমান হলিডে ওয়েবপোর্টাল থেকে টিকিট ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
- ১৭ মার্চ ২০২১ বিমানের সকল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের যাত্রীদের মুজিববর্ষ বিষয়ক ৩,০০০ বুকলেট ও মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ৪,০০০ কোটপিন বিতরণ করা হয়।
- বিমানের যাত্রীদের খাদ্য মেনুতে বৈচিত্র্য আনয়ন ও ক্যাপ্টেন কর্তৃক যাত্রীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় ও যাত্রা পথের তথ্য অবহিতকরণ চালু রয়েছে।
- ১৭ মার্চ ২০২১ বিমানের ইন্টারন্যাশনাল সেলস কাউন্টারসহ সকল অভ্যন্তরীণ স্টেশনের সিটি অফিস ও এয়ারপোর্ট কাউন্টার ব্যানার ও ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বোর্ডিং কার্ড ইস্যুর কাউন্টারসমূহ ফুল দ্বারা সজ্জিত করা হয়।
- বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা'র প্রধান এন্ট্রি গেটের পাশে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড/মনিটরে মুজিববর্ষের ভিডিও, লোগো প্রদর্শন চলমান থাকবে।

- ❖ বিমান যানবাহন সার্ভিস সেন্টার ও প্রেসে হ্রাসকৃত মূল্যে সাধারণের জন্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ❖ ১৭ মার্চ ২০২১ শিশুদের জন্য (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- ❖ মুজিব জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ চট্টগ্রাম- সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা শুরু হয়।
- ❖ মুজিবজন্মবার্ষিকী শিশুদের জন্য 'ছোটদের বঙ্গবন্ধু' বিষয়ে (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) এবং 'বিমান বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান' বিষয়ে (৯ম থেকে ১২তম শ্রেণি পর্যন্ত) রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- ❖ বলাকা ভবনে স্থাপিত 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নারের' জন্য বই ক্রয়ের মাধ্যম 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি):

- ❖ ১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২১ এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিটিবি কর্তৃক নির্মিত এ্যানিমেটেড ভিডিও 'Birth Centenary of Father of the Nation' সকল সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করা হয়।
- ❖ বিটিবি'র নতুন অফিস ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃশ্য ম্যুরালসহ বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ক ডকুমেন্টারি 'Bangabandhu and Tourism Development' প্রচার করা হয়েছে।
- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত বিভিন্ন স্যুভেনির প্রস্তুত করা হয়েছে। ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতি জাদুঘর' এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম বিষয়ে ২টি পৃথক ব্রোশিউর (বাংলা ও ইংরেজি) মুদ্রণ করা হয়েছে। বিটিবি'র উদ্যোগে মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে ৬৪ জেলায় উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য পর্যটন এলাকা বাগেরহাট, কুমিল্লা (ময়নামতি), বগুড়া (মহাস্থানগড়) ও নওগাঁ (পাহাড়পুর)-এ আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটে মুজিববর্ষ পালন শীর্ষক স্বতন্ত্র পেজ তৈরি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইকনিক ছবি এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উপর বিটিবি কর্তৃক নির্মিত ভিডিও ক্লিপস আপলোড করা হয়েছে।
- ❖ মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অনলাইন আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজন করা হয়।
- ❖ ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক শোকসভা, আলোচনা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল):

- ❖ 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কাউন্টডাউন ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে; আইসিডিতে মুজিববর্ষের জন্য ২টি বেলুন উড্ডয়ন করা হয়েছে; ওয়েবসাইটে কাউন্টডাউন ঘড়ি প্রদর্শন করা হয়েছে।

- খাম ও কোম্পানির লেটারহেড পেপার, ওয়েবসাইট, ডায়েরি, এলইডি ডিসপ্লে, কল অতিথিকক্ষের টেলিভিশনে, কল ই-মেইল সিগনেচারে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার/প্রদর্শন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন, আগত অতিথিদের স্বাগত জানানো ও অতিথিসেবা ইত্যাদি বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল/বলাকা/বিআইসিসি ভবনসমূহ আলোকসজ্জা করা হয়েছে।
- ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল ঢাকা হোটেলের প্রাচীরের বাইরের অংশে ও বিআইসিসি'র প্রাচীরের বাইরের অংশে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের আলোকচিত্র দিয়ে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে।
- ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল ঢাকা হোটেলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত বিশেষ টি-শার্ট পরিধান করেন। ফ্রণ্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিশেষ পোষাক পরিধান করেন।
- হোটেলের ভিতরের বাগানসমূহ বিশেষ ফুল দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে; ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল ঢাকা হোটেলে আগত অতিথিবৃন্দের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে; হোটেল সংলগ্ন রাস্তায় পথচারীদের মধ্যে মিষ্টি ও পানি বিতরণ করা হয়েছে; মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল ঢাকা হোটেলে ফুড ফেস্টিভাল আয়োজন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষে ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল ঢাকা হোটেলে আগত অতিথিদের মধ্যে স্যুভেনির উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট ২০২০-এ এতিমদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে।

হোটেলস্ ইণ্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল):

- হোটেলের উত্তর-পশ্চিম পাশে স্থাপিত ডিসপ্লে বোর্ডে মুজিববর্ষের কাউণ্টডাউন ঘড়ি প্রদর্শন করা হয়েছে; ডিসপ্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও আদর্শের উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ১৬, ১৭ ও ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে হিল ও হোটেলের ভবনে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে; ১৭ মার্চ ২০২১ জাতীয় শিশু দিবসে হোটেলে মুজিব কর্নারের উদ্বোধন করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
- ১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা এবং এতিম ও দুস্থদের মধ্যে বিশেষ খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
- হোটেলের লবির সুবিধাজনক স্থানে মুজিব কর্নার স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে; হোটেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ ডিসকাউণ্ট অফার প্রদান করা হয়েছে।
- হোটেলের অতিথি কক্ষসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত টেলিভিশনে বছরব্যাপী জাতির পিতার জীবনালেখ্য নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে হিল ও হোটেল ভবন আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কর্মসূচিসমূহ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়:

- ২৫ মার্চ ২০২১ সারাদেশে এক মিনিটের (রাত ৯.০০ টা হতে ৯.০১ মিনিট পর্যন্ত) জন্য প্রতীকী ব্ল্যাক-আউট (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা ব্যতীত) কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে; ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত সুভ্যেনির ‘চিরঞ্জীব মুজিব’ বিতরণ করা হয়েছে; ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক):

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ প্রত্যেকটি বিমানবন্দরে রাত ৯.০০ ঘটিকায় KPI ব্যতীত নন-অপারেশনাল এলাকায় ০১ মিনিটের জন্য ব্ল্যাক-আউট কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
- গত ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বেবিচক’র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সীমিত পরিসরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্মুখে স্থাপিত সুউচ্চ মাস্তুলে বিউগল বাজানোর মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

চিত্র: ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

- বেবিচক’র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ছবি ও ডকুমেন্টারি তৈরি করে ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের হোল্ডিং লাউঞ্জে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, বিভিন্ন কার্যক্রম ও নির্দেশনা, বেবিচকের অর্জন ও বিভিন্ন বিমানবন্দরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের স্থিরচিত্র ও তথ্যাদিসমূহ ৫ মিনিটের একটি ভিডিও ডকুমেন্ট প্রচার করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারে করে গমনাগমনকারী দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রত্যেক এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের সুভ্যেনির বিতরণ করা হয়েছে।

- ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা ও আলোচনা সভায় বেবিচক কর্তৃপক্ষের ৭৭ জন সাবেক বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে ৫,০০০ টাকার প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়েছে।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেবিচক সদর দপ্তর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ঢাকার বাইরে সকল বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংবলিত ফেস্টুন ও ব্যানার দ্বারা ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখ হতে সজ্জিত করা হয়েছে।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেবিচক সদর দপ্তর (নতুন ও পুরাতন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ঢাকার বাইরে সকল বিমানবন্দরে ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখ হতে বিশেষ আলোকসজ্জা করা হয়েছে (ব্ল্যাক আউটের সময় ব্যতীত)।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে পৃথক সেবাবক্স স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সেবাবক্সে সুবর্ণজয়ন্তীর সকল তথ্যাদি আপলোড করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক):

- সারাদেশে ২৫ মার্চ রাতে নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২৫ মার্চ বাপক'র প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটসমূহে সারাদেশে ১ মিনিটের জন্য প্রতীকী ব্ল্যাকআউট করা হয়েছে।
- সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রধান কার্যালয়সহ ইউনিটসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে; বাপক'র প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের হোটেল, মোটেলসমূহ আলোকসজ্জা করা হয়েছে; বাপক'র প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে দরিদ্রদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।
- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করে বাপক প্রধান কার্যালয়সহ ইউনিটসমূহে মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বাপকের হোটেল-মোটেলে আগত অতিথিদের আবাসনের উপর একদিন ২৬ শতাংশ ডিসকাউন্ট অফার প্রদান করা হয়েছে; বাপক'র হোটেল অবকাশের উদ্যোগে এতিম এবং দুস্থ শিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান):

- সারাদেশে ২৫ মার্চ রাতে নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সারাদেশে এক মিনিটের জন্য প্রতীকী ব্ল্যাক-আউট (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা ব্যতীত) করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- সকাল ৬.০০ টায় বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবনসহ অন্যান্য ভবন ও বিমানের সকল স্টেশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বলাকা ভবন ও মতিঝিলস্থ বিমান সিটি অফিসে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা করা হয়েছে।
- বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবন চত্বরে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে সকাল ৯.৩০টায় বিমানের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও-এর নেতৃত্বে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
- বিমানের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ এবং এলইডি মনিটরে ২৬ মার্চ বিষয়ক ভিডিও এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।
- বিমান ও মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি করে মাস্ক তৈরি করা হয়েছে। ২৬ মার্চ উপলক্ষ্যে বিমান ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি):

- সারাদেশে ২৫ মার্চ রাতে নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২৫ মার্চ অফিস কার্যালয়ে ১ মিনিটের জন্য প্রতীকী ব্ল্যাকআউট করা হয়েছে।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে অফিস কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
- ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কেন্দ্রিক ভিডিও, কনটেন্ট ও পোস্টার ফটো পাঁচটি সোশ্যাল মিডিয়ায় Beautiful Bangladesh নামক পেজের মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল):

- ১৫ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেল বিল্ডিং এবং সীমানা প্রাচীর আলোক সজ্জাকরণ এবং জাতির পিতার কর্মময় জীবনী নিয়ে হোটেল-এর সীমানা প্রাচীর ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে।
- ২৬ মার্চ ২০২১ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেল-এ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন, দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করা হয়েছে।
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে মার্চ মাসে গেস্ট রুমে বিশেষ ডিসকাউন্ট এবং ২৬ মার্চ, ২০২১ উপলক্ষ্যে ফুড এন্ড বেভারেজের উপর ২৬ শতাংশ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়েছে।
- ২৬ মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধে হোটেল ইন্টারকান্টিনেন্টাল-এর ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- বিজয় দিবসে এতিমদের মধ্যে উন্নতমানের খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতার কর্মময় জীবনের তথ্য সংবলিত বুকলেট তৈরি করা হয়েছে।
- বিজয় দিবসে বিএসএল কর্তৃক পরিচালিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল):

- হোটেল ভবন এলাকায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে প্রতীকী ব্ল্যাক-আউট কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
- হোটেলের অভ্যন্তর ও বাইরের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়েছে।

- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে হোটেলের পতাকা উত্তোলন চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
- হোটেলের অভ্যন্তর ও বাইরের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়েছে; হোটেল ভবন এলাকায় দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা করা হয়েছে; ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে সকাল থেকে হোটেলের ফেসবুক কভার পেজে দিবস সংশ্লিষ্ট ফটো প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ সকাল হতে প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের ক্যাফে বাজার রেস্টুরেন্টে ২৬ শতাংশ বিশেষ ছাড় প্রদান করা হয়েছে।
- হোটেল আগত নতুন অতিথিদের ও জাতীয় দিবসে টোকেন গিফট প্রদান করা হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

(১) স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন নোয়াখালী (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) জেলা সফরকালে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন নিঃস্ব অসহায় পরিবারগুলোকে খাসজমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করেন। নোয়াখালী জেলা প্রশাসন 'পোড়াগাছায়' ৪টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ১,৪৭০টি অসহায় ঠিকানাবিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চর পোড়াগাছায় একটি আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১,৫০০ পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাসজমিতে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বসতভিটা উঁচুকরণ, গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তর, বৃক্ষরোপণ, পুনর্বাসিতদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, উন্নত চুলা প্রদান, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের জন্য 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে ভূমি সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ডের আওতাধীন সকল মহানগর/উপজেলায় শতভাগ ই-নামজারি সেবা চালু করা হয়েছে এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির সমন্বয়সাধন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, ভূমি সংক্রান্ত মামলার অনলাইন শুনানি, ই-পর্চা, ভূমিসেবা সংক্রান্ত হটলাইন চালু, সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহকে একই স্থানে আনার জন্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন উক্ত ভূমি ভবন কমপ্লেক্সের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় ম্যুরাল বা ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে।

(৫) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুস্থ, ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে ভূমি আইনের সংস্কারপূর্বক যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পুরাতন আইনের সংস্কার/সংশোধন, আইনের বঙ্গানুবাদ এবং নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতির পিতার আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষ:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের কার্প জাতীয় মাছের বৃহত্তম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। হালদা নদী তীরবর্তী সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে বঙ্গবন্ধুর মনুমেণ্ট স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- ❖ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর প্রতিটি উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বিনামূল্যে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা ও মাছ চাষ বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নেত্রকোনা জেলার বিশিউড়া ও শরিয়তপুর জেলার হালইসার গ্রাম দুটিকে মৎস্য গ্রাম ঘোষণা করা হয়। এ দুটি গ্রামের চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উপকরণ বিতরণ করা হয় ও মৎস্য বিষয়ক প্রদর্শনী করা হয়।

- ❖ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিকের মাধ্যমে মাছচাষে খামারী পর্যায়ে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, মৎস্য রোগ সম্পর্কিত পরামর্শ, মৎস্য খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ, মৎস্য চাষের আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে সেবা প্রদান করে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রতিটি উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন ও বিনামূল্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

- ❖ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এতিমখানায় বিনামূল্যে মাছ বিতরণ করে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ ফটকে একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করে। এ উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে একটি ফলদ বাগান স্থাপন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ. ম. রেজাউল করিম এমপি, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বাগানের শুভ উদ্বোধন করেন।

- ❖ ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার শরিফবাগ গ্রামে ৩০১ জন খামারীর মধ্যে বিএলআরআই-এর ১৭টি প্রযুক্তি অভিযোজন করে একটি 'বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন:

- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে রুই মাছের চতুর্থ প্রজন্মের একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করে। রুই মাছের চতুর্থ প্রজন্মের নতুন এই জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মূলজাতের চেয়ে ২০.১২ শতাংশ অধিক উৎপাদনশীল, খেতে সুস্বাদু এবং দেখতে লালচে ও আকর্ষণীয়।

- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে রুই মাছের এ জাতটি উদ্ভাবিত হওয়ায় ইনস্টিটিউট কর্তৃক এই জাতটিকে 'সুবর্ণ রুই' নামকরণ করা হয়। ১০ জুন ২০২১ আনুষ্ঠানিকভাবে সুবর্ণ রুই-এর জার্মপ্লাজম মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারি মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

- ❖ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ২০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কাপ্তাই হ্রদ অঞ্চলের ১০ জন মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিনামূল্যে কেচকি জাল বিতরণ করা হবে।

- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিএলআরআই ক্যাম্পাসে একটি শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়। মন্ত্রণালয়সহ-এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন, স্মরণিকা ও নিউজ লেটার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(১) ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, দর্শন ও কর্ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সারাবিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রত্যয়ে সরকার তথা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উভয় কমিটিকেই সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে।

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিতত্বে জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির অনুষ্ঠিত যৌথসভার সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ৮টি উপকমিটি গঠন করা হয়। উপকমিটিসমূহ- (ক) সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন উপকমিটি (খ) আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ও যোগাযোগ উপকমিটি (গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন উপকমিটি (ঘ) প্রকাশনা ও সাহিত্য অনুষ্ঠান উপকমিটি (ঙ) আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও অনুবাদ উপকমিটি (চ) ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন উপকমিটি (ছ) মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি ও (জ) চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি। পরবর্তীকালে নিরাপত্তা বিষয়ক আরও একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। উক্ত উপকমিটিসমূহ গঠনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

(৩) মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসূচিসমূহ একত্রিত করে ২৯৮টি কর্মসূচি সংবলিত একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যার মধ্যে ওয়েবসাইট তৈরি, লোগো ও থিম সং তৈরি, বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, স্মারকমুদ্রা, নোট ও ডাকটিকেট অবমুক্তকরণ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভিডিওচিত্র নির্মাণ, ওয়েব সিরিজ, স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও অ্যানিমেটডে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ, সারা দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান, ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও প্রণীত আইন, বিধিমালা বিষয়ে একটি সংকলন প্রকাশ অন্যতম।

(৪) জাতীয় কমিটির নির্দেশনার আলোকে ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরাসরি কেন্দ্রীয় তদারকির বাইরেও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা প্রশাসন, সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসহ সকলেই জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যার যার নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়িত উল্লেখ্যযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির বিবরণ নিম্নরূপ:

(৫) ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। যা পরবর্তীতে গেজেটে প্রকাশিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা:

(৬) জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ ২০২১ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ার থেকে 'মুজিব চিরন্তন' শিরোনামে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শেখ রেহানা এবং দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানের এ অনুষ্ঠান আয়োজনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে।

(৭) জাতীয় পর্যায়ে ও দেশব্যাপী জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে ও দেশব্যাপী শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ভার্চুয়্যাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। এ উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক দেশের প্রতি বিভাগে ৫০টি করে, প্রতি জেলায় ৫০টি এবং প্রতি উপজেলায় ২৫টি বৃক্ষরোপণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। নির্দেশনা মোতাবেক সারাদেশে ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২,৭৫,০৫০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

(৮) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন, নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতির পিতার নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারকে আহ্বায়ক এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সদস্য-সচিব করে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রথম ভার্চুয়াল সভা ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৯) বিভিন্ন জেলা উপজেলায় অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এ বিভাগ থেকে জেলা প্রশাসকগণের সঙ্গে প্রতিমাসে ন্যূনতম ২টি করে ভিডিও সম্মেলন করা হয়। ভিডিও সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় নির্দেশনাসমূহ মাঠপর্যায়ের সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের তাৎক্ষণিক অবহিত করা হচ্ছে।

(১০) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও প্রণীত আইন, বিধিমালা বিষয়ে সংকলন প্রকাশ: মুজিববর্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও প্রণীত আইন, বিধিমালা বিষয়ে একটি সংকলন প্রকাশের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের পূর্বেই প্রকাশ করা হবে।

(১১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন তথা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের বিশেষ কার্যক্রম অংশে সাধারণ থোক বরাদ্দ খাতে ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ থেকে মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নির্বাচিত লোগোসহ কোটপিন, মগ এবং কলম প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয় এবংএর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সভায় আগত অতিথিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- ❖ মন্ত্রণালয়ের করিডোরে এবং সচিবালয়স্থ ৬ নম্বর ভবনের বাইরে বঙ্গবন্ধুর ছবি, ব্যানার ও ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয়েছে। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'র লোগো মন্ত্রণালয়ের চিঠিপত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি'র উপস্থিতিতে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেক কাটার মাধ্যমে দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় এবং অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

চিত্র: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার গ্রাউন্ড ফ্লোরে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার দ্বিতীয় ফ্লোরে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব স্মৃতি যাদুঘর' স্থাপন করা হয়েছে।

❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত তথ্য আপা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও সংগৃহীত পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'লালসবুজ ডট কম' নামে ই-কমার্স মার্কেট প্লেস তৈরি করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর হতে প্ল্যাটফর্মটিতে পণ্য ক্রয় বিক্রয় কার্যক্রম চলছে। উক্ত মার্কেট প্লেসে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। বিশেষ করে, করোনাকালীন সময় নারীরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন সে অবস্থা থেকে উত্তরণের সুযোগ পাচ্ছেন।

❖ উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কেন্দ্রে কর্মরত ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্য আপাদের সহায়তায় ইতোমধ্যে সারাদেশে ১৩,০০০ অধিক নারী উদ্যোক্তা এ মার্কেট প্লেসে নিবন্ধিত হয়ে তাদের উৎপাদিত ও সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করছেন।

❖ জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের সেবা বর্তমানে অনলাইনে দেয়া হচ্ছে। সিট বরাদ্দ, খাবার অর্ডারসহ হোস্টেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে অনলাইনে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অনলাইনে সেবা প্রদানের ফলে সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতা উভয়েরই সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় শিশুদের লেখা সেরা ১০০টি রচনা নিয়ে 'আমরা লিখেছি ১০০ মুজিব' ও শিশুদের আঁকা সেরা ১০০টি ছবি নিয়ে 'আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব'শিরোনামে ২টি গ্রন্থ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বই দু'টোর মোড়ক উন্মোচন করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন।

❖ মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত ক্যারি ব্যাগ, মগ, টিশার্ট, পোলো শার্ট, ব্যাজ, ফাইল-ফোল্ডার ও টেবিল ক্যালেন্ডার তৈরি করে মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা কার্যালয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫টি সিরিজ গ্রন্থ শিশু গ্রন্থমালা 'মুজিববর্ষ' সংস্করণ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ, ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশু গ্রন্থমালা 'মুজিববর্ষ'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে প্রকাশিত মাসিক 'শিশু' পত্রিকার আগস্ট ২০২০ সংখ্যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবসে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। একইভাবে মার্চ ২০২১ সংখ্যাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবসে জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

❖ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জয়িতার সকল নারী উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন' বই তিনটি বিতরণ করা হয়; জয়িতা ফাউন্ডেশনের অফিসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত একটি গ্যালারি স্থাপন করা হয়।

- ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডিস্থ রাপা প্লাজায় জয়িতা বিপণন কেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তা এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

- ধানমন্ডিস্থ রাপা প্লাজায় জয়িতা ফুডকোর্ট-এ মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত একটি 'মুজিবওয়াল' স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি 'মুজিবওয়াল' উন্মোচন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' পালন উপলক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মসূচি অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থার ওয়েবসাইটে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' শিরোনামে একটি সেবাবক্স খোলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সারাদেশে একযোগে প্রচার করা হয়েছে।

- জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য সরাসরি রেকর্ডের মাধ্যমে 'বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা' প্রকাশ ও আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ৯৮টি প্রতিষ্ঠানে ৮,৭৪৫টি বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও বহুমাত্রিক অবদান বিষয়ক বই বিতরণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ত্রিশ হাজার বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণে ৪,১২২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, কার্যক্রম চলমান আছে।

- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী জন্য দুইটি ভ্রাম্যমাণ যাদুঘর বাস উদ্বোধন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় বরণীয়দের মধ্যে যারা জীবিত তাঁদের সাক্ষাৎকার/লেখা নিয়ে বিশেষ প্রকাশনা 'স্মৃতিতে সতত উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সমাবেশ, মুক্তির উৎসব, উপজেলা ভিত্তিক মহাসমাবেশ আয়োজন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'মুজিববর্ষ' বিশেষ পুরস্কার এবং 'মুজিব স্কলারশিপ' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, যা করোনার কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

চিত্র: মুজিববর্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার 'বীর নিবাস'।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ৫০টি কর্মসূচি এবং উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য বাজেট ও ৪টি উপকমিটি গঠন করা হয়, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা কমিটির দ্বিতীয় সভা, ১৪ মার্চ ২০২১ তারিখে তৃতীয় সভা এবং ২৮ জুন ২০২১ তারিখে চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সমন্বয় উপকমিটির প্রথম সভা এবং ২৪ জুন ২০২১ তারিখে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা কমিটির পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির সভা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন:

- মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে দেশি ও বিদেশি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক, শিল্প উদ্যোক্তা ও নোবেল বিজয়ীদের অংশগ্রহণে ৯-১১ ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে তিনদিনব্যাপী 'International Conference on 4th Industrial Revolution and Beyond (IC4IR 2021)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। করোনার কারণে সম্মেলনটি ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হবে; তবে পরিস্থিতির উন্নয়ন সাপেক্ষে সম্মেলনের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান সীমিত পরিসরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সরাসরি আয়োজনের প্রস্তুতি রয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ১০০ দিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ'-এ অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কমিশন দায়িত্ব পালন করে।
- সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও তদ্‌পরবর্তী বিশ্ব প্রেক্ষাপট উপযোগী সুপারিশমালা গৃহীত হবে; সম্মেলন উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'Call for Paper' আহ্বান করা হয়েছে; কমিশন কর্তৃক এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন পরবর্তী সময়ে ২-৩ বছর পর পর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আয়োজন করা হবে।

- মুজিববর্ষে কমিশনে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর (১) 'বঙ্গবন্ধুর উচ্চশিক্ষা ভাবনা' ও (২) 'তারুণ্যের ভাবনায় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক দুটি সাক্ষাৎকার ও গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ ও অনলাইন আর্কাইভিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট তৈরি।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কমিশনে 'ইউজিসি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ' প্রবর্তন করা হয়েছে। উচ্চতর গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য এখন থেকে প্রতিবছর একজন করে গবেষককে এক বছর মেয়াদি এই ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। প্রথমবারের মতো 'ইউজিসি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ-২০২১' পেয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ড. এম. আফজাল হোসেন।
- মুজিববর্ষে কমিশন বঙ্গবন্ধুর ওপর সম্পাদিত দুটি বিশেষ গবেষণা পাণ্ডুলিপি (বাংলা ও ইংরেজি) প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রণীত নীতিমালার আলোকে এ বিষয়ে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত বাংলা ভাষায় সম্পাদিত দুটি গবেষণা পাণ্ডুলিপির ওপর মতামত প্রদানের জন্য পাণ্ডুলিপি দুটি বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- কমিশনের গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল:

- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ১০ জানুয়ারি হতে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ পর্যন্ত কাউন্সিল দপ্তরে এবং ওয়েবসাইটে মুজিববর্ষ শুরুর ক্ষণগণনা করে।
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় জাতির পিতার ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের স্মরণে ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর Memory of the world register-এ অর্ন্তভুক্ত করে বৈশ্বিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ায় সরকার দিবসটিকে জাতীয়ভাবে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সভাপতিত্বে কাউন্সিলে ৭ই মার্চ ২০২১ তারিখে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।
- ১ মার্চ হতে বছরব্যাপী 'মুজিববর্ষের প্রতিজ্ঞা মানসম্মত উচ্চশিক্ষা' স্লোগান সংবলিত ব্যানার কাউন্সিল কার্যালয়ের বাইরে প্রদর্শন করা হয়।
- কেক কাটার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন পালন এবং মুজিববর্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

- ১৫ই আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ এবং দোআর আয়োজন করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিষয়ে প্রণীত 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', 'সিক্রেট ডকুমেন্ট অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দি নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' সংগ্রহপূর্বক কাউন্সিলের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ:

- ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন; স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন; একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা/চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃতকরণ; রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন; একটি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন; অনগ্রসর এলাকার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান; প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার প্রদান; অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য সাদা ছড়ি প্রদান; জাতির পিতার কর্মময় জীবন ও ৭ই মার্চ-এর ভাষণের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন; আলোক সজ্জার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ):

- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)-এর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতার অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রথমবারের মত ইউনেস্কোর মহাপরিচালক তাঁর বাণী প্রেরণ করেন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং পরবর্তি সময়ে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল এবংবিএনসিইউ'র কনফারেন্স কক্ষে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও আত্মত্যাগের বীরগাঁথা বিষয়ক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।
- বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং অফিস প্রাঙ্গণে kiosk-এ তাঁর বাণী সংবলিত ছবি বিএনসিইউ অফিস প্রাঙ্গণের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করা হয়। বিএনসিইউ ওয়েবসাইটে 'A Tribute to The Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on his Birth Centenary' শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি আপলোড করা হয়।
- বিএনসিইউ ওয়েবসাইটে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' শিরোনামে একটি মেনুবার স্থাপন করা হয়।
- 'UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of the Creative Economy' শীর্ষক পুরস্কার প্রবর্তনে ইউনেস্কো মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডি টিমের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল অনলাইন সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে The UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)-এর স্কুলসমূহকে নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক অনলাইনভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকৃত সকল শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই এবং সার্টিফিকেট পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

- বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, শিক্ষা, বিজ্ঞান, আইসিটি, সংস্কৃতি বিষয়ক সিরিজ সেমিনার/ওয়ার্কশপ/আলোচনা সভার অংশ হিসাবে 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। প্রথিতযশা কবি ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
- বিএনসিইউ গ্রন্থাগারে মুক্তিযুদ্ধ কর্নারের পাশে প্রদর্শনীর জন্য সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে এবং মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো সংবলিত উপহারসামগ্রী বিতরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর:

- জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় দেশের প্রায় বিশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কর্তৃক ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে সেরা ১০টি ডকুমেন্টারি নির্বাচন করে পুরস্কৃত করা হবে; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' শীর্ষক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সেরা ১০টি ডকুমেন্টারি থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২টি ডকুমেন্টারি (১টি বঙ্গবন্ধুর উপর ও অন্যটি মুক্তিযুদ্ধের উপর) তৈরি করে তা সারাদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করবে; শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরি জাতির গৌরবগাঁথা সমৃদ্ধ এসব ডকুমেন্টারি ভবিষ্যতে জাতির ইতিহাসে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। উল্লেখ্য, এ কার্যক্রমে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রায় এক লক্ষ ডকুমেন্টারি ও এক লক্ষ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে;

চিত্র : সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত ডকুমেন্টারিতে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছেন।

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন, আদর্শ ও চেতনার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ এ শ্রদ্ধা জানাতে ষষ্ঠ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ৪টি পর্যায়ে একশ শব্দে সারাদেশে 'আমার মুজিব' নামে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সারাদেশে প্রতিটি উপজেলা/থানা এবং জেলা পর্যায়ে লেখা ও চিত্রাঙ্কন বাছাই করে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা ৪০০টি লেখা এবং ১০০টি চিত্রাঙ্কন চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে। সেরা প্রতিযোগীদের লেখা ও ছবির সমন্বয়ে একটি প্রকাশনা

বের করা হবে। 'আমার মুজিব' নামে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে; বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু ও আমাদের বিজয়' শিরোনামে জাতীয় পর্যায়ে ষষ্ঠ - দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র : 'আমার মুজিব' শিরোনামে ১০০ শব্দে লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী কর্তৃক অঙ্কিত ছবি।

- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস সবুজায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪১ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হয়।
- ❖ মাউশি অধিদপ্তর ও তার আওতাধীন সকল অফিসসমূহ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আলোচনা সভা এবং ১৫ই আগস্ট সকল শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল ও উপাসনার আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সরকারি কলেজসমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ-এর আওতায় নিয়ে এসেছে। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন dshe.mmcm.gov.bd ড্যাশবোর্ড-এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়।

অন্যান্য:

- ❖ ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আলোচনা সভা আবৃত্তি, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং দোয়া মহাফিলের আয়োজন করেছে।
- ❖ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শোক দিবসের পোস্টার প্রদর্শন ও LED-এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ❖ সরকারি কলেজসমূহ মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জার্নাল প্রকাশ করেছে।
- ❖ মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে লাইব্রেরির জন্য বই ক্রয় করা হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নির্দেশিকা অনুযায়ী অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য দেশের মধ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মনোনীত ১৩ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন ৩ লক্ষ টাকা, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ই-স্টাইপেন্ড ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম গ্রহণ করা হয়।

চিত্র: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি উদ্বোধন।

চিত্র: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রান্তে সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।

- 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনার আলোকে বিগত ১ জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর আওতায় সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়। এর মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে টিউশন ফি বিতরণ করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ১০০টি ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন বিষয়ক কার্যক্রমে ট্রাস্টের ই-স্টাইপেন্ড ব্যবস্থাপনা প্রথম স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস):

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর আওতাধীন উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেণ্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)-এর ১২৩টি কেন্দ্রে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন করা হয়।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৫২ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংগ্রামী জীবনের উপর দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল ব্যানবেইস ভবনের ফটকে স্থাপন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতির পিতার অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে ব্যানবেইসের ফটকে জাতির পিতার প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।
- ব্যানবেইস গ্রন্থাগারে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার'-এর জন্য মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহ এবং অমর একুশে কর্নার স্থাপনের লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে।
- ব্যানবেইস প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বর্ণাঢ্য ও কর্মবহুল জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। জাতির পিতার আদর্শ অনুকরণ করে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে দেশের সেবায় কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। আলোচনা শেষে জাতির পিতার রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ব্যানবেইস প্রাঙ্গণে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষ রোপন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি):

- মুজিববর্ষে কর্মসূচি হিসাবে এনসিটিবির সপ্তম তলাস্থ লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে একটি বিশেষ গ্যালারী স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের প্রধান ফটকের সামনে স্থাপিত এলইডি ডিসপ্লেতে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের প্রধান ফটকের সামনে ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের বিভিন্ন তলাস্থ করিডোরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁকে বিশেষায়িত করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উক্তি সংবলিত ছবিসহ পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।
- পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মের উপর নির্বাচিত কনটেন্ট নিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ৭,৯৩৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০২১ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবন সজ্জিত করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী- ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পাঞ্জাবী, শাড়ি ও ক্যাপ পরিধান করে র‍্যালি প্রদর্শন করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদসহ মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের সম্মানে আলোচনা সভা এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের টঙ্গীস্থ গুদামের খালি জায়গাতে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর উক্তি সংবলিত ছবির পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে।
- বোর্ডের ৭ম তলাস্থ লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ভবনের প্রধান ফটকের সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করা হবে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট:

- মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ বছর প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান করা হয়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯' অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ, মাতৃভাষার চর্চাভিত্তিক প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ, মাতৃভাষার গবেষণা, মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা ও বিদেশি ভাষা প্রচার ও প্রসার, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থাবলি বিদেশি ভাষায় অনুবাদ, বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দুটি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুটি, মোট ০৪ (চার)টি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রবর্তন করা হয়।
- 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' লাভ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম এবং মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২১' পেয়েছেন Mr. Islaimov Gulom Mirzaevich, the Republic of Uzbekistan এবং The Activismo Lenguan (Language Activism), Bolivia.

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২১ প্রদান।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর:

- ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি (মূল ঘোষণা: ০৭ জুন ১৯৬৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী লালদিঘীর ময়দানে সর্ব প্রথম ঐতিহাসিক '৬ দফা' ঘোষণা করেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে '৬-দফা'র ঘোষণাস্থল লালদিঘীর ময়দানে '৬ দফা'র অনুলিপি ও '৬ দফা' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পোস্টারযুক্ত ছবিসহ একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ এবং মাঠের চারপাশে নবনির্মিত সীমানা প্রাচীরে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা স্থাপনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ।
- উপজেলাভিত্তিক সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সংরক্ষণের জন্য অবকাঠামোগত, প্রশাসনিক ও একাডেমিক পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত একটি অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরিপূর্বক পাইলটিং চলছে।
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সারাদেশে অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে র‍্যাম্প, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধা ইত্যাদি নির্মাণসহ যুগোপযোগী ও মানসম্মত অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। মুজিববর্ষে এরূপ ১০০টি স্কুল, ১০০টি কলেজ, ১০০টি মাদ্রাসা ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে মুজিববর্ষের একটি সুবিধাজনক দিনে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে।
- ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে বিগত একযুগে শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সারাদেশে নির্মিত হয়েছে আধুনিক সুবিধা সংবলিত অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা অবকাঠামো। শিক্ষা অবকাঠামো খাতে সরকারের অনন্য অর্জন সুবর্ণজয়ন্তীতে স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের অভূতপুর্ণ সাফল্য জনগণের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করবে।
- একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক ডরমেটরী, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলসহ ৫০টি পূর্ণাঙ্গ TSC (Technical School & College) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ একযোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত করা হবে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম):

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নায়েম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ব্যাকলগ হ্রাসকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নায়েম-এর বর্তমান ও অবকাঠামো সংস্কার করে আসন বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ১৫৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ১৫৩ জন এবং ১৫৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ৯৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়াও ব্যাকলক হ্রাসের জন্য দেশের ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২১০ জন প্রশিক্ষণার্থীসহ সর্বমোট ৫৪২ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- মহান মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নায়েম নিজস্ব অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে নায়েম সম্পর্কিত তথ্য, বিভিন্ন কোর্স সম্পর্কিত তথ্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, ই-হ্যান্ডআউট প্রদানসহ বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব হবে। এর ফলে সেবাগ্রহীতাদের দুর্ভোগ লাঘব হবে।
- একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ এবং শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলা।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে নায়েম ক্যাম্পাসে একটি ম্যুরাল নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মহান মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে এছাড়াও মগ এবং ফোল্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর:

- মানসম্মত শিক্ষা ও দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা প্রশাসন সংবলিত পোস্টার তৈরি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা) প্রদর্শন করা হবে।
- মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের জন্য অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুতসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অটোমেশন কার্যক্রমের পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত ও প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক এ অটোমেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- দেশের ৩৬,৭০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) পিয়ার ইন্সপেকশন সফটওয়্যার সিস্টেমের মাধ্যমে বার্ষিক পরিদর্শনের আওতায় আনা হবে।
- সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থ ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে (শিওর ক্যাশ, নগদ, বিকাশ, রকেট ইত্যাদি) সংগ্রহ এবং আয়-ব্যয় সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাব সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সম্পন্ন এবং সংরক্ষণ করা হবে, যেখানে ক্যাশ বহি, সাব-সিডিয়ারি রেজিষ্টার, একুইটেন্স রুল ইত্যাদি ডিজিটাল ভার্সনে সন্নিবেশিত হবে। যা উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।
- ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ মেয়াদে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষার মান, আর্থিক ও দপ্তর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে 'অটোমেশন সফট্ওয়্যার উইথ পেমেণ্ট সিস্টেম এ্যাপস' প্রস্তুতের উদ্ভাবনী ধারণা গৃহীত হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২০ সালে ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড থেকে অবসরপ্রাপ্ত ৮,৮০৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৮৮৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৫৭ টাকা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে মুজিববর্ষের বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে অসুস্থ ও মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবসর ভাতার চেক প্রদান করা হয়।
- 'মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি-কল্যাণ সুবিধা দ্রুত নিষ্পত্তি' স্লোগানকে সামনে রেখে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীকে ৮০০ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৭ মার্চ ২০২০ হতে অদ্য পর্যন্ত ১৩,২১৯ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের ৫৮৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৪ টাকা ইএফটি'র মাধ্যমে স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে কল্যাণ সুবিধা প্রেরণ করা হয়েছে।
- 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনা মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ❖ 'জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন বাস্তবায়ন কমিটি ৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে আহ্বায়ক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট 'ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন উপ-কমিটি' গঠন করে।

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিষয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি হতে এ বিষয়ে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা পাওয়া যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ১০০টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বমোট ১৪৬টি কর্মসূচি (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কর্মসূচিগুলোর মধ্যে ১০০টি কর্মসূচি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৪৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত ১৪৬টি কর্মসূচির মধ্যে ১৩৫টি জাতীয় ইভেন্ট ও ১১টি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। ১৩৫টি জাতীয় ইভেন্টের মধ্যে ৯৩টি ইভেন্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৪২টি ইভেন্ট বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ১১টি আন্তর্জাতিক ইভেন্টের মধ্যে ০৭টি ইভেন্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ০৪টি ইভেন্ট বাস্তবায়নাধীন আছে। 'মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা/ ফেডারেশন/এসোসিয়েশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির তথ্যাদি নিম্নরূপ:

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু নবম বাংলাদেশ গেমস ২০২০'-এর শুভ উদ্বোধন।

- ❖ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন এবং এসোসিয়েশনকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন (বিওএ) 'বঙ্গবন্ধু নবম বাংলাদেশ গেমস ২০২০'-এর আয়োজন করেছে। জাতির পিতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন এই গেমসের নামকরণ করেছে 'বঙ্গবন্ধু নবম বাংলাদেশ গেমস'। ১-১০ এপ্রিল, ২০২১ মেয়াদে অনুষ্ঠিত এই গেমসের ৩১টি ক্রীড়া ডিসিপ্লিনে মোট ৫,৩০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসে এই গেমস সবসময় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

❖ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দুইটি কর্মসূচি-'বঙ্গবন্ধু বিপিএল টি২০-২০১৯ টুর্নামেন্ট' (১১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ১৮ জানুয়ারি ২০২০ সময়ে) এবং 'বঙ্গবন্ধু টি২০ কাপ-২০২০' (২০ নভেম্বর ২০২০ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে) সফলভাবে আয়োজন করেছে।

চিত্র: মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং বিসিবি প্রেসিডেন্টের সাথে 'বঙ্গবন্ধু টি-২০ কাপ-২০২০' বিজয়ী অধিনায়ক।

❖ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মসূচি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২০, দুইটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২০' এবং 'MujubBorsho FIFA International Football Series 2020 (Bangladesh Vs Nepal)' সফলভাবে আয়োজন করেছে।

চিত্র: 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২০'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।

- বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন 'বঙ্গবন্ধু ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক জাতীয় স্কুলসমূহ প্রতিযোগিতা', 'বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট কাপ হকি প্রতিযোগিতা', 'বঙ্গবন্ধু বিজয় দিবস হকি প্রতিযোগিতা-২০২১', 'বঙ্গবন্ধু শহীদ স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতা' এবং 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা কাপ হকি প্রতিযোগিতা-২০২১' সফলভাবে আয়োজন করেছে।
- বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৪টি জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ ছাড়া ১টি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট'-এর আয়োজন করেছে। ২৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ২০২১ সময়ে ঢাকা কাবাডি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টে পোল্যান্ড, কেনিয়া, নেপাল, শ্রীলংকা ও স্বাগতিক বাংলাদেশসহ মোট ০৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে কেনিয়াকে ৩৪-২৮ পয়েন্টে হারিয়ে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ০৩টি জাতীয় কর্মসূচি 'বঙ্গবন্ধু বিচ ভলিবল প্রতিযোগিতা', 'আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতা' এবং 'বঙ্গবন্ধু মহান বিজয় দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২০' আয়োজন করেছে।
- বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু আন্তঃস্কুল বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট-২০২০', 'বঙ্গবন্ধু ফেডারেশন কাপ বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট-২০২০', 'বঙ্গবন্ধু অনূর্ধ্ব-১৬, ১৮ ও ২৩ (বালক) থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট, ২০২০', 'বঙ্গবন্ধু অনূর্ধ্ব-২৩ (বালিকা) থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট, ২০২০', 'বঙ্গবন্ধু ইউনিমেড ১ম বিভাগ বাস্কেটবল লিগ-২০২০', 'বঙ্গবন্ধু ইউনিমেড ইউনিহেলথ প্রিমিয়ার ডিভিশন বাস্কেটবল লিগ-২০২০', 'বঙ্গবন্ধু বিজয় দিবস বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট', 'বঙ্গবন্ধু আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৬ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২১' এবং 'বঙ্গবন্ধু থ্রি অন থ্রি মহিলা বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট-২০২১' আয়োজন করেছে।
- বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু বিজয় দিবস জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতা', 'বঙ্গবন্ধু ৩৭তম জাতীয় জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতা' এবং 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিবস জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতা' আয়োজন করেছে।
- বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫১তম মহান স্বাধীনতা দিবস পুরুষ ও মহিলা বক্সিং প্রতিযোগিতা-২০২১' এবং 'বঙ্গবন্ধু ২৪তম জাতীয় জুনিয়র বালক ও বালিকা বক্সিং প্রতিযোগিতা-২০২১' আয়োজন করেছে।
- বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু বিজয় দিবস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০২০', এবং 'বঙ্গবন্ধু ব্যাডমিন্টন ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০২১' আয়োজন করেছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন ০৪টি জাতীয় লিগ, ০৪টি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা/চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন ০৩টি জাতীয় প্রতিযোগিতা/চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করেছে।
- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আরচ্যারি ফেডারেশন 'বঙ্গবন্ধু ১২তম জাতীয় আরচ্যারি চ্যাম্পিয়নশিপ' এবং বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন 'বঙ্গবন্ধু ফেডারেশন কাপ-২০২০ (পুরুষ ও মহিলা)' আয়োজন করেছে।

চিত্র: মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি. কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু ১২তম জাতীয় আরচ্যারি চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর শুভ উদ্বোধন।

- বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন 'বঙ্গবন্ধু ১৫তম জাতীয় উশু চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০', বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন 'বঙ্গবন্ধু ১৭তম জাতীয় দূরপাল্লা সাঁতার প্রতিযোগিতা' এবং বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন 'বঙ্গবন্ধু জুডো কারাতে প্রতিযোগিতা' আয়োজন করেছে।
- বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ব্যাডমিন্টন র‍্যাংকিং টুর্নামেন্ট-২০২০' এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী জুনিয়র র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২১' আয়োজন করেছে।
- বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন ০৫টি জাতীয় প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন ০৬টি জাতীয় প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশন ০১টি জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে।
- বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন ০৫টি জাতীয় প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন ০৫টি জাতীয় প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশন ০৫টি জাতীয় প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন ০৪টি জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে।
- ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মুজিববর্ষ ১ম বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ক্লাব পুমসি তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৭-২৮ নভেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু ৩৬তম জাতীয় জুনিয়র (বয়স ভিত্তিক) অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা-২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'ইনডোর রোইং চ্যাম্পিয়নশিপ' অনুষ্ঠিত হয়।
- ০৪-১২ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মুজিব জন্মশতবর্ষ জাতীয় টেনিস টুর্নামেন্ট-২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।

- ০৮-১৬ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু মহান বিজয় দিবস স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২১-২৩ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'মুজিববর্ষ জাতীয় মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতা (চূড়ান্ত পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৪-২৭ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'মুজিববর্ষ মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৫-৩০ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে মুজিব ট্রাস্ট ব্যাংক ১৮তম জাতীয় সিনিয়র/জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মহান বিজয় দিবস উন্মুক্ত সাইক্লিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু বিজয় দিবস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৬-২৯ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মহান বিজয় দিবস টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা- ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৭-২৯ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু মহান বিজয় দিবস ক্যারম প্রতিযোগিতা-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।
- দেশের তৃণমূল পর্যায় হতে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করার লক্ষ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ৩ মার্চ ২০২১ মেয়াদে (অনূর্ধ্ব-১৫ বছরের বালকদের) জাতীয় পর্যায়ে ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।
- ০৪-০৬ মার্চ ২০২১ মেয়াদে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কক্সবাজারের লাবনী পয়েন্টে বিচ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।
- ১৩ মার্চ ২০২১ তারিখ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- ১৩-১৪ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মহান স্বাধীনতা দিবস কুস্তি (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে হকি কার্নিভ্যালের আয়োজন করা হয়।
- ১৮-২০ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মহান স্বাধীনতা দিবস ক্যারম প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯-২১ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মুজিববর্ষ মহান স্বাধীনতা দিবস তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯-২৯ মার্চ, ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মুজিববর্ষ সাইফ পাওয়ারটেক প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লিগ-২০২১' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মুজিববর্ষ আন্তঃসংস্থা/জেলা মহিলা তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।

- ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মুজিববর্ষ শিশু-কিশোর তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৪ মার্চ, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মুজিববর্ষ মহিলা তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৫ মার্চ, ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মুজিববর্ষ ৩য় সুলতানা কামাল তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে ২৬ মার্চ ২০২১ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে রাগবি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭), ২০২০-২১-এর খেলা ২৯ মার্চ গাজীপুর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামে উদ্বোধন করা হয়।
- ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক 'মুজিববর্ষ ডেভেলপমেন্ট ফুটবল টুর্নামেন্ট, ২০২০-২১', অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে 'জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ২০২০-২১' এবং 'মুজিববর্ষ বিচ ফুটবল টুর্নামেন্ট, ২০২০-২১' আয়োজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) কর্তৃক 'বিজয় দিবস বঙ্গবন্ধু অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল টুর্নামেন্ট, ২০২০-২১', 'অনূর্ধ্ব-১৮ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট', জেলা দল নিয়ে 'বয়সভিত্তিক (অনূর্ধ্ব-১২, অনূর্ধ্ব-১৪, অনূর্ধ্ব-১৬) টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা', 'অনূর্ধ্ব-১৮ বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট', 'আন্তঃবিভাগ অনূর্ধ্ব-১৮ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা', 'অনূর্ধ্ব-১৮ আরচ্যারি' টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২,০১৩ জন প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ১০.৭০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় যুব সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 'যুব উদ্যোক্তা ঋণ' নামে এক ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৮টি বিভাগীয় জেলায় ৮০ জন যুব উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বিতরণের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির পাইলটিং করা হয়। পরবর্তীতে এ ঋণ কর্মসূচি দেশের সর্বত্র সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- প্রশিক্ষিত বেকার যুব ও যুব মহিলাদের নিয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক যুব সমাবেশ-২০২০ এবং যুব বিনিময়-২০২০ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১৩ ও ১৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষ ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ বাংলাদেশ বনাম নেপালের মধ্যে দুটি ম্যাচের প্রথমটিতে ২-০ গোলে জিতে এবং দ্বিতীয়টিতে ০-০ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ সিরিজ জয় করে।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

- ১৮-৩০ নভেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট কাপ হকি টুর্নামেন্ট-২০২১' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৪ নভেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু টি-২০ কাপ ২০২০' ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

- ১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ সেপাক টাকরো এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু কাপ সেপাক টাকরো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ মেয়াদে বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু মহান বিজয় দিবস ক্যারম টুর্নামেণ্ট-২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু মহান বিজয় দিবস খো খো প্রতিযোগিতা-২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৫-১৭ জানুয়ারি ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ এ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু ৪৪তম জাতীয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ ২০২০-২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ৩য় জাতীয় মিক্সড মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা-২০২১' অনুষ্ঠিত হয়।
- ৫-৬ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় 'ফিফটিন সাইড বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা কাপ রাগবি ২০২১' অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৪-২৪ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মহান স্বাধীনতা দিবস হকি প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'মহান স্বাধীনতা দিবস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২১-২৪ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পুরুষ ভলিবল প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৮-৩১ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'অনূর্ধ্ব-১৯ ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ (পুরুষ ও মহিলা)' অনুষ্ঠিত হয়।
- ৩১ মে থেকে ২৭ জুন ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ঢাকা বঙ্গবন্ধু প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ অনুষ্ঠিত হয়।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে ঢাকায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় যুব ভবনে ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে বঙ্গবন্ধুর স্বহস্তে লেখা পত্রের প্রতিলিপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত কয়েকটি গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুর‍্যাল, মুক্তিযুদ্ধের সকল দলিলের ডিজিটাল সংগ্রহ ইত্যাদি মুজিব কর্নারে স্থান পেয়েছে।
- ২৮ ও ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের এক অনন্য অর্জন 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ' বিষয়ক উন্নয়ন মেলার র‍্যালির আয়োজন; বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি; সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে কার্যকর ভূমিকা; স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা; যুব এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

- ❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজস্ব খাত হতে ৫৫টি স্টেশন আধুনিকায়ন ও রেলওয়ে ট্র্যাক মেরামত এবং ১০০টি ক্যারেজ পুনর্বাসনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্টেশন আধুনিকায়ন:

- ❖ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক রেল ভ্রমণ নিশ্চিত করার সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিম অঞ্চলে ২৬টি করে মোট ৫৫টি স্টেশন আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ঢাকা বিমানবন্দর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, মহিমাগঞ্জ, শালমারা হল্ট, পার্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচুকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, নরসিংদী স্টেশনের এক্সেস কন্ট্রোলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও নরসিংদী তে প্ল্যাটফর্ম শেড বর্ধিতকরণ এবং ইসলামপুর বাজার, সরিষাবাড়ী ও ময়মনসিংহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম শেড মেরামত সম্পন্ন হয়েছে।

'মিতালী এক্সপ্রেস' ট্রেনের শুভ উদ্বোধ:

- ❖ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুইদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি 'মিতালী এক্সপ্রেস' ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুট হয়ে ঢাকার সেনানিবাস স্টেশন থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলাচল করবে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক যৌথভাবে ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি 'মিতালী এক্সপ্রেস' ট্রেনের শুভ উদ্বোধন।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচি:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ জিয়ারত ও শ্রদ্ধা নিবেদন; বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সরকারি গণগ্রন্থাগার টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরিত ১৯৭২ সালের হাতে লেখা সংবিধানের কপি সরবরাহকরণ।

- এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন; জাতির পিতার জীবন ও কর্ম এবং আইনভিত্তিক আলোচনা সভা/সেমিনার আয়োজন; দোয়া মাহফিল আয়োজন;
- জাতির পিতার জীবন ও কর্ম, মুক্তিযুদ্ধ এবং আইন বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং আইন ও বিচার বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণ;
- জাতির পিতার জন্মদিনে বা নিকটবর্তী সময়ে সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকায় শিশুদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' প্রস্তুতকরণ এবং জাতির পিতার উল্লেখযোগ্য ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য দলিলসমূহ, জাতির পিতার শাসনামলে প্রণীত আইন, অধ্যাদেশ, রাষ্ট্রপতির আদেশ প্রভৃতি 'বঙ্গবন্ধু কর্নারে' সংযুক্তকরণ।

উপর্যুক্ত কর্মসূচির মধ্যে যে সকল কর্মসূচি এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ জিয়ারত ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সরকারি গণগ্রন্থাগার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরিত ১৯৭২ সালের হাতে লেখা সংবিধানের কপি সরবরাহকরণ:

- ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ জিয়ারত করেন এবং বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এ সময় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সরকারি গণগ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৯৭২ সালের হাতে লেখা সংবিধানের একটি কপি সরবরাহ করে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং গৃহহীন মানুষের গৃহ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশে শুরু হয় গৃহহীন পুনর্বাসন কার্যক্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ২০ মে কক্সবাজার জেলার ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা দেখতে কক্সবাজার পরিদর্শন করেন এবং গৃহহীন মানুষকে পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শুরু হয় আশ্রয়ন প্রকল্প। আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২,৯৮,২৪৯টি গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে। মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার করেন, বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে ৩১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে আশ্রয়ন-২ প্রকল্প-এর মাধ্যমে সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ জনাব মোঃ মইনুল কবির-এর অর্থায়নে ও তত্ত্বাবধানে তাঁর নিজ জেলা নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার সায়দাবাদ গ্রামের বেগম আক্তার নেছা এবং জনাব মিলন মিয়া'র নিকট ঘর নির্মাণপূর্বক হস্তান্তর করা হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইট সজ্জিতকরণ:

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে 'মুজিব শতবর্ষ' নামে পৃথক একটি সেবাবক্স চালু করা হয়েছে। উক্ত সেবাবক্সে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল সভার কার্যবিবরণী, নোটিশ ও অনুষ্ঠানসূচি প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি এর ফটো ও ভিডিও গ্যালারিতে সকল অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের স্থিরচিত্র ও ভিডিও চিত্র, জাতির পিতার জীবনভিত্তিক সংগৃহীত ছবি এবং 'বঙ্গবন্ধু: বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' শীর্ষক ডকুমেন্টারি আপলোড করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রণীত সকল আইন, রাষ্ট্রপতির আদেশ ও অধ্যাদেশ ওয়েবসাইটে প্রদর্শন:

- ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রণীত সকল আইন, রাষ্ট্রপতির আদেশ ও অধ্যাদেশকে জনগণের জন্য বিশেষভাবে সহজলভ্য করার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে পৃথক কর্নার তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খুব সহজেই আপামর জনগণ জাতির পিতার শাসনামলে প্রণীত আইন, রাষ্ট্রপতির আদেশ ও অধ্যাদেশগুলো দেখতে, পড়তে ও সংগ্রহ করতে পারবে। জাতির পিতা ও সংবিধান প্রণয়ন পরিষদের সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের হাতে লেখা সংবিধান ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকায় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকায় ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী বিভিন্ন পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র শিশুদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিশু পরিবারের শিশুরা একটি দেয়ালিকা 'মুজিব মানে মুক্তি'-তে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর জীবনকে তুলে ধরেছে।

জাতির পিতার জীবন ও কর্ম, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পুস্তক বিতরণ:

- জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং আইন ও বিচার বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তাগণের মধ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পুস্তক বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত অসমাপ্ত আত্মজীবনী; কারাগারের রোজনামচা; আমার দেখা নয়াচীন; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা; রেণু থেকে বঙ্গমাতা; বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খণ্ড) বিতরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতার অর্থনৈতিক ভাবনার উপর সেমিনার আয়োজন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক ভাবনার উপর ২৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে 'Public Financial Management in the Context of Constitutional Framework' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব আনিসুল হক, এমপি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সভাপতিত্ব করেন সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

চিত্র: Seminar on Public Financial Management in the Context of Constitutional Framework.

❖ জাতির পিতা কর্তৃক গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আইন কমিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে 'Development Planning Experiences in Bangladesh (Following a planned path of growth with a vision)' শীর্ষক একটি সেমিনার অয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তৎকালীন সদস্য ও সিনিয়র সচিব (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ) ড. শামসুল আলম এবং সভাপতিত্ব করেন সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

চিত্র: Development Planning Experiences in Bangladesh (Following a planned path of growth with a vision)' শীর্ষক সেমিনার।

বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা:

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মাঠপ্রশাসনের সহায়তায় এ বছর মানবাধিকার দিবসে সারা দেশব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার' শিরোনামে নবম-দ্বাদশ ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনলাইন রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারের স্বার্থে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে এ সংক্রান্ত টিভিসি প্রচারিত হয় এবং বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

❖ চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে কয়েকবার আলোচনা করেন এবং রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনে তাদের সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রতিযোগিতায় বায়ান্ন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। বাছাইকৃত ১০০টি রচনার লেখকদের মধ্যে অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় উপস্থিতিতে অনলাইন অনুষ্ঠানে বিজয়ী ২০ জনের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান পাশাপাশি বাছাইকৃত ১০০টি রচনা নিয়ে প্রকাশিত হবে 'নতুন প্রজন্মের মননে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার' শিরোনামে গ্রন্থ। সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রতিটি বিভাগ থেকে ৩টি 'সেরা উপজেলা' এবং ১টি 'শ্রেষ্ঠ জেলা' পুরস্কৃত হবে।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপনপূর্বক আপলোড করা হয়েছে। যথা:-(ক) হাতে লেখা সংবিধান; (খ) ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণ এর ভিডিও; (গ) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র/The Proclamation of Independence; (ঘ) ঐতিহাসিক ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও পত্রিকার শিরোনাম সংক্রান্ত ছবি; (ঙ) মুজিবনগর সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত ছবি; (চ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ছবি।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাসনামলে প্রণীত সকল আইন, আদেশ ও অধ্যাদেশের সংকলন।

চিত্র: ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার।

শিল্প মন্ত্রণালয়

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীচ তলার লবিতে ১টি এবং মন্ত্রণালয় চত্বরে ১টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: শিল্প মন্ত্রণালয়ের লবিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও টেরাকোটা।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ এবং তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবন সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলকে অবহিতকরণ এবং দেশ গড়ার কাজে তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রচিত পুস্তকসমূহ, বিশেষ করে জাতির পিতা শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন সমসাময়িক ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত ছবি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় পোট্রেট স্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংক্রান্ত বিভিন্ন বই/পুস্তক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রচিত পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন ছবি নিয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এবং শিল্প সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন।

(৩) মুজিববর্ষে 'দেশের কেউ গৃহহীন থাকবে না' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সহায়তায় মোট ৮৫,৫০,০০০ টাকার সংস্থান করা হয়। উক্ত অর্থের চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

চিত্র: গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে চেক হস্তান্তর।

(৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে স্মরণ করার লক্ষ্যে শিল্পখাতে সফল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে পুরস্কার প্রদানের জন্য নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ৭ ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে (বৃহৎ-শিল্পে ৪টি, মাঝারি-শিল্পে ৪টি, ক্ষুদ্রশিল্পে ৩টি, মাইক্রো-শিল্পে ৩টি, হাইটেক-শিল্পে ৩টি, হস্ত ও কারুশিল্পে ৩টি এবং কুটিরশিল্পে ৩টি) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, ২০২০' প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

(৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে বছরব্যাপী শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর আওতাধীন বিসিআইসি, বিটাক, বিএসএফআইসি, বিএসইসি, বিএসটিআইসহ বিসিকের সারাদেশের কার্যালয়সমূহের অব্যবহৃত স্থানে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ২,১৫,৪৩৫টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ডায়েরি, ক্যালেন্ডারসহ সকল প্রকাশনা, চিঠি-পত্রাদি এবং ব্যানার ও ফেস্টুনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে। মুজিববর্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের স্লোগান হিসাবে 'মুজিববর্ষের দর্শন, টেকসই শিল্পায়ন' স্লোগান সকল চিঠিপত্রে, খামে, ডি.ও. লেটার প্যাডে এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক হিসাবে মুজিববর্ষ লোগো সংবলিত কোর্ট পিন প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- ❖ মুজিববর্ষের কর্মসূচি প্রণয়ন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষের বর্ধিত সময়সীমার জন্য মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ❖ লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্নারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম, আলোকচিত্র ও আদর্শভিত্তিক বই এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও আলোকচিত্রভিত্তিক বই স্থান পেয়েছে।

চিত্র: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার।

- বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপনঃ 'মুজিববর্ষের আহ্বান, শিশুশ্রমের অবসান' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ১২ জুন ২০২১ দেশব্যাপি বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে তোড়ণ নির্মাণ, ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয়।

- ডকুমেন্টারি নির্মাণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশের উপর মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৭ মিনিটের একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে।

- টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি) নির্মাণ: "আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ঐ গরীব কৃষক", বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই মহান উক্তির থিমকে উপজীব্য করে ১ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি) নির্মাণ করে দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় শিশু দিবস এবং জাতীয় শোক দিবসে এই টিভিসিটি দেশের শ্রমঘন এলাকাসহ দিন্যব্যাপী সম্প্রচার করা হয়েছে।

- বঙ্গবন্ধু গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান: মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কর্মসূচিতে 'বঙ্গবন্ধু গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২১-এ ৩০টি ফ্যাক্টরিকে গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। মুজিববর্ষে সুবিধাজনক সময় ও তারিখে 'বঙ্গবন্ধু গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হবে।

- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ: মুজিববর্ষ কর্মসূচির অংশ হিসাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের অফিসসমূহে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

চিত্র: মুজিববর্ষে বৃক্ষরোপন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

- ওয়েবসাইটে মুজিব কর্নার স্থাপন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে মুজিববর্ষের জন্য পৃথক কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

- স্যুভিনিয়র প্রস্তুত ও ব্যবহার: মুজিববর্ষের লোগো এবং বঙ্গবন্ধুর বাণী সংবলিত ফাইল ফোল্ডার মুদ্রণ করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত স্যুটপিন, কলম, মগ, বিভিন্ন আকৃতির খাম, ফাইল কভার, সামারি প্যাড ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।

❖ জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ, এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সমন্বিতভাবে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কেক কাটা, আলোকসজ্জা ও আতশবাজি আয়োজন, এতিম শিশুদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, আলোচনা সভা, দোয়া ও মোনাজাত আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী ও জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত নান্দনিক ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন।

❖ জাতীয় শোক দিবস পালন: ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর কর্মসূচি প্রণয়ন: ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❖ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' এই তিনটি গ্রন্থ পাঠ প্রতিক্রিয়া, আলোচনা সভা ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে।

❖ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০টি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর/গ্রন্থাগারে মুজিব কর্নার ও 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু' গ্যালারী স্থাপন করা হয়েছে।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ' জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ প্রদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্তকরণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন ও কর্ম ভিত্তিক ১০০টি প্রকাশনা, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক বই মেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবকে নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন, ঢাকাসহ সারাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মরণে কবিতা ও ছড়া পাঠ, জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২০ আয়োজন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উৎসর্গকরণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা প্রদান, সংগীত, যাত্রা ও লোকনাট্য, নৃত্য, চারুকলা, নাটক, দেশব্যাপী আবৃত্তি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি আর্কাইভ স্থাপন, দেশের সকল লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সারাদেশে মুজিববর্ষ উদ্বোধনের ক্ষণগণনা উৎসব আয়োজন করা হয়। ক্ষণগণনা উৎসব আয়োজনের জন্য ৬৪টি জেলায় প্রতিটির জন্য ৫০,০০০ টাকা এবং ৪৩২টি উপজেলার প্রতিটির জন্য ২৫,০০০ টাকা হারে সর্বমোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে 'শত শিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, শিশু সংগীত, যন্ত্রসংগীত এবং 'শতাব্দীর মহানায়ক' শীর্ষক প্রযোজনা পরিবেশন করা হয়।
- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০০ জন যন্ত্রশিল্পীর অংশগ্রহণে সংগীত পরিচালক মানাম আহমেদ-এর পরিচালনায় একটি অর্কেস্ট্রা তৈরি করা হয়। ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১০০ জন যন্ত্রশিল্পী কর্তৃক অর্কেস্ট্রা পরিবেশিত হয়।

চিত্র : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১০০ জন যন্ত্রশিল্পীর অংশগ্রহণে অর্কেস্ট্রা।

- ❖ বাংলা একাডেমি কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০০টি বই প্রকাশের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ২৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'অমর একুশে বইমেলা ২০২১' বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা হয়।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ দশ দিনব্যাপী জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে 'মুজিব চিরন্তন' শিরোনামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৭, ২১ ও ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: শ্রীলংকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাক্ষে কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং ১৫ আগস্ট ২০২০ বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ আয়োজনে ২৩ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় চিত্রশালার ১, ২ ও ৩নং গ্যালারি এবং প্লাজায় বঙ্গবন্ধু কর্নারে ৩৪০টি চিত্রকর্ম ও ২৫০টি আলোকচিত্র নিয়ে 'মুক্তির মহানায়ক' শীর্ষক চিত্রকর্ম ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তরুণ প্রজন্মের চিন্তা-মননে ও কর্মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্ন, আদর্শ ও সংগ্রামী জীবনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য।

❖ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৬৪টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় এবং নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুকে উপজীব্য করে ৬৪টি নতুন নাটক মঞ্চায়ন করা হয়। ভারত নাট্যশাস্ত্রের উপর ৭দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

❖ ১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'শত শিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, শিশু সংগীত, থিম সং ও যন্ত্রসংগীত' এবং 'চিত্রপটে দৃশ্যকাব্য বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রযোজনা পরিবেশন করা হয়।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শত শিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, শিশু সংগীত, থিম সং ও যন্ত্রসংগীত এবং 'চিত্রপটে দৃশ্যকাব্য বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক পরিবেশনা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

'মুজিববর্ষ' এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি:

- **বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন:** স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া ও জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত মুজিব কর্নারে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বই, আলোক চিত্র, চিত্রকর্ম, পোস্টার, স্মরণিকা, স্মারকগ্রন্থ, প্রমাণ্যচিত্র/তথ্যচিত্র, বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট কাগজ, দলিলাদি, স্বাধীনতার বিভিন্ন স্মারক সংরক্ষণ, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বই-পুস্তক, বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থসহ বিভিন্ন পত্রের প্রতিলিপি এবং মুজিববর্ষের লোগোসমৃদ্ধ বিভিন্ন স্মারক স্থাপনপূর্বক আকর্ষণীয় ও তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে।
- **বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী-এর ব্রেইলবুক প্রকাশনা:** জাতির পিতার জীবন ও আদর্শ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে লালনের প্রয়াসে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ব্রেইলবুক) প্রকাশনা উৎসব করার জন্য ১০০ সেট আত্মজীবনী (১ সেট আত্মজীবনী ৬ কপি হিসাবে মোট ৬০০ কপি) ব্রেইল বই মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ০৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ব্রেইলবুক) বিতরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- **বাংলাদেশের সকল প্রতিবন্ধীকে ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান:** মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ জনে এবং উক্ত খাতে মোট বাজেট-এর পরিমাণ ১৬২০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- **দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ বিতরণ:** দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক যেমন: হুইল চেয়ার, সাদাছড়ি, হিয়ারিং এইড ইত্যাদি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ ৭,৭৪০টি হুইল চেয়ার, ৩,১৬৫টি স্মার্ট হোয়াইট ক্যান এবং ১,০৩০টি হিয়ারিং এইড বিতরণ করা হয়েছে।

- **প্রতিবন্ধিতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ:** প্রতিবন্ধিতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প)-এ কর্মসংস্থান করা হয়। প্রতিবন্ধীদের উৎপাদিত 'মুক্তা' পানি এবং বিভিন্ন প্লাষ্টিক সামগ্রী বাজারজাত করা হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধীদের অধিকতর কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক প্রতিশ্রুতি ও তাঁর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিষ্ঠানটির আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আজ প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

- **বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর প্রচারণামূলক কার্যক্রম:** মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিবর্গকে থেরাপি সেবা প্রদানের পাশাপাশি ভিডিও ক্লিপ-এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণ ও প্রচার করা হচ্ছে।

- **প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক রচনা এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন:** শিশুদের মধ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম পৌঁছে দেয়ার জন্য রচনা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণের নিমিত্ত গঠিত উপকমিটি কার্যপরিধির আলোকে চূড়ান্তভাবে রচনা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ করেছে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিজয়ীদের নিয়ে মুজিববর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন চলমান রয়েছে।

- **মুজিববর্ষ প্রণোদনা পুরস্কার প্রবর্তন:** মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৭৪টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ১১১ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে রচনা এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতায় ৩ ক্যাটাগরিতে ৯ জন এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ৩ ক্যাটাগরিতে ৯ জন শিক্ষার্থীকে ১ম, ২য় ও ৩য় নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

- **সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ:** মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশের সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। সকল উপকারভোগীর ডেটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ও কর্মক্ষম বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও স্বাবলম্বীকরণে গ্রাজুয়েশন স্কিম কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় সকল উপকারভোগীর মোবাইল হিসাব ও এজেন্ট ব্যাংকিং-এর হিসাব প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **ভাতার অর্থ সরাসরি ভাতাভোগীর হাতের মুঠোয় পৌছে দিতে সকল ভাতাভোগীকে জিটুপি (G2P) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান :** মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চলতি অর্থবছরেই বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার ভাতাভোগীর ভাতার অর্থ G2P পদ্ধতিতে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৫ আগস্ট ২০২১-এর মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা ও সরকারি শিশু পরিবারের এতিম নিবাসীদের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১ লক্ষ ৫০০ বার কোরআন খতম করা হয়েছে।

- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় বিভিন্ন প্রজাতির ১০০টি ফলদ, বনজ ও ভেষজ জাতীয় বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ১৫টি কর্মসূচি/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে সম্পাদনের জন্য ৫টি মনিটরিং কমিটি কাজ করছে। গৃহিত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে ৮টি সম্পূর্ণ ও ০৩টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্যদিকে

১৫টি কার্যক্রম/কর্মসূচির অতিরিক্ত গৃহিত আরও ৮টি কর্মসূচির মধ্যে ০৭টি বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।
- ৬ মার্চ ২০২১ তারিখে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জিয়ারত।
- জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত কোটপিন, কলমদানি ও বিশেষ খাম মুদ্রণ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা আয়োজন।

চিত্র: গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।

❖ বিআরটিসি'র উদ্যোগে বিশেষ বাস সার্ভিস হিসাবে ১৭ হতে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ জেলার ঘোনাপাড়া হতে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল পর্যন্ত ০২টি বাসের মাধ্যমে বিনামূল্যে যাত্রীসেবা প্রদান করা হয়। পর্যটক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর (ধানমন্ডি-৩২ নম্বর), জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (আগারগাঁও) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার দর্শনের জন্য ১৬ ডিসেম্বর ২০২০, ১০ জানুয়ারি ২০২১ ও ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ হ্রাসকৃত ভাড়ায় ২টি দ্বিতল বাস পরিচালনা করা হয়।

❖ বিআরটিএ কর্তৃক 'নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান' 'বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো' সংবলিত ১,৪৩,০২৮টি স্টিকারসহ লিফলেট এবং পোস্টার বিতরণ, বঙ্গবন্ধুর লোগো সংবলিত বড় বেলুন উড়ানো, গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। এছাড়া আলোচনা সভাসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করা হয়।

❖ মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসাবে সড়ক নিরাপত্তা ও ঢাকা শহরের যানজট নিরসন, সড়ক দূর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ট্রাফিক আইন-কানুন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিটিসিএ'র পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়। গণপরিবহনে করোনা সংক্রমণ রোধে জনসচেতনতা কর্মপরিকল্পনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর ডিটিসিএ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

❖ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক ভবন, ভুলতা ফ্লাইওভার, নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ ইন্টারসেকশন এবং ভাঙ্গা ইন্টারসেকশন সুসজ্জিতকরণ এবং বঙ্গবন্ধুর চিত্রকর্ম প্রদর্শন, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর সময়কালে মহাসড়ক নেটওয়ার্কে ক্ষতি এবং পুনঃনির্মাণ প্রতিফলিত করে বিশেষ প্রকাশনার ১,০০০ কপি মুদ্রণ করা হয়।

চিত্র: মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন: প্রধান কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

❖ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বপ্নের বাস্তবায়ন: মেট্রোরেল এবং Dream Comes True: Metro Rail নামে বাংলা ও ইংরেজিতে একত্রে মিনি পুস্তিকা অক্টোবর ২০২০ মাসে প্রকাশ করা হয়।

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম:

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে এ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/কোম্পানির বছরব্যাপী গৃহীতব্য কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)'কে আহবায়ক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক বছরব্যাপী ১১টি কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গত ১ মার্চ ২০২১ তারিখে কর্মসূচির তালিকা প্রেরণ করা হয়। এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে অবাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র উদ্যোগে কর্মকর্তাদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বই দুটির উপর অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১১০ জন কর্মকর্তার মধ্য হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ী কর্মকর্তাদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। গত ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসে আলোকসজ্জা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে থিম সংগীত বাজানো হয়।

❖ সওজ অধিদপ্তরের উদ্যোগে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন প্রতিফলিত করে বিশেষ প্রকাশনা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন প্রতিফলিত করে Audio Visual Documentary তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কাল

মহান স্বাধীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তারিখে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্যচিত্র প্রদর্শনী ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দ্বীপ, মোড়, ইন্টারসেকশনে সুবর্ণজয়ন্তীর শ্লোগান সংবলিত ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন স্থাপন করা হয়। এছাড়া, দাপ্তরিক কাজে মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত লোগো সংবলিত বিশেষ খাম ব্যবহার, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত লোগো সংবলিত মগ, টি-শার্ট, কলম বিতরণ এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়।

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জী ২০২১ প্রকাশ করে। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর উদ্যোগে ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখ 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' শিরোনামে একটি আলোচনা সভা ফার্মগেট সাইট অফিসে ও Zoom Cloud-এ অনুষ্ঠিত হয়।

সেতু বিভাগ

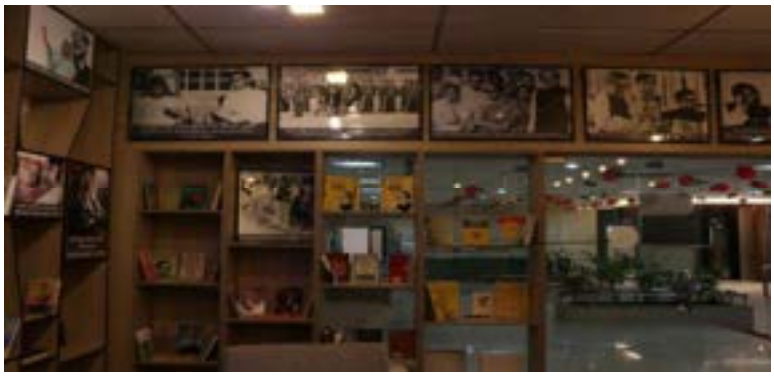

চিত্র: মুজিব কর্নার।

(১) 'মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেতু ভবন-এ বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ২৬৪টি বই সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রণী ভূমিকা ও অবদানসমূহ ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপন এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রচারের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর একটি প্রামান্যচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজিতে ২টি স্ক্রিপ্ট তৈরির কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের স্যুভেনীর যেমন- কোর্ট পিন, কলম, টি-শার্ট এবং জাতির পিতার লেখা সংবলিত ৩টি বই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২০ মার্চ ২০২০ সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধান কার্যালয় এবং সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস ভবন বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত ব্যানার/ফেস্টুন এবং রঙিন পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

❖ মুজিব শতবর্ষের প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে 'ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্প উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচির আওতায় মুজিবশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে 'ই-পাসপোর্ট সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন।

❖ ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে 'ই-পাসপোর্ট সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস' বাস্তবায়নের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ই-পাসপোর্ট প্রদানের পর দেশের অভ্যন্তরে ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয়, পাসপোর্ট অফিস ঢাকা সেনানিবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস হিসাবে দেশের অভ্যন্তরের সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হতে ৩ কর্মদিবসের মধ্যে ই-পাসপোর্ট ইস্যু করা হচ্ছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ই-পাসপোর্ট গ্রহণ।

❖ হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩০ জুন ২০২১ তারিখে ই-গেইট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন মাননীয় জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

চিত্র: শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন।

- মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ২১ জুন ২০২১ তারিখে ১৩৭টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের অনুকূলে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেন।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কর্তৃক ২৩ জুন ২০২১ তারিখে কারাবন্দিদের ১,০০০ জন পোষ্যদের অনুকূলে বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
- দেশের অভ্যন্তরে ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয়, পাসপোর্ট অফিস ঢাকা সেনানিবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তর ও ৬৮টি কারাগারের সকল কারা লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র: কারা অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই সংরক্ষণ।

- সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- গত ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর শৈশব, কৈশোর, রাজনৈতিক ও কারাজীবন (৩,০৫৩ দিন) নিয়ে কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তরসহ মোট ৬৮টি কারাগারে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক কারাগারসমূহে বিভিন্ন ইভেন্টের (খেলাধুলা) আয়োজন করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ২০,৮৩৩ জন মাদকাসক্ত রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ৩৬৬টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ১১,২৭৯ জন মাদকাসক্ত রোগীকে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং এ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই সংগ্রহ করে 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার' এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রতি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতা এবং দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
- '১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে 'শান্তি ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ট্রেনিং সেন্টার এর অধীনে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স মডিউলে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কিত অধ্যায় সংযোজন করে প্রণয়নকৃত কোর্স অনুসরণ করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ, সকল বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাদের পিতা/মাতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব চৌধূরী, এসজিপি, পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবনীনির্ভর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।

- ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা এবং দোআ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনীনির্ভর প্রামাণ্যচিত্র দুইবার প্রদর্শন ও ভাষণ পাঁচবার প্রচার করা হয়েছে।
- আগারগাঁও, ঢাকায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভবনের বহিঃদেয়ালে সংরক্ষিত ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ছবি, বাণী ও তাঁর জীবনীনির্ভর তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।
- ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের তাৎপর্য স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে 'বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলনের পটভূমি' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা মহাপরিদর্শক পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর কুইজ প্রতিযোগিতার ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
- কারা অধিদপ্তরে ২টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষ্মীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম অংশ হিসাবে কারা সদর দপ্তরে প্রথমবারের মত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে শোকাবহ আগস্টের শোকবার্তা প্রদর্শন করা হয়।
- কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের 'শেখ রাসেল স্মৃতি বৃত্তি' প্রদান বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্দেশিকা তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- দেশের কারাগারসমূহে চিত্রাঙ্কন, রচনা, গল্প ও কবিতা পাঠ, হামদ, নাথ, নাচ, গান, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।
- কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বঙ্গবন্ধু ও তার জেল জীবন নিয়ে ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।
- কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে মুজিববর্ষের শুরুর দিন থেকে পর পর তিন দিন আলোকসজ্জা করা হয়েছে।
- দেশের সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে দোআ মাহফিলের আয়োজনসহ কারাবন্দিদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তরসহ দেশের সকল কারাগারে ফলদ, বনজ এবং ওষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

- সকল কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা, মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চার নেতার অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। 'মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি; সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি' শিরোনামের এই প্রতিপাদ্য মুজিববর্ষের লোগোর নিচে প্রতিস্থাপিত করে সকল দাপ্তরিক কার্যক্রমে ও পোস্টার-ব্যানারে তা যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭-২৩ মার্চ ২০২০ মেয়াদে এবং বর্ধিত সময়কালের ১৭-২৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও আওতাধীন সকল দপ্তর/স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত ব্যানার-পোস্টার-ফেস্টুন ইত্যাদি টাঙানো হয়।
- জাতীয় কর্মসূচি ও স্থানীয় কর্মসূচির সাথে নিজেদের কর্মসূচিকে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর ও জেলা দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় এবং জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিকে সরাসরি বড় পর্দায় সম্প্রচার করা হয়।
- মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ঢাকায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আঙিনায় বৃক্ষরোপণ করা হয়।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও দেশের সকল ফায়ার স্টেশনে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, দেশ গঠন ও মাদক নির্মূল বিষয়ক দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।
- পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র প্রদান ও চিকিৎসা-সেবার ক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' চালু করা হয়েছে।
- মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে মাদকবিরোধী ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের অংশ হিসাবে মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও খাগড়াছড়ি জেলায় একটি করে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ সম্পন্ন করা হয়েছে। করোনা মহামারি বিবেচনায় রেখে অন্যান্য জেলায়ও পর্যায়ক্রমে ফুটবল প্রতিযোগিতা নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা হবে।
- নতুন প্রজন্মের জন্য 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ভিত্তিক বই পড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ৪১ সেগুনবাগিচাস্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের কর্মপরিকল্পনা:

- ❖ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। এটি সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য এক আনন্দঘন গৌরবের অনুভূতি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ২৬ মার্চ, ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ❖ স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহের অফিস ভবন আলোকসজ্জা করা হয়।
- ❖ গত ০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন স্বনামধন্য শিক্ষককে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ করে একটি প্রশিক্ষণ ক্লাসের আয়োজন করা হয়।
- ❖ গত ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশ পদার্পণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও উত্তরণ বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ❖ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক, এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মার্চ-জুন, ২০২১ পর্যন্ত ২৮,৯৬৭টি অভিযান পরিচালনা করে ৬,০৩৭টি মামলায় ৬,৪১৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- ❖ মাদকের চাহিদা ও ক্ষতিহ্রাসে মার্চ-জুন, ২০২১ পর্যন্ত ১,৪৪,৫৬১টি মাদকবিরোধী পোস্টার/লিফলেট/ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে।
- ❖ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস কর্তৃক সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা/গণস্বাক্ষর কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে মার্চ-জুন, ২০২১ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ২,১২৭টি মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক, এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- ❖ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এশিয়ান টিভি চ্যানেলে 'মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন' নামীয় ২০ পর্বের মাদকবিরোধী টকশোর আয়োজন করা হয়েছে এবং এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, আরটিভি, মাইটিভি ও মোহনা টেলিভিশনে ২৪টি মাদকবিরোধী টকশো আয়োজন করা হয়েছে।

- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক বই এবং বিগত একযুগে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে প্রকাশিত বই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের এবং অংশীজনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক বিভিন্ন লেখা প্রকাশের লক্ষ্যে লেখা আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত লেখার সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্র স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে।
- মাদকবিরোধী সচেতনতায় মাদকের ক্ষতিকর তথ্য সংবলিত লিফলেট ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের সকল জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩,৭৭৩টি স্ট্যান্ড ফেস্টুন ও ৩৫,৮৬১টি পিভিসি অ্যাম্বুস পোস্টার মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকায় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত এক লক্ষ হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতপূর্বক বিতরণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় সারাদেশে মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত ৪৪,২৪৫টি মাস্ক তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ভিত্তিক বইপড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহকে সজ্জিত করা হয়।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়।
- ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ফুটবল ও ভলিবল টুর্নামেণ্ট' অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন সময় বস্তিসহ বিভিন্ন স্থানে মহড়া ও গণসংযোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভূমিকম্প ও অগ্নি-ঝুঁকি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়। এই মহড়া কার্যক্রম নিয়মিত পালন করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রয়েছে।
- ২৮ মে ২০২১ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও জেলা দপ্তরসমূহে স্থানীয় সিভিল সার্জন ও সন্ধানী ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সদস্যগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের কর্মসূচি হিসাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে ২০২১ সালের ৭ মার্চ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ (মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড) প্রচার করা হয়েছে।

- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নবনিযুক্ত অফিসার্স ব্যাচ ৪১ ও ৪২-এর অফিসার্স বুনিয়াদি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক প্রবন্ধ আহ্বান করা হয়। জমাকৃত সকল প্রবন্ধের মধ্যে নির্বাচিত ৩টি প্রবন্ধ ফায়ার সার্ভিসের মুখপত্রে প্রকাশের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। সময়াবদ্ধ কর্মসূচি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তর, বিভাগীয় সদর দপ্তর এবং জেলা অফিসসহ স্টেশন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, সরঞ্জাম প্রদর্শনী, 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর সম্প্রচার, ভবন ও আঙ্গিনা সজ্জিতকরণ; অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন; চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং বাছাইকৃত ছবির সো-কেসিং, গল্প ও কবিতা পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন; প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী, কর্মশালা আয়োজন; পুস্তক বিতরণ, মহাড়া ও গণসংযোগ আয়োজন, ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদি।
- দেশব্যাপী জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ হিসাবে সরকারের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সাথে একাত্ম হয়ে ২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তর ও অধিনস্থ কারাগারসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত টিভিসি, প্রতি মাসে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ডকুমেন্টারি, প্রামাণ্য চিত্র ও দূর্লভ ছবি ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত টিভিসি, প্রতি মাসে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারি, প্রামাণ্য চিত্র ও দূর্লভ ছবি ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অর্ন্তভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- দেশের সকল কারা লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কুইজ, চিত্রাঙ্কন, রচনা, গল্প ও কবিতা পাঠ, হামদ নাত প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে।
- কারা অধিদপ্তরে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ সম্মানী প্রদান করা হবে।
- কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর এবং কারাগারসমূহে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার উদ্যোগে মুজিববর্ষে সকল দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মুজিববর্ষ শুরুর ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন ও ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শন, মুজিব কর্নার স্থাপন, বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র/ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, আলোকসজ্জা, চিত্রাংকন, কুইজ, রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বৃক্ষরোপণ করা হয়। সকল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সড়ক বাতি প্রজ্জ্বলন, বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চিত্র: ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নার শুভ উদ্বোধন।

- কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর রক্তঋণ' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব তহবিল ও কর্মকর্তাদের নিজস্ব আয় হতে ২,১৭৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহনির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন জনাব মোঃ সোলাইমান, গ্রাম- পূর্ব বোয়ালখালী-এর পরিবারকে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহনির্মাণ করে গৃহ হস্তান্তর করছেন সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ।

❖ সিটি কর্পোরেশন/জেলা পরিষদ/পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদ চত্বরে 'বঙ্গবন্ধু মুর‍্যাল' স্থাপন করা হয়।

❖ মুজিববর্ষে এলজিইডির প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সড়ক হবে সংস্কার' শীর্ষক স্লোগানকে সামনে রেখে অক্টোবর ২০২০ এবং মার্চ ২০২১ মাসকে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ মাস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ মন্ত্রণালয়ের নিজ কক্ষ থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে রক্ষণাবেক্ষণ মাসের শুভ উদ্বোধন করেন। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য গ্রামীণ সড়কসমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী রাখা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্রামীণ সড়কের ক্ষয়ক্ষতির হার কমিয়ে এনে সড়কের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি, যান চলাচল নিরাপদ, সড়ক ব্যবহারকারীদের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত এবং সড়ক সংস্কারের কাজে নিয়োজিত এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করা। এ অনুষ্ঠানে এলজিইডির সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের জন্য মুজিববর্ষের উপহার হিসাবে এলজিইডি নির্মিত তিনটি দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। সেতুসমূহ- যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় ভৈরব নদীর ওপর নির্মিত ৭০০ মিটার দীর্ঘ সেতু, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর নির্মিত ৫৭৬ মিটার দীর্ঘ সেতু এবং মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলায় মধুমতী নদীর ওপর নির্মিত ৬০০ মিটার দীর্ঘ সেতু।

চিত্র: যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় ভৈরব নদীর ওপর নির্মিত ৭০০ মিটার দীর্ঘ সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে উদ্বোধন।

❖ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহ হতে জনগণের জন্য হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। চা-বাগান, হাওর, ছিটমহল এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানির উৎস ও টেকসই ল্যাট্রিন স্থাপন কার্যক্রমের মাধ্যমে চা-বাগান এলাকায় ২,৯৪৭টি নিরাপদ উৎস এবং ৭,৭৩৫টি টেকসই ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয় এবং ছিটমহল এলাকায় ৬০০টি নিরাপদ পানির উৎস ও ৬০০টি টেকসই ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। হাওর এলাকায় ১,৮৪৬টি নিরাপদ পানির উৎস এবং ৩২১টি টেকসই ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সর্বমোট ৯,৩০৫টি বৃক্ষরোপণ করা হয়।

- জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রারের কার্যালয় কর্তৃক জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধন বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে TVC প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। BRIS (Birth Registration Information System)-এর আপগ্রেডেড সিস্টেম BDRIS (Birth and Death Registration Information System) সকল নিবন্ধকের কার্যালয়ে চালু করা হয় এবং সেবাগ্রহীতাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে কল সেন্টার স্থাপন করা হয়।

- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) স্থানীয় সরকার বিভাগের একমাত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকারে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা এবং করণীয়' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. প্রণব কুমার পান্ডে, অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

- ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ঢাকা শহরের সকল বস্তি এলাকাকে পর্যায়ক্রমে পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় সংযুক্ত করে স্বল্প আয়ের কমিউনিটি (LIC)-কে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। সমগ্র ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ককে পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে ১৮৪টি DMA (District Metered Area)-তে বিভক্ত করে Smart Water Management-এর মাধ্যমে ২৪/৭ ঘণ্টা ভিত্তিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচির আওতায় রাজধানীবাসীর বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির সুবিধার্থে বিভিন্ন পাম্প হাউজে 'ড্রিংক ওয়েল'-এর সহযোগিতায় ঢাকা মহনগরীর বিভিন্ন জনবহুল জায়গায় জনগণের সুপেয় পানি পানের সুবিধার্থে ১০০টি ATM Water Point স্থাপন করা হয়। শহরের বিভিন্ন জনবহুল জায়গায় জনগণের সুপেয় পানি পানের সুবিধার্থে 'বঙ্গবন্ধু ড্রিংকিং ওয়াটার পয়েন্ট' স্থাপন করা হয়।

- খুলনা ওয়াসা কর্তৃক খুলনা মহানগরীর যে সকল বস্তি এলাকায় ওয়াসার পানির সংযোগ নেই, ঐ সকল বস্তিতে ৫০টি পরিবারকে পানির সংযোগ প্রদান হয়। খুলনা ওয়াসার গ্রাহকদের বাসগৃহের পানির রিজার্ভার নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রস্তুত করে বিতরণসহ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের জন্য তৈরি করা হয় সিটিজেন অ্যাপ 'সবার ঢাকা'। অ্যাপটির মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের এলাকার রাস্তা, মশক, সড়ক বাতি, আবর্জনা, জলাবদ্ধতা, পাবলিক টয়লেট, নর্দমা ও অবৈধ স্থাপনা- এই আটটি বিষয়ে মতামত সরাসরি সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কাউন্সিলরদের কাছে তুলে ধরতে পারছেন। এ্যাপটিতে নিকটস্থ হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন, বাসস্টপ, ফায়ার সার্ভিস, এটিএম বুথসহ জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ঠিকানাসহ লোকেশন ও নির্দেশনা রয়েছে।

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আন্তঃওয়ার্ড ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং ঘুড়ি উৎসব (সাকরাইন)-এর আয়োজন করা হয়। ৭ মার্চ ২০২১ তারিখে আহসান মঞ্জিলে আয়োজিত বর্ণিল আতশবাজি, লেজার শো আয়োজন করা হয় এবং আতশবাজি, লেজার শো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৭ মার্চের প্রথম প্রহর উদ্‌যাপন করা হয়।

চিত্র: ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃক ঢাকাস্থ শাহবাগে জাতীয় যাদুঘরের সামনে স্থাপনকৃত মুজিববর্ষ ক্ষণগণনা ডিভাইস।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পোট্রেট ও বাণী প্রস্তুত করার কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ বিগত ৫০ বছরে স্বাস্থ্যসেবা খাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন, তাঁর উদ্যোগসমূহের উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উপর প্রামাণ্য চিত্র তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার অব্যাহত রয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্যোগে নির্দিষ্ট ডিজাইনের ডিজিটাল ব্যানার, পোস্টার তৈরি করে স্থাপন/প্রদর্শনের জন্য সারাদেশে জেলা ও উপজেলায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে।
- ❖ কোভিড ১৯ মহামারির কারণে মোবাইল ভ্যান, মাসিক কর্মসূচি, র‍্যালি ও স্কুল হেলথ কর্মসূচি সম্পন্ন করা যায়নি।
- ❖ 'জীবিতের চেয়ে অধিক জীবিত তুমি' শিরোনামে একটি স্যুভেনির ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ❖ উপজেলা, জেলা, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর উদ্যোগের অংশ হিসাবে হাসপাতাল/স্বাস্থ্য স্থাপনা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো'র লাইফস্টাইল, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে হাসপাতালে স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশন চলমান রয়েছে।
- ❖ বিভাগীয়, জেলা সদর হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত হাসপাতালে ৭২টি LED Digital Scrolling Signage, vertical advertising machine HD, LED sign display stand স্থাপন করা হয়েছে।

- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে One stop comprehensive Emergency Service চালু করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে এই সার্ভিসটি চালু করা হবে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী টাইপ-১ ডায়াবেটিক শিশুদের ইনসুলিনসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গত ১২ বছরে স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যসহ বিভিন্ন বরেণ্য লেখক ও মুজিব কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার মুজিব স্মৃতি গাঁথা/স্মৃতিচারণ 'জীবিতের চেয়ে অধিক জীবিত তুমি' প্রকাশ করা হয়েছে।

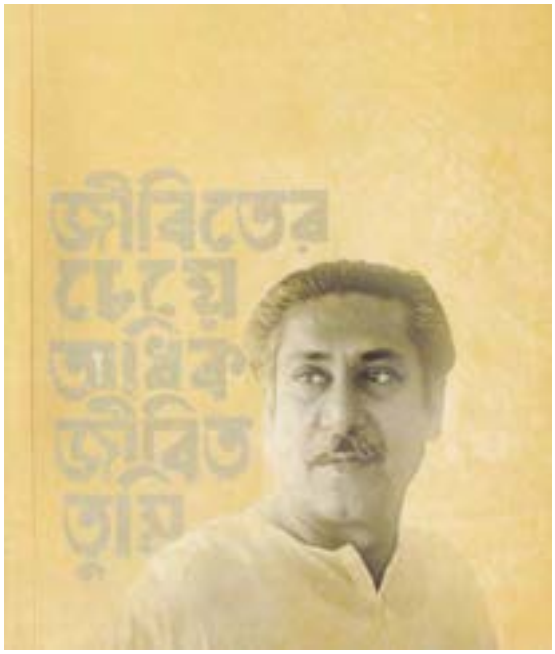

চিত্র: মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন-২০২০ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে লং ব্যানার স্থাপন ১০টি, স্ক্রলিং বোর্ড স্থাপন ৪টি, লাইট বোর্ড ৪টি।
- উপজেলা, জেলা, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর উদ্যোগের অংশ হিসাবে হাসপাতাল/স্বাস্থ্য স্থাপনা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ৭০টি ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা পরবর্তী সময়ে মেডিকেল কলেজ এবং জেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হবে।
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিট শক্তিশালীকরণ এবং জেলা সদর হাসপাতালে ১০ শয্যার ডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে 'মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে বিদ্যমান কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং জেলা সদর হাসপাতালসমূহে ১০ শয্যার কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ২৫,৫২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- বর্তমানে বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে কিডনি ডায়ালাইসিস সেবা চালু আছে।
- ন্যাশনাল আই কেয়ার অপারেশনাল প্ল্যান থেকে ২১২টি চোখের ছানি অপসারণ করা হয়েছে।
- ৭০টি উপজেলায় ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩০ মার্চ পর্যন্ত সকল বিভাগ ও জেলা শহরে প্রায় ১০,০০০ জনকে স্ক্রিনিং টেস্ট সেবা দেয়া হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (চতুর্থ এইচপিএনএসপি)ভুক্ত।
- Community based Health Care (CBHC) শীর্ষক ওপির আওতায় ২০টি নৌ-এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করে হাওর অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ৫১টি সেন্টারে gene-xpert মেশিন দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে একইসাথে TB এবং COVID-19 ডায়াগনোসিস করা হচ্ছে।
- উপজেলা পর্যায়ে ২০০টি Gene-Xpert ল্যাব সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- যক্ষ্মা বিষয়ক সচেতনতা প্রচার কার্যক্রম ৮টি বিভাগীয় শহরে এবং বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী-তে আধুনিক রোগ নির্ণয় যন্ত্রপাতি, আইসিইউ সুবিধাসহ MDR ওয়ার্ড নিয়ে ONE STOP TB DIAGNOSTIC & TREATMENT CENTRE হিসাবে চালু হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রংপুর বিভাগে নতুন Regional TB Reference Lab (RTRL) স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৩টি Bio Safety Level-2 ল্যাব ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী, এবং খুলনায় RTRL, রাজশাহীতে RTRLস্থাপন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম TB Preventive Treatment for Adult চালু হতে যাচ্ছে।
- সারাদেশের জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে ৫০টি স্পেশালাইজড চাইল্ড টিবি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর:

- জুন ২০২১ পর্যন্ত ৬৪ জেলায় মোট ২৬০টি মডেল ফার্মেসি এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ১৭,২৬১টি মডেল মেডিসিন শপ স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জনাব জাহিদ মালিক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বছরব্যাপী যক্ষ্মা সচেতনতা কর্মসূচির উদ্বোধন।

- ❖ করোনা পরিস্থিতির কারণে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণসহ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেনের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- ❖ নকল-ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ এবং Antimicrobial Resistance (AMR) বিষয়ে বছরব্যাপী ৫১০টি সচেতনতামূলক সভা ও প্রচারণা করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ❖ প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবনের উপর প্রবন্ধ/রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
- ❖ বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর:

- ❖ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থিরচিত্র, বঙ্গবন্ধুর লেখা বই এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ সংশ্লিষ্ট পোর্ট্রেট দিয়ে সাজানো হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ও গণপূর্ত অধিদপ্তর:

- ❖ ৩টি পার্বত্য জেলায় দুর্গম এলকায় ২টি করে মোট ৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ❖ হাওড়, বাওর নদীবেষ্টিত অবহেলিত অপক্ষোকৃত দুর্গম এলাকায় ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় স্থাপিত বেড়িবাঁধ কমিউনিটি ক্লিনিক।

- ❖ হাসপাতাল ভবন সংস্কার/চুনকাম করা, সকল জানালা দরজা টয়লেট, বেসিন, ট্যাপ ও কিচেন মানসম্মতভাবে মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) টাইলস প্রতিস্থাপন, ফিটিংস পরিবর্তন এবং রং করা ইত্যাদি।
- ❖ সাইনবোর্ড পুনঃসংযোজন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান সাইনবোর্ড নবায়ন, ড্রেন এপ্রোনসহ সমস্ত হাসপাতাল ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা ইত্যাদি।

নিমিউ এন্ড টিসি:

- ❖ উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।
- ❖ মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্টের সেফটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

টেমো সম্পাদিত কার্যক্রম:

- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণের সিডি, ভিডিও এবং তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন বই ও ছবি সংরক্ষণের নিমিত্ত 'মুজিব কর্নার' তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১০টি অচল এ্যাম্বুলেন্স মেরামতের মাধ্যমে সচল করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতার আদর্শকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবহিত করার লক্ষ্যে 'কোভিড-১৯ এবং স্বাস্থ্য সেবা' নামে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়েছে।

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতার উক্তি সংবলিত ব্যানার ও বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। প্রামাণ্য চিত্র প্রস্তুতকরণ বিগত ৫০ বছরে স্বাস্থ্য সেবা খাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন, তাঁর উদ্যোগসমূহ এবং তাঁর উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অর্জনের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান আছে।

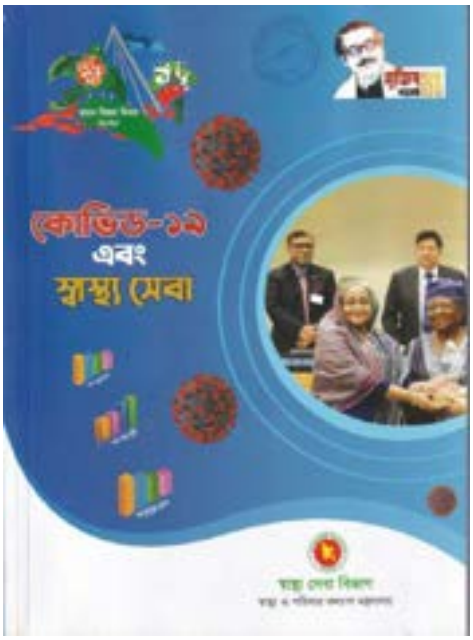

চিত্র: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও ৫০তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা।

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম; ফেস্টুন, লিফলেট এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিভিন্ন জোরদারকরণ; সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন ব্যাপকভাবে প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম:

❖ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী ও মেডিকেল এ্যাসিসেটেন্ট ট্রেনিং স্কুল-এ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিত্র: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার।

- দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ এবং আইএইচটি ও ম্যাটস-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি তৈরি ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- দেশের সকল সরকারি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, আইএইচটি ও ম্যাটস্ কর্তৃক এ জাতীয় দিবসসমূহে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ও মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলে মুজিববর্ষের লোগোযুক্ত ব্যানার প্রদর্শন (মন্ত্রণালয় স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী) করা হয়েছে।
- দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ও মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল-এ ডাক্তার নার্স মিডওয়াইফ সহ সকল স্বাস্থ্য কর্মীদের এ্যাপ্রোনে 'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন সংযোজন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরসহ দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ও মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন ও বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, আইএইচটি ম্যাটস-এ বৃক্ষরোপন কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে।

- দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ও মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলে প্রতি শিক্ষাবর্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ও মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম:

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতি দৃষ্টিনন্দন করে পুনঃসজ্জিতকরণ;
- প্রত্যুষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ: জাতীয় পর্যায়ে— সদর দপ্তরে এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অংশগ্রহণ মাঠপর্যায়ে— স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অংশগ্রহণ;
- সদর দপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা জেলা ও ৩টি জাতীয় প্রতিষ্ঠান একত্রে জাতীয় পর্যায়ে এবং মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করা। এ উপলক্ষ্যে ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, গেঞ্জি, ক্যাপ প্রভৃতি তৈরি করা;
- সদর দপ্তরসহ জাতীয় পর্যায়ের ৩টি প্রতিষ্ঠান, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহ ব্যানার ও ফেস্টুন ব্যবহার করে আলোকসজ্জার মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করণ;
- সদর দপ্তরসহ আওতাধীন সকল কার্যালয় ও সেবাকেন্দ্রে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী সাইনবোর্ড/ব্যানার স্থাপনের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম অবহিতকরণ;
- ২৪/৭ প্রসুতিসেবা চালুকরণ;
- জাতীয় পর্যায়ের সমাপনী অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে সদর দপ্তর, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন/ অংশগ্রহণ;
- দেশের ৮টি বিভাগে জেলা পর্যায়ের ৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল কেন্দ্র হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে ব্যাপক সেবা কার্যক্রম চালু;
- ডাক্তার, নার্স ও মিডওয়াইফসহ পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের এ্যাপ্রোনে 'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ব্যাজ সংযোজন এবং সকল কর্মকর্তার জন্য কোটপিন ব্যবহারের বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ;
- মা ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন;
- মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর-এ প্রতি তিন মাস অন্তর ব্লাড গ্রুপিং ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন;
- মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর এবং দেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ব্রেস্টফিডিং কর্নার চালুকরণ;

- দেশের সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রসমূহের আঙ্গিনা, অফিস-কক্ষ, টয়লেট প্রভৃতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আবশ্যিকভাবে বজায় রেখে সেবাধর্মী পরিবেশ সৃজন;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকাস্থ তিনটি হাসপাতালসহ দেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের জন্য ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীর উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ-সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- বঙ্গবন্ধুর ওপর/তাঁর লেখা সকল বইসহ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বই নিয়ে আইইএম ইউনিটে স্থাপিত লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালিত প্রতিটি কোর্সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর ওপর অন্ততঃ একটি সেশন আয়োজন;
- পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে মা সমাবেশ ও কিশোর-কিশোরী সমাবেশের আয়োজন;
- হাওড়, চরাঞ্চল ও পূর্বতন ছিটমহলসহ প্রত্যন্ত (Hard to Reach) অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সিসিএসডিপি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায়/উদ্যোগে ১০০টি ভ্রাম্যমাণ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা;
- দেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ;
- দেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স ও সংশ্লিষ্টদের ডিউটি রোস্টার প্রদর্শন;
- গ্রামাঞ্চলের প্রথাগত প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রীদের (TBA-Traditional Birth Attendant) তালিকা প্রণয়ন করে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর-এ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করা;
- মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর-এ ফ্রন্ট ডেস্ক চালুকরণ;
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দর্শন প্রতিফলিত হয় এমন একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করে বাংলাদেশ বেতার এবং বিটিভিতে বছরব্যাপী সম্প্রচার;
- সকল দিবস/সপ্তাহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে উদ্‌যাপন;
- কিশোরীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ;
- Paperless District ঘোষণা;
- 'Social Behaviour Change Communication' মেলার আয়োজন;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে নান্দনিক ও তথ্য সমৃদ্ধ স্যুভেনির প্রকাশ;

- এভি ভ্যান সজ্জিত করে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান প্রচার প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা। এলইডি ডিসপ্লে স্থাপন, পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট ও ফ্লায়ার ইত্যাদি বিতরণ;
- অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রসমূহের দৃশ্যমান স্থানে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী প্রদর্শন ও প্রচারের মাধ্যমে মুজিববর্ষকে ব্র্যান্ডিং;
- দীর্ঘস্থায়ী ও শোভাবর্ধক বৃক্ষরোপণ (বকুল) এবং 'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ফলক স্থাপন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'সেবাবক্স' মেনু সংযোজন পূর্বক 'মুজিববর্ষ'-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবেদনসহ ছবি সংরক্ষণ ও প্রকাশ।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কার্যক্রম:

- বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন;
- যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মদিবস (জাতীয় শিশু দিবস) পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে অনুষ্ঠান আয়োজন;
- বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ;
- আলোচনা সভা;
- প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিতকরণ;
- সাইনবোর্ড ও ব্যানার স্থাপন;
- স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক পাঠ ও বির্তক প্রতিযোগিতার আয়োজন;
- এ্যাপ্রোনে মুজিববর্ষ চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন ব্যবহার;
- বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করে দিবসসমূহ উদ্‌যাপন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর ন্যূনতম ১-২টি সেশন আয়োজন;
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রন্টডেস্ক চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;
- নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহে পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক নির্বাচন ও পদায়ন;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি-সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সরকারের ৫৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের চার ধরনের কর্মকান্ড প্রতিফলিত হয়েছে:

(ক) অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি); (খ) প্রশাসনিক; (গ) আইনশৃঙ্খলা-বিষয়ক; এবং (ঘ) সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী। এ সকল কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি)

প্রতিবেদনে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে নেয়া হয়েছে।

ক.১ মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধি

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪৩ (সাময়িক) শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ২,৫৫৪ মার্কিন ডলার নিরূপিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৩.৫১ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ২,০৬৪ মার্কিন ডলার।

ক.২ অর্থনৈতিক বিষয়

খাদ্যশস্যের মজুদ-সংক্রান্ত তথ্য খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য তথ্য অর্থ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

আইটেম	ইউনিট	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) -এর শতকরা হার
১. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (৩০ জুন ২০২১)	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৪৬.৩৯	৩৬.০৪	+২৮.৭২
২. প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	২৪.৭৮	১৮.২১	+৩৬.০৮
৩. আমদানির পরিমাণ	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৬৫.৫৯	৫৪.৭৮	+ ১৯.৭৩
৪. রপ্তানির পরিমাণ	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩৮.৭৬	৩৩.৬৭	+১৫.১২
৫. রাজস্ব:				
(ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা	কোটি টাকা	৩,৭৮,০০০	৩,৪৮,০৬৯	+৮.৬০
(খ) রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (জুলাই ২০২০-এপ্রিল ২০২১)	কোটি টাকা	৩,২৮,৫৯৮	২,৬৫,৯০৬	+২৩.৫৭
৬. (ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	কোটি টাকা	১৪,৩৯,৮৯৯	১৩,০৭,৬৩৩.৭০	+১০.১১
(খ) সরকারি খাত (নিট)	কোটি টাকা	২,২১,০২৫.৯০	১,৮১,১৫০.৭০	+২২.০১
৭. ঋণপত্র খোলা (LCs Opening)	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	২.৪৪	১.৪৮	+৬৪.৮৬
(ক) খাদ্যশস্য (চাল ও গম)	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৬৪.৬০	৫৪.৬১	+১৮.২৯
(খ) অন্যান্য				

আইটেম	ইউনিট	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) -এর শতকরা হার
৮. খাদ্যশস্যের মজুদ	লক্ষ মেট্রিক টন	১৪.৪৮	১১.২০	+২৯.২৯
৯. জাতীয় ভোক্তা-মূল্যসূচক পরিবর্তনের হার (ভিত্তি ২০০৫-০৬=১০০)	শতাংশ	৫.৫৬	৫.৬৫	- ০.০৯
(ক) বারো মাসের গড়ভিত্তিক		৫.৬৪	৬.০২	-০.৩৮
(খ) পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক				

ক.৩ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)

ক্ষেত্র	ইউনিট	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর	পূর্ববর্তী অর্থবছর
		২০২০-২১	২০১৯-২০
নন-ইপিজেড	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	২.২৫	২.১৫
ইপিজেড	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	০.২৫	০.২১
মোট	বিলিয়ন মার্কিন ডলার	২.৫০	২.৩৬

*সাময়িক

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক.৪ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান

বছর	চুক্তির ধরন	চুক্তির সংখ্যা	কমিটমেন্ট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	ডিসবার্সমেন্ট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রিপেমেন্ট/ঋণ পরিশোধ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
২০২০-২১	অনুদান চুক্তি	৬৩	৭৮৪.৭০	৪৩০.৯৬	-	
	ঋণ চুক্তি	৩৪	৮,৫৬৫.২৪	৬,৭৮১.১৭	আসল	১,৪১৮.৬৩
					সুদ	৪৯৬.১৮
	মোট	**৯৭**	**৯,৩৪৯.৯৪**	**৭,২১২.১৩**	**১,৯১৪.৮১**	
২০১৯-২০	অনুদান চুক্তি	৩৪	৫০২.২৮	২৭৫.৭৩	-	
	ঋণ চুক্তি	৩২	৯,২২২.১৪	৬,৮৪৫.৬১	আসল	১,২৬৯.৫৩
					সুদ	৪৫৬.৬৯
	মোট	**৬৬**	**৯,৭২৪.৪২**	**৭,১২১.৩৪**	**১,৭২৬.২২**	

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৩৪টি ঋণ ও ৬৩টি অনুদান-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার আর্থিক সংশ্লেষ ৯,৩৪৯.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সুদে-আসলে ১,৯১৪.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ক.৫ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

		২০২০-২১		২০১৯-২০		হ্রাস (-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	প্রকৃত অর্জন (কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	প্রকৃত অর্জন (কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (শতাংশ)	প্রকৃত অর্জন (শতাংশ)
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	৩,৪৫,০০০	২,৬৯,৭৯১	৩,১৩,০৬৭	২,২১,৯৮৩	+১০.২০	+২১.৫৪
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৩৩,০০০	৫৮,৮০৭	৩৫,০০২	৪৩,৯২৬	-৫.৭২	+৩৩.৮৮
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে) (বিটিআরসি)		৩,০৩২	৩,৬৮৭	৩,১৭১	৪,৬৬৩	-৪.৩৮	-২০.৯৩
লভ্যাংশ হিসাবে		১,৭৪৭	১,৯১০	৩,৪৯০	৩,৪৭২	-৪৯.৯৪	-৪৪.৯৮

উৎস: অর্থ বিভাগ।

ক.৬ উন্নয়ন প্রকল্প

২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০৯,২৭২ কোটি টাকার (জিওবি ১,৩৪,৬৪৩ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬৪.৩৪ শতাংশ; প্রকল্প সাহায্য ৬৩,০০০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩০.১০ শতাংশ এবং নিজস্ব অর্থায়ন ১১,৬২৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫.৫৬ শতাংশ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রাক্কলন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ১,৯৪৯টি যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৬৯৩টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৪৬টি, নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প ১০১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ৯টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি'তে বরাদ্দ ২,০৯,২৭২ কোটি টাকার বিপরীতে মোট ব্যয় ১,৭২,০৫০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৮২.২১ শতাংশ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,০১,১৯৯ কোটি টাকার (জিওবি ১,৩০,৯২১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬৫.০৭ শতাংশ; প্রকল্প সাহায্য ৬২,০০০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩০.৮২ শতাংশ এবং নিজস্ব অর্থায়ন ৮,২৭৮ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪.১১ শতাংশ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রাক্কলন করা হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ১,৯০৮টি, যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৬৪৮টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৪৭টি, নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প ১০৩টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ১০টি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি'তে বরাদ্দ ২,০১,১৯৯ কোটি টাকার বিপরীতে মোট ব্যয় ১,৬১,৭৪১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮০.৩৯ শতাংশ।

২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি'তে বাস্তবায়নাধীন ১,৯৪৯টি প্রকল্পের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৪৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'**-তে দেখানো হলো।

ক.৬.১ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক.৬.১.১ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১,৪৯,৪৩০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,২১,৪০০.৫০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮১.২৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহের মধ্যে '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৭টির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। দেশের '২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এর মধ্যে ১৩টির জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪৮টি টিএসসি'র 'কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের

আওতাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ০৪টি বিভাগীয় সদর সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে একটি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে একটি করে মোট ০৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। 'বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ০৪টি বিভাগে একটি করে ল্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে।

ক.৬.১.২ কৃষি মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২৭,৫১০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৭০,৯০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে 'ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) (২য় সংশোধিত) (১ম আন্তঃঅঙ্গ সমন্বিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৪টি কৃষক সেবা কেন্দ্র ভবন নির্মাণ; ০১টি কৃষক সেবা কেন্দ্র ভবন সংযোগ কালভার্ট নির্মাণ, ২৪টি বজ্র নিরোধক স্থাপনা নির্মাণ; 'উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)'-এর আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ৫৫টি কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৫টি কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন; 'কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৩টি রাবার ড্যাম- হারবাংছড়া হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, সুয়ালক খাল রাবার ড্যাম ও ফাঁড়ি খাল রাবার ড্যাম নির্মাণ; 'প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষী পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলায় একটি বীজ আলুর সর্টিং শেড; 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় ৩ তলা ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ৬তলা ডরমিটরি, ৪তলা মেডিকেল সেন্টার ও গেস্ট হাউজ, ২তলা ডিজি বাংলো ইত্যাদি; 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবন (প্রধান কার্যালয়, আড়াইহাজার ও ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়, প্রশিক্ষণ ভবন (প্রধান কার্যালয়, প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন (৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়), ডরমিটরি (প্রধান কার্যালয়, আবাসিক ভবন (প্রধান কার্যালয়) ইত্যাদি; 'সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্প (ফেজ-১)' প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর ও ঝিনাইদহে ০২টি কটন ইউনিট অফিস-কাম-গোডাউন নির্মাণ; 'বরেন্দ্র এলাকায় পাতকূয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০টি পাতকূয়া খনন, ৫৬টি পাতকূয়ায় সোলার সিস্টেম স্থাপন, ৫৫টি পাতকূয়ায় ১৯.৮০ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ; 'রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৫০০ মিটার আরসিসি রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ, ৩টি গেটভাল্বসহ ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, ও ৭টি লাইট কালভার্ট নির্মাণ; 'ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১৭টি পাতকূয়া খনন ও সোলার সিস্টেম স্থাপন, ১৪টি সোলার সিস্টেম এলএলপি স্থাপন, ১০টি বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি স্থাপন, ১৭টি পাতকূয়ায় ৬.১২ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ, এলএলপি এর জন্য ২১ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ ও ১৪টি জলাবদ্ধ জমির পানি নিস্কাশন নালা নির্মাণ; 'পুকুর পুনঃখনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩০টি পুকুর পুনঃখনন, ০৩টি দীঘি পুনঃখনন, ২৫টি সোলার সিস্টেম এলএলপি স্থাপন, এলএলপি'র জন্য ২৩ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ; 'ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ' প্রকল্পের ১৯ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১২টি পুকুর পুনঃখনন, ০১টি বিল পুনঃখনন, ১৮টি পাতকূয়া খনন ও ১০টিতে সোলার সিস্টেম স্থাপন, ১০টি সোলার সিস্টেম এলএলপি স্থাপন, ১০টি বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি স্থাপন, পাতকূয়ায় ৬.৪৮ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ, এলএলপি'র জন্য ১৯ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ, ০৭টি জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ, ০১টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, ০৭টি ক্যাটেল ক্রস কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।

ক.৬.১.৩ খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৪০৫.৭৬ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২২৬.০৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫৫.৭১ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে '১.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৩,৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৪৭টি (১,০০০ মেট্রিক টনের ২০টি এবং ৫০০ মেট্রিক টনের ২৭টি) খাদ্য গুদামের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬টি (১,০০০ মেট্রিক টনের ১৬টি এবং ৫০০ মেট্রিক টনের ২০টি) গুদাম খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১১টি (১,০০০ মেট্রিক টনের ০৪টি এবং ৫০০ মেট্রিক টনের ০৭টি) গুদাম হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২) 'আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মোট ৩,৫৬৮.৯৪ কোটি (জিওবি ৬৫ কোটি, IDA Credit ৩,৪৯৯.৯৪ কোটি এবং উপকারভোগী কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ কোটি) টাকা ব্যয়ে দেশের ০৮টি কৌশলগত স্থানে মোট ৫,৩৫,৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ০৮টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণের অংশ হিসাবে আশুগঞ্জ (১ লক্ষ ৫ হাজার মেট্রিক টন), ময়মনসিংহ (৪৮ হাজার মেট্রিক টন) ও মধুপুর (৪৮ হাজার মেট্রিক টন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৩টি সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এ ৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৭৩.৮ শতাংশ। বরিশাল সাইলো নির্মাণের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সাইলো, চট্টগ্রাম সাইলো এবং খুলনার মহেশ্বরপাশা সাইলোর গৃহীত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ০৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিতরণকৃত সাইলোসমূহ উপকারভোগীরা ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Online Food Stock and Market Monitoring System প্রবর্তনের জন্য ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল LSD/CSD/Silo ও বিভিন্ন অফিসে ১,৬৭৪টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ICT যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে ইন্টারনেট ভিত্তিক সফট্ওয়্যার সিস্টেম স্থাপনের জন্য ICT Software development, Networking, Connectivity, Training, DC & DR স্থাপন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ০৬টি বিভাগীয় শহর - বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী'তে ১টি করে মোট ৬টি Food Testing Laboratory বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এ কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৬৬ শতাংশ। ল্যাবরেটরিসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮ শতাংশ।

(৩) 'সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদের কার্যকর ধারণক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মোট ৩৫৫.৫৩ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬২টি জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩৪টি স্থাপনায় প্রায় ৪.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৫৩৩টি খাদ্য গুদামসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৪,০৫,৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৩৬৪টি খাদ্য গুদাম/সাইলো (৫০০ মেট্রিক টনের ৩১১টি ও ১,০০০ মেট্রিক টনের ৫০টি, ৫০ হাজার মেট্রিক টনের ০২টি খাদ্য গুদাম ও ০১ লক্ষ মেট্রিক টনের ১টি সাইলো), ১৯৪টি আবাসিক ভবন, ১৪১টি অনাবাসিক ভবন, ৫৯,৩৭৯.৩৬ মিটার সীমানা প্রাচীর ও ১,০৫,৭৬৩.৭৪ বর্গ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত, ১১টি আবাসিক ভবন ও ১৫টি অনাবাসিক ভবন নির্মাণ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ২১১টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা ও সোলার প্যানেল

স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ সিএসডিতে নবনির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট অফিস বিল্ডিং (৮,১০০ বর্গফুট) ০৪ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় উদ্বোধন করেন। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭২ শতাংশ।

(৪) 'খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে মোট ৭৬.৩০ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ০১টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ০২ জন আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করাসহ ০১টি মাইক্রোবাস (ভাড়ায়) সংগ্রহ ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের ০৪টি প্যাকেজের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ০১টি কার্নেল ফ্যাক্টরি ভবন, ৪০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ০১টি ওয়্যার হাউজ (গুদাম), ৩তলা বিশিষ্ট ০১টি অফিস কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ এবং ০১টি ১,০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ই-জিপি'তে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০ শতাংশ।

(৫) 'দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ' শীর্ষক প্রকল্প বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৭০ লিটার ধারণ ক্ষমতার কম/বেশি ৫৫ কেজি চাল সংরক্ষণ উপযোগী মোট ০৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৮.৪৮ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। ০৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো তৈরি ও বিতরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মোট ২৩টি জেলার (৫৫টি উপজেলা) মধ্য হতে ২১টি জেলার উপকারভোগীদের তালিকা মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি জেলার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৬) 'দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)' শীর্ষক প্রকল্প কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে প্রতিটি ৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা-সম্পন্ন মোট ৩০টি ধানের সাইলো নির্মাণ করার জন্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১,৪০০.২২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৮ জুন ২০২১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংবলিত ধানের সাইলো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প মোট ৮৮.০৬ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ জুন ২০২১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৮) ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থা (USAID, DFID) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপি বহির্ভূত 'Food and Nutrition Security Program for Bangladesh 2015' শীর্ষক প্রকল্পের Component-1 এর আওতায় জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০ প্রণয়নপূর্বক Draft Plan of Action (PoA) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা সম্পর্কিত ০৭টি গবেষণা শেষ পর্যায়ে রয়েছে, Component-2-এর

আওতায় সিলেট বিভাগের সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় stunting (খর্বতা) হ্রাসের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং Component-3-এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ০৩টি জেলা, দেশের উত্তরাঞ্চলের ০৬টি জেলা (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, জামালপুর ও শেরপুর) এবং উপকূলীয় বাগেরহাট জেলায় হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির মানোন্নয়নে নারী, শিশু-কিশোরসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, উঠান-বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে সক্ষমতা/সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পুষ্টিকর শাক-সবজি, ফলমূল এবং মৎস্য উৎপাদনের জন্য সীমিত পর্যায়ে বিভিন্ন উপাদানও (Seeds, Chicks, Fingerlings) উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ক.৬.১.৪ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্য অর্থায়নে ১০৫টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পসমূহের বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ৭,০৬৭.৬৬ কোটি টাকা। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫,৯৫১.৯৬ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৭২ শতাংশ।

ক.৬.১.৫ জননিরাপত্তা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ৮১,৩৬৭.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ পুলিশের ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ; বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ ইউনিটের ফোর্সের আবাসনের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার, পুরুষ ও নারী ব্যারাক, ডরমিটরি, অফিস ভবন, ট্রেনিং সেন্টার সমূহের একাডেমিক ভবন, থানা, ফাঁড়ী, তদন্ত কেন্দ্র, হাইওয়ে আউটপোস্ট, অস্ত্রাগার, রেশন স্টোর নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, ফায়ারিং বাট, ও অন্যান্য স্থাপনা (সীমানা প্রাচীর, রাস্তা, সাব-স্টেশন ও ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি) নির্মাণ ও সম্প্রসারণ; বিজিবির আওতাধীন সদর দপ্তর বিজিবি, পিলখানা, ঢাকাসহ বিভিন্ন রিজিয়ন/প্রতিষ্ঠান/সেক্টর/ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন নির্মাণকাজ; বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বিসিজি স্টেশন টেকনাফ, বিসিজি স্টেশন সাতক্ষীরা এবং বিসিজি স্টেশন লক্ষীপুরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ; এনটিএমসি'র আধুনিক নতুন ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

ক.৬.১.৬ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২,৯৫৮.৩৬ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩,০৮৪.৭২ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০৪.২৭ শতাংশ। পেট্রোলকে অকটেন এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট স্থাপন (এসজিএফএল); মহেশখালি-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপ লাইন নির্মাণ (জিটিসিএল); মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কালাদিয়ারচর) সিটিএমএস (ধলঘাটপাড়া) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ (জিটিসিএল); রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (বাপেক্স); রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প: ০১টি; এসপিএম প্রকল্পের আওতায় অফশোর পাইপলাইন প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার স্থাপন; চট্টগ্রামস্থ গহিরা, কোরিয়ান ইপিজেড এবং কক্সবাজারের মহেশখালীতে ১৭টি এইচডিডিসহ ৫৭ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন; জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২.৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন; চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৩০৩ কিলোমিটার পাইপলাইনের মধ্যে ৫.৮ কিলোমিটার পাইপলাইন সংগ্রহ; ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১২৬.৫০ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ৯০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন; পেট্রোলকে অকটেন এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট প্ল্যান্টের পূর্ত নির্মাণকাজ, ইক্যুইপমেন্ট ফাউন্ডেশন, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইন্সট্রুমেন্টশন ও কন্ট্রোল

সিস্টেম; CRU Unit-এর রিএ্যাকটর ড্রাইআউট ও কুলিং, ক্যাটালিস্ট লোডিং, লিক টেস্ট, ক্যাটালিস্ট ড্রাইআউট, H2 প্রেসারাইজেশন, ক্যাটালিস্ট রিডাকশন এন্ড এ্যাকটিভেশন, প্রসেস এলাইনমেন্ট সম্পন্ন; রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট হতে প্রকল্প সাইট পর্যন্ত প্রায় ৭.৪ কিলোমিটার মটর স্পিরিট পাইপলাইন নির্মাণকাজ প্রকল্পের আওতায় ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৭৯ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ ও কমিশনিং; এইচডিডি পদ্ধতিতে নদী ক্রসিং; চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ১২০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি সিটিএমএস স্থাপন; ৩,৫০০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন; ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ০৭ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ; দৈনিক ১,৫০০ এমএমএসসিএফ ক্ষমতাসম্পন্ন সিটিএমএস স্থাপন।

(২) সিঙ্গোল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্প: 'ইনস্টলেশন অব সিঙ্গোল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্পের ঠিকাদার China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. (CPPEC) কর্তৃক প্রকল্পের কাজ প্রায় ৬৩ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ১৩৫ কিলোমিটার অফশোর পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে এবং চট্টগ্রামস্থ গহিরা, কোরিয়ান ইপিজেড এবং কক্সবাজারের মহেশখালীতে ১৭-টি Horizontal Directional Drilling (HDD)-সহ ৫৭ কিলোমিটার অনশোর পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ সর্বমোট ১৯২ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। কর্ণফুলী রিভার ক্রসিংয়ে Horizontal Directional Drilling (HDD) পদ্ধতিতে পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কুতুবদিয়া চ্যানেল এবং মাতারবাড়ী এ্যাপ্রোচ অংশে পাইপলাইন Deep Post-Trenching-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Deep Post-Trenching পদ্ধতিতে চারটি পাইপলাইনের সবকটিই নির্ধারিত গভীরতায় স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (NRL)-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে 'India-Bangladesh Friendship pipeline (IBFPL)' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ১৩১.৫০ কিলোমিটার যার মধ্যে বাংলাদেশ অংশে ১২৬.৫০ কিলোমিটার এবং ইন্ডিয়া অংশে ৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশ অংশের ১২৬.৫০ কিলোমিটারের মধ্যে পঞ্চগড় জেলায় ৮২ কিলোমিটার, দিনাজপুর জেলায় ৩৫.৫ কিলোমিটার এবং নীলফামারী জেলায় ৯ কিলোমিটারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ১২৬.৫০ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ৯০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পার্বতীপুরে মোট প্রায় ২৮,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। রিসিপ্ট টার্মিনাল এলাকায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টেস্ট পাইল সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ -এ বাস্তবায়িত হবে।

(৪) জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (কাঞ্চন ব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ' প্রকল্প: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল জেট এ-১ সরবরাহ করার লক্ষ্যে পিতলগঞ্জ (কাঞ্চন ব্রিজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ' শীর্ষক প্রকল্পে এ পর্যন্ত মোট ১২.৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পিতলগঞ্জ ডিপোর ল্যান্ড ফিলিং ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ট্যাংক নম্বর: ২০, ২১ এবং ২২-এর ফাউন্ডেশন ও রিং ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও ফায়ার-ওয়াটার ট্যাংক নম্বর: ৩০-এর ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নম্বর: ২৫-এর সার্ভিস পাইলিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ছয়টি কেসড ক্রসিংয়ের মধ্যে ছয়টি কেসড ক্রসিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ছয়টি নেমলেস নদী ও খাল ক্রসিং সম্পন্ন হয়েছে;

(৫) ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) ইউনিট-২ প্রকল্প: জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আরও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) ইউনিট-২ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 'ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২' বাস্তবায়নের জন্য Front End Engineering Design (FEED)-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

(৬) চট্টগ্রাম-ঢাকা জ্বালানি তেল পাইপলাইন প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৩৭.৭২ কিলোমিটার, এবং গোদনাইল হতে ফতুল্লা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Engineers India Limited (EIL) Front End Engineering Design (FEED) সম্পন্ন করেছে। কুমিল্লায় একটি আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিপো নির্মাণ করা হবে এবং ২৩টি প্যাকেজের আওতায় মালামাল ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫.৮ কিলোমিটার পাইপলাইন সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৭) Procurement and Installation of 60 MMSCFD Process Plant for Shahbazpur Gas Field: প্রসেস প্লান্ট ক্রয় ও স্থাপনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন শেষে 5 Blue Process Equipment Inc. Canada-এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যাংক HSBC, Vancuber Branch, AB, Canada বরাবর Letter of Credit প্রেরণ করা হয়েছে, যা উক্ত ব্যাংক কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২১ গৃহীত হয়েছে। শাহবাজপুর ইস্ট #১ কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইনের Right of way (RoW)-এর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ফসল, শস্য, খামার ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসক ভোলা'র কার্যালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। স্থাপিতব্য প্রসেস প্লান্ট এলাকায় Susbsoil Investigation টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় Environmental Impact Assesment কাজ সম্পাদনের জন্য সার্ভিস প্রদানকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Environment and Resource Analysis Center Limited (ENRAC)-এর সাথে ৩ মার্চ ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;

(৮) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোঃ লিঃ (বাপেক্স)-এর Drilling of 2 Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1 No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2): পিপিসি-এর ২ মে ২০২১ তারিখের সভার সুপারিশের আলোকে ২৭ মে ২০২১ তারিখের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভায় পিপিসি-এর সুপারিশকৃত গ্যাজপ্রমের খনন ব্যয় সংক্রান্ত সর্বমোট ৬৪৮,৩৯,১১,৮৫০ টাকার আর্থিক প্রস্তাব এবং ভেটিংকৃত অনুস্বাক্ষরিত খসড়া Addendum7 স্বাক্ষরের প্রস্তাবদ্বয় চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তের আলোকে Gazprom-এর সাথে বাপেক্সের ভেটিংকৃত অনুস্বাক্ষরিত খসড়া Addendum7 চূড়ান্তকরণ, Performance Guarantee দাখিল ও খনন কার্যক্রম গ্রহণে ১৩ জুন ২০২১ তারিখে NoA জারি করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে Gazprom কর্তৃক ২২ জুন ২০২১ তারিখে প্রেরিত NoA-এর বিষয়ে বাপেক্স বরাবর সম্মতি জ্ঞাপন পত্র প্রেরণ করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে তিনটি কূপ এলাকার পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ পাওয়া গেছে। বাপেক্স হতে এ সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের আংশিক অর্থ প্রাক্কলন মোতাবেক জমা দেয়া হয়েছে।

(৯) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) কর্তৃক 'ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিতাস লোকেশন-সি-তে ৯০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ও নরসিংদী ফিল্ডে ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি কম্প্রেসর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং তিতাস লোকেশন-সি ও নরসিংদী ফিল্ডে বিদ্যমান প্রসেস প্লান্টের সাথে কম্প্রেসরের টাই-ইন সম্পন্ন হয়েছে।

(১০) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) কর্তৃক 'তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ১, বাখরাবাদ ১ ও তিতাস-৬, ৯ ও ১৩ এবং নরসিংদি-১ নম্বর কূপের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন শেষে কূপসমূহ হতে দৈনিক প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে তিতাস ৭ নম্বর কূপে গ্যাস উৎপাদন পরীক্ষণ চলছে।

(১১) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর রূপকল্প-৯ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 2D SEISMIC PROJECT-এর ৩,৫০০ লাইন কিলোমিটার জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সংগৃহীত ৩,৫০০ লাইন কিলোমিটার উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১২) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর রূপকল্প-১ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল ইস্ট-১ কূপ ১০ মে ২০২১ তারিখে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এ কূপ হতে গ্যাস গ্যাদারিং লাইনের মাধ্যমে প্রায় ১০/১১ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। শ্রীকাইল-৪ কূপের ওয়ার্কওভার-এর কাজ ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ কূপ হতে প্রায় ১০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(১৩) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ (বাপেক্স)-এর রূপকল্প-২ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ত কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। চারটি জোনের মধ্যে দুটি DST সম্পন্ন হয়েছে। ১৬ জুন ২০২১ তারিখে DST-1 Operation সম্পন্নের মাধ্যমে Zone-1 (2880-2888) এ ৮মিটার এ 10 MMCFD গ্যাসে 34 Choke Size-এর মাধ্যমে 1270 PSI-তে Flow করানো হয় এবং এ জোনে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

(১৪) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (৩৬// ব্যাস ১৮১ কিলোমিটার) প্রকল্প জাইকা ও জিওবির অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১৮১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশনিং সম্পন্নপূর্বক ৫ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে গ্যাস সঞ্চালন করা হচ্ছে। স্কাডা সিস্টেম, সিপি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। দুটি মিটারিং স্টেশন স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৫) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পের আওতায় ৩০ ইঞ্চি ব্যাস ১৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প সাইটে মালামাল মজুদ করা হয়েছে। পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচনের কাজ চলমান রয়েছে।

(১৬) বরিশাল, খুলনা সিটি করপোরেশন, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় 'জিও ইনফরমেশন ফর আরবান প্লানিং এ্যান্ড এ্যডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ (জিওইউপিএসি)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকল্পের জন্য এডিপি বরাদ্দ ৪০০ লক্ষ টাকা এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫৫৭.৩০ লক্ষ টাকা এবং জুন মাসে ব্যয় ৯৪.৮৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮১ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৩৯.৩৩ শতাংশ।

ক.৬.১.৭ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১৯৫.২৭ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৬২.০৭ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৪.৫২ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার ও পুনর্বাসন (২য় পর্যায়); ঢাকা শহরে ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ; মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ; ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.৮ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২৪,৮২৫ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৮,৭৬৭.৭৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৫.৩১ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে 'জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক ১,১০৩.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;

‘বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্প ৮২.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন’-এর ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে; এফডিসি’র আধুনিকায়নের জন্য ৩২২.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; ৭৫.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক.৬.১.৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরের ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১,৭৩,৯৭৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১,৪৪,৮১৩ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ ছিল। এ প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১১টি বিনিয়োগ ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১,৫৪,৯০৯ কোটি (জিওবি ১,৩২,৬৪৭.২০ কোটি) টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এডিপির বরাদ্দকৃত এ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন মানুষের আশ্রয় ও ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা সংস্কার/পুনঃনির্মাণ, ব্রিজ/কালভার্ট, এইচবিবি রাস্তা, দুর্যোগকালীন নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য (২ টন ট্রাক মাউন্টেড) কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। দুর্যোগকালীন ত্রাণ সহায়তা ও উদ্ধার কাজের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী অংশ হিসাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় রোহিংগা শরণার্থীদের কারণে সৃষ্ট স্থানীয় জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্যও কার্যক্রম চলমান আছে।

ক.৬.১.১০ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

(১) ১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউসবোট ও ক্রু-হাউসবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত); অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ে ২৪টি নৌপথ) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প; ২০টি ড্রেজারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প। (১ম সংশোধিত); কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস স্টেশন আধুনিকরণ প্রকল্প; বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১ প্রকল্প; মোংলা হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন; বালাশী বাহাদুরবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ; আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন প্রকল্প; বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও আনুষঙ্গাকি অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়); নগর বাড়ীতে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ; ৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ, আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ; পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, পুনর্ভরা এবং তুলাই নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার; আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন; বরিশাল বিভাগের নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশনসহ জলাবদ্ধতা রোধ, সেচ ব্যবস্থা এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা; অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথের জন্য নৌ সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংযোজন; ঢাকা-লক্ষ্মীপুর নৌপথের লক্ষ্মীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন; পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকায়ন; চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ছিখটিয়া ব্রিজ হতে সূচীপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ; প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিআইডব্লিউটিএ’র উদ্ধারকারী জলযানের জন্য হাইড্রলিক ইঞ্জিনসহ অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ; চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল উপকূলীয় রুটে দক্ষ যাত্রীবাহী জাহাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ প্রকল্প; ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত); ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম

(ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন (১ম সংশোধিত); মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটারবারে ড্রেজিং (১ম সংশোধিত); সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন; আপগ্রডেশেন অব মোংলা পোর্ট; মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং; মোংলা বন্দরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংগ্রহ; মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ ও নিসৃত তেল অপসারণ; মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ; শের-ই-বাংলা নগরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ; গোবড়া কুড়া কড়ইতলী স্থল বন্দর উন্নয়ন; বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট: শেওলা, ভোমরা, রামগড়, স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সিসিটিভি; বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন; বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প; ধানুয়া কামালপুর স্থল বন্দর উন্নয়ন; বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ; ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সস্টিটিউট; ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট স্থাপন মাদারীপুর শাখা; ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট চট্টগ্রামের জন্য সিমুলেটর সংগ্রহ; Establishment of Global Maritime Distress and Safely System & Integrated Maritime Navigation System (EGIMNS); পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদি' প্রকল্প (২য় সংশোধিত); পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ প্রকল্প; মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট; সওজ অংশ; চবক অংশ; ডিটেইল স্টাডি অন ইনল্যান্ড রিভার নেভিগেশনাল রুটস, প্রিভেনশন এন্ড পলুশন, ইললিগ্যাল অকুপেশন এন্ড প্রটেকশন অফ রিভারস (এসআরপিপি); বাংলাদেশ (সিলেট, বরিশাল, পাবনা ও রংপুর) ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন প্রজেক্ট উল্লেখযোগ্য।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিতে জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত ০৯টি প্রকল্প এবং নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত ০২টি প্রকল্পসহ মোট ১১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

(৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২৬.৩৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং-এর মাধ্যমে প্রায় ৩০৩ কিলোমিটার নৌপথ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ৩,০৬১ কিলোমিটার নৌপথ ড্রেজিং (লক্ষ্যমাত্রার ৩০.৬১ শতাংশ) সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে শুষ্ক মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২,৫০০ কিলোমিটার এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় খননের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৫,৪২১ কিলোমিটার।

(৪) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে নৌপথ আরও বৃদ্ধি করে নেপাল-ভুটান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। ইতোমধ্যে ৫ এবং ৬ নম্বর প্রোটোকল রুটটি (রাজশাহী-গোদাগাড়ি-ধুলিয়ান) প্রোটোকল চুক্তির দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে রাজশাহী হতে আরিচা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ রুটের বাংলাদেশ অংশের গোদাগাড়ি-আরিচা পর্যন্ত নৌপথের ভারত বাংলদেশের যৌথ কারিগরি কমিটি সার্ভে সম্পন্ন করেছে। এ নৌপথটি চালু করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ হতে ভারতের মাধ্যমে নৌপথে পণ্য নেপালে পরিবহন করা সম্ভব হবে।

(৫) ২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট মোট ১৭,৭৭৭.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জাইকার ঋণে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চাহিদাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে । এছাড়া ১৬ মিটার গভীরতার এবং ৮,০০০ টিইইউএস ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনার জাহাজ বন্দরে প্রবেশ সম্ভব হবে এবং প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সহজতর হবে।

(৬) 'Construction of Bay Terminal' শীর্ষক প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা চার গুণ বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যত প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৪১ সালের জন্য বে-টার্মিনাল সর্বোচ্চ ৩.০ মিলিয়ন টিইইউস কন্টেইনার হ্যান্ডেল করতে সমর্থ হবে।

(৭) নদী দখল ও দূষণরোধে ঢাকা শহরের চারিদিক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলার বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরী নদীর ১১০ কিলোমিটার নৌ-পথের দুইপাশে ২২০ কিলোমিটার তীরভূমি রক্ষায় বাঁধ সহ ওয়াকওয়ে নির্মাণকাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে উদ্ধারকৃত তীরভূমিতে প্রথম পর্যায়ে ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে, বনায়ন, সীমানা পিলার ও ০২টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে।

ক.৬.১.১১ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৬টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩৮৩.১৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৫৯.২১ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৯৩.৭৬।

ক.৬.১.১২ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নিয়ন্ত্রণাধীন ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ ৩১৪.৪২ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৪৭.৯৯ কোটি টাকা। ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৪৭.০৭ শতাংশ।

ক.৬.১.১৩ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১,৬৩১.৯২ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৩৭০.৫৭ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৯৪.৬৮। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর স্থাপন প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর স্থাপন প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক কর্মকান্ডের উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে যার অগ্রগতি খুবই আশাব্যঞ্জক। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭০০.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ২৪টি এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং ১,৯৮৯টি ক্ষুদ্র স্কিম বাস্তবায়নাধীন ছিল।

ক.৬.১.১৫ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১,৪৮৯.৯৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,২৫১.৮০ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮.১৯ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, যশোর (৩য় সংশোধিত); এস্টাবলিশমেন্ট অব বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ এ্যাট বগুড়া (১ম সংশোধিত); ঢাকা সেনানিবাসে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিম্যান্ট (পিজিআর)-এর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও অন্যান্য পদধারীদের বাসস্থান নির্মাণ (১ম সংশোধিত); ঢাকা সেনানিবাসে আইএসএসবি'র পরীক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ ডরমিটরি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত); জলসিঁড়ি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ নারায়ণগঞ্জ স্থাপন (১ম সংশোধিত); সাভার সেনানিবাসে জিরাবো ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন; বাংলাদেশের ১৪টি নদীবন্দরে ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত); বাংলাদেশ জাতীয় ভূ-স্থানিক উপাত্ত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ (NSDI); এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর জন্য টেকসই আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক.৬.১.১৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ৪টি প্রকল্পের আওতায় আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ২৪৯.৯ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৮৮.৯২ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৯.৪৭ শতাংশ। বেজা কর্তৃক মাটি ভরাট, ভবন নির্মাণ, রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল, পানি সরবরাহ অবকাঠামো, গ্যাস লাইন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাঁধ ও স্লুইচ গেইট ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ; বিডা কর্তৃক শের-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও-এ নির্মিতব্য ৩টি বেইজমেন্টসহ ১৪তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন; এনএসআই কর্তৃক প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ শীর্ষক (২য় সংশোধিত) প্রকল্প; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণ খাতে ২৪টি জেলা কার্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ধামরাই, ঢাকা শীর্ষক নির্মাণ প্রকল্প।

ক.৬.১.১৭ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ০৫টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩৫০.৪০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৮৮.৭৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮২.৪২ শতাংশ।

ক.৬.১.১৮ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৯,৩০৪.৩২ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৮,৭৪২.৭৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৩.৯৬ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে সাপোর্ট কোয়ালিটি এনহেন্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ১,৩৭৬টি শ্রেণিকক্ষ, ৬,৭৬০টি ওয়াশব্লক, ৪,৩৭৭টি নলকূপ স্থাপন; চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫,৭৭০টি শ্রেণিকক্ষ, ২,১২৬টি ওয়াশব্লক, ১,২৫৬টি নলকূপ স্থাপন; এবং চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫,৫৭৭টি শ্রেণিকক্ষ, ১,১২০টি ওয়াশব্লক, ৮৭৮টি নলকূপ স্থাপন উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.১৯ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৩টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৫২২.০২ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৯৯.৯১ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৬.৬১ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে আজিজুননেসা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ডুংরিয়া, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ; ছহিউদ্দিন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, মেহেরপুর; মরহুম আবদুর রব টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর; শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী, (২য় সংশোধিত); শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ, (২য় সংশোধিত); ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (২য় সংশোধিত); ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর, স্থাপন (২য় সংশোধিত) এবং এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত) প্রকল্পসমূহের আওতায় একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন, অফিসার্স কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার, প্রিন্সিপাল'স কোয়ার্টার, ডাইং, নিটিং ও উইভিং শেড, ছাত্র হোস্টেল, ছাত্রী হোস্টেল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

ক.৬.১.২০ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ১০টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২২০.৪০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৭৩.৪১ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৮.৬৮ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ; বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চীন কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার' নির্মিত হয়েছে।

ক.৬.১.২১ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ২৭টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩,৪২১.৬৫ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২,৯০৫.৪৯ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৪.৯১ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ১০,২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের রানওয়ে ওভারলে কাজের ৭টি লেয়ারের পুরো কাজ; হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান এক্সপোর্ট কার্গো এপ্রোনের উত্তর দিকে এপ্রোন সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কাজ; হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এপ্রোন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এপ্রোন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১০টি স্টিল সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ এবং সুনামগঞ্জ জেলার টাংগুয়ার হাওরকে কেন্দ্র করে একটি মোটেল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক.৬.১.২২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ২৭টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ১০,৯০,৩৬৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১১,০৪,৪১৬.৬৭ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০১.২৯ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহের মধ্যে দেশের অন্যতম বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যের তেজস্ক্রিয়তা ও বিকিরণের মাত্রা পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে; ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনসাম) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুরের জন্য নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক রোগীর সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। পরমাণু চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক.৬.১.২৩ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ৯টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ২৪৪.৩১ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৯৮.৮৬ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮১.৪০ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

ক.৬.১.২৪ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৬টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত ৮,২৮৪.৪৬ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৮,১০৪.৮৪ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭.৮৩ শতাংশ। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৮২টি কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন; সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) প্রকল্পের আওতায় ৫২৯টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

ক.৬.১.২৫ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫টি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০৫.৭২ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪০২ কোটি টাকা এবং ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৭৯.৪৯। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মিরপুর ও খিলগাঁও এলাকায় ২টি ১০তলা ভবন নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.২৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১,৯৭৭.৮৩ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৭৫৫.৭৩ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৮৮.৭৭। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে খুলনা ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স (আইএলএসটি)-এর ছাত্রী হোস্টেল, অধ্যক্ষের বাসভবন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ডরমিটরি নির্মাণ ও ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন, কুমিল্লায় একটি মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোরের বড়াইগ্রামে একটি মৎস্য হ্যাচারি, যশোরের চাঁচড়ায় পোনা মাছ বিক্রয় কেন্দ্র ও নাটোরের সিংড়া ও ময়মনসিংহের ত্রিশালে দুইটি আহরণোত্তর মৎস্য পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.২৭ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৪টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২১৪.১৯ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৭১.৬৬ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৮০.১৪। ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে ঢাকাস্থ পল্টন কাবাডি ও ভলিবল স্টেডিয়ামের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প-১ম সংশোধিত; ফরিদপুর জেলাস্থ ভাংগা উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প ১ম সংশোধিত; ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প; ঢাকাস্থ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.২৮ রেলপথ মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ৪১টি প্রকল্পের আওতায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১২,২৩৮ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১০,৭৭০.৯০ টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৯.৮৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে ৫৩.২২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ; ৫৭.৪৯ কিলোমিটার বিদ্যমান রেলপথ পুনর্বাসন; ৫২টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ; ৪টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ; ২৫টি বিদ্যমান রেল সেতু পুনঃনির্মাণ; ২০টি নতুন এমজি লোকোমোটিভ সংগৃহীত; ৪টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন; ৩টি স্টেশনে সিসি ক্যামেরা স্থাপন; এবং ১৫টি নতুন লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।

ক.৬.১.২৯ শিল্প মন্ত্রণালয়

'শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট (এসএফপি) (২য় সংশোধিত)' সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপন এবং 'সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ' প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে পঞ্চগড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, শেরপুর ও গাইবান্ধা কেন্দ্রে বাফার গুদাম নির্মাণ; চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় সাভার, ঢাকাতে একটি আধুনিক সিইটিপি নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন; এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক (৩য় সংশোধিত), প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে পরিবেশসম্মত স্থানে সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার, ডাম্পিং ইয়ার্ড, ইনসিনারেটর নির্মাণসহ একটি শিল্পপার্ক স্থাপন; বিসিক শিল্প নগরী বরগুনা (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় বরগুনা সদরে ৬১টি শিল্প প্লট স্থাপন; বিসিক শিল্পনগরী চুয়াডাংগা (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় সম্ভাবনাময় শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ১৬০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপন; তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বিসিকের প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১২তলা বিশিষ্ট একটি বহুতল ভবন নির্মাণ; মাদারীপুর বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় শিবচর, মাদারিপুরে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ১৫৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপন; এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওয়তায় ঢাকার তেজগাঁও এ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী লাইটিং সামগ্রী'র কারখানা স্থাপন; বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইন্সটিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ঢাকার তেজগাঁও এ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ধোলাই খালসহ দেশীয় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরকে সক্ষম করে তোলা এবং উল্লেখিত সুবিধা সংবলিত ল্যাব এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্থানের জন্য ৮তলা বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ভবন নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.৩০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ৫০টি ও সমাজকল্যাণ পরিষদের ১টি প্রকল্পসহ মোট ৫১টি প্রকল্পের আওতায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৪৪৪.৯১ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩১২.১৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭১.১৬ শতাংশ। মূলতঃ বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে ভেরিয়েশন ও রিটেন্ডার এবং করোনা মহামারীর কারণে মাঠপর্যায়ে ভৌত নির্মাণ কাজ এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা ব্যাহত হওয়া ইত্যাদির কারণে এ মন্ত্রণালয়ের এডিপি অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতির তুলনায় কম হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা সেক্টরে মোট ২৭টি প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য সেক্টরে মোট ২৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত '৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলায়)' শীর্ষক প্রকল্প এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত 'সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'Cash Transfer Modernization Project (CTM)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এমআইএস সফটওয়ারের মাধ্যমে জিটুপিতে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ও জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এ সেক্টরের আওতায় 'সরকারী শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস হোস্টেল নির্মাণ/পূনঃনির্মাণ', দুস্থ ও শিশু প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন কেন্দ্র পুন:নির্মাণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর এবং ইউনিসেফ এর অর্থায়নে 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২' শীর্ষক গুরুত্বপুর্ণ শিশু সুরক্ষা ও সুযোগ সুবিধা সংবলিত ৩টি অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর ও নেত্রকোনা জেলায় তিনটি এতিমখানা এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে 'জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রবীণদের কল্যাণে দেশের ৮টি জেলায় (গোপালগঞ্জ, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল) 'সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তিনিবাস স্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। প্রবীণ প্রতিবন্ধী, বিধবা ও এতিমদের নিয়ে মিশ্র সুযোগ সুবিধা সংবলিত ২টি প্রকল্প দিনাজপুর ও মাগুরা জেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পাশাপাশি 'বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্পসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দুস্থ, অসহায়, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১১টি প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতরের সাথে বেসরকারী সংস্থার যৌথ অর্থায়নে স্বাস্থ্য সেক্টরের ২৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মধ্যে মাগুরা, মাদারীপুর, সুনামগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৪টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল, কুমিল্লা ও লালমনিহাট জেলায় ২টি মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ২টি হার্ট ফাউন্ডেশন, সিলেট ও নরসিংদী জেলায় ২টি কিডনি হাসপাতাল, সিলেট জেলায় চক্ষু হাসপাতাল ১টি এবং কুমিল্লা, ভোলা, মাদারীপুর ও ফেনী জেলায় বিশেষায়িত ও কমিউনিটি হাসপাতাল স্থাপন সংক্রান্ত ৪টি প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য সেক্টরের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে 'ঢাকা শিশু হাসপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেমসেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন' এবং বাগেরহাট জেলায় 'আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্স সেন্টার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প। স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৩০ শতাংশ দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয় যার মধ্যে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও এতিম জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত।

ক.৬.১.৩১ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২৫,৭৬১.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। করোনা প্রেক্ষাপটে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১,৫৭৫.৯৯ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়। ছাড়যোগ্য ২৪,১৮৫.১১ কোটি টাকার বিপরীতে ২২,৭৪২.২৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৪.০৩ শতাংশ।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত ৪৩টি প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ, যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৬) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪-লেন মহাসড়কে উন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (খুলনা জোন), গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (বরিশাল জোন), গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী জোন), শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দূর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন, মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (আর-৩১৫), সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) সড়ক উন্নয়ন, সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ (আর-৩১২), বীরগঞ্জ-খানসামা-দারোয়ানী, খানসামা-রাণীরবন্দর এবং চিরিরবন্দর-আমতলী বাজার জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০তম কিলোমিটার এ চেংগী নদীর উপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার সেতু, আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং Feasibility study on Bus Rapid Transit (BRT) Line-7।

(৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ৩২টি প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬), টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১) [ই/এস], ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১), ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দান রুট এবং টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট [পিআরএফ], সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়ক উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর আওতায় এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, উইকেয়ার ফেজ-১ ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা (দ্বিতীয় কাঁচপুর) সেতু, মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১,৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নামক তিনটি ৪-লেন বিশিষ্ট সেতু নির্মাণ, ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)-এর আওতায় ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়কে ৬৯০ মিটার দীর্ঘ কালনা সেতুসহ ১৭টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট নির্মাণ/প্রতিস্থাপন, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ডব্লিউবিবিআইপি)-এর আওতায় বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ও সংকীর্ণ ৮২টি সেতু পুনঃনির্মাণ, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর ওপর ১,৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু নির্মাণ, রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়ায় কচা নদীর ওপর ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১,২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) করিডোর নির্মাণ, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের একতা বাজার পয়েন্ট হতে মাতারবাড়ী কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্যন্ত ৪৩.৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক

মহাসড়কে উন্নীতকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের কক্সবাজার-টেকনাফ অংশের উন্নয়ন, পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৯০ কিলোমিটার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়ন এবং ১,০৫৭ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের জন্য ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং ৬৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি।

(৪) ২০২০-২১ অর্থবছরে জিওবি অর্থে বাস্তবায়নাধীন ১৯২টি প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালি (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ৪ লেনে উন্নীতকরণ, ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) ২-লেন অংশ (মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত) ৪-লেনে উন্নীতকরণ, পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়ককে একস্তর নীচু দিয়ে উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিংকসহ), ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুড়িয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৪)-এর কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথমানে উন্নীতকরণ, চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৬)-এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক (আর-১১০) ৪-লেনে উন্নীতকরণ, রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেণ্ট ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয়পার্শ্বে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণ, ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ, নবীনগর-আশুগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জেড-২০৩১), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন, বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)- নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫) এর নবীনগর হতে নয়ারহাট ও পাটুরিয়াঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিনবাজার হতে পাটুরিয়া ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণ, বরিশাল-ভোলা-লক্ষীপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৯) বরিশাল (চর কাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ, শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট পর্যন্ত সড়ক (আর-৮৬০) উন্নয়ন, ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন, ভোলা (পরান তালুকদার হাট)- চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন, মাগুরা-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন (কদমতলী থেকে জনি টাওয়ার লিংকসহ), নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া) ৬-লেনে উন্নীতকরণ, হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি সড়ক (আর-১৬০) উন্নয়ন (চট্টগ্রাম অংশ), বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর (নাটোর)- ঈশ্বরদী (পাবনা) (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ, নওগাঁ সড়ক বিভাগের আওতাধীন ১টি আঞ্চলিক (আর-৫৪৯) ও ২টি জেলা (জেড-৬৮৫২, জেড-৫২০৭) মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথমান উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগসড়ক নির্মাণ,

নেত্রকোনা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন, দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উত্তর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, আলীকদম-জালানীপাড়া-করুকপাতা-পোয়ামুহরী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ, লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ, বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৯১০) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি সড়ক নির্মাণ (১ম সংশোধন), জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন (ঢাকা জোন), দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের (জেড-৭০৪০) ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর উপর সেতু নির্মাণ ইত্যাদি।

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন, উইকেয়ার ফেজ-১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন, সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ, সাইনবোর্ড-মোরেলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী সড়কের (আর-৭৭৩) ১৭তম কিলোমিটারে পানগুছি নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বারৈয়ারহাট-হিঁয়াকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ, বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি (জেড-৮০৪৪) জেলা মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপরে নালুয়া বাহেরচর সেতু নির্মাণ, কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরেপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) আঞ্চলিক মহাসড়কটির কুষ্টিয়া হতে মেহেরেপুর পর্যন্ত যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সংকীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলি সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ, দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উত্তর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ ইত্যাদি।

(৬) পরিকল্পনাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ- কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০২) ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ময়মনসিংহ জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সম্ভাব্য ১,১০০ মিটার দীর্ঘ কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ, খুলনা (গল্লামারী)- বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়কের ২৮তম কিলোমিটারে চুনকুড়ী নদীর উপর পোদ্দারগঞ্জ (ঢাকী) সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলায় বগা নদীর ওপর ১,০২০ মিটার দীর্ঘ ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বগা সেতু) নির্মাণ, বাগেরহাট জেলায় মংলা চ্যানেলের ওপর ১,০৫০ মিটার দীর্ঘ ১০ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মংলা সেতু) নির্মাণ, ৩৩.৮২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বাগেরহাট-রামপাল-মংলা জেলা মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন, কুমারগাঁও-বাধাঘাট-এয়ারপোর্ট সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে ৪-লেনে উন্নীতকরণ, আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-২), টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৪), টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬): ২য় পর্যায়; টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর প্রিপারেশন অব টাইম বাউন্ড এ্যাকশন প্ল্যান ফর চট্টগ্রাম ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইনস্ এবং ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলাধীন ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

(৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মোট ৪৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪২টি প্রকল্প (২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

- ❖ ৮৪৭.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প।
- ❖ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩০৫.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প।

- ২৭৪.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প।
- ৬২২.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে খুলনা জোনের আওতাধীন ৫টি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট ১২৬ কিলোমিটার যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের জন্য গৃহীত গুচ্ছ প্রকল্প।
- ৪৫৪.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বরিশাল জোনের আওতাধীন ৭টি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট ১৩৭ কিলোমিটার যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের জন্য গৃহীত গুচ্ছ প্রকল্প।
- ৪১৩.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজশাহী জোনের আওতাধীন ২টি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট ৭৪ কিলোমিটার যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত গুচ্ছ প্রকল্প।
- নেত্রকোনা জেলার পর্যটনসমৃদ্ধ বিরিশিরি ও দুর্গাপুরের সাথে সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার জন্য ২৬৯.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প।
- ৩১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প।
- ২৮৬.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৪.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।
- ঢাকা থেকে গাজীপুর জেলার সালনা হয়ে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ২৫২.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২.০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প।
- ১৫৪.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে বীরগঞ্জ-খানসামা-দারোয়ানি, খানসামা-রাণীরবন্দর এবং চিরিরবন্দর-আমতলী বাজার জেলা মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প।
- ২২৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০তম কিলোমিটারে চেংগী নদীর উপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।
- ২১০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে গৃহীত 'খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার সেতু, আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প'।

ক.৬.১.৩২ সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দকৃত ৪,৬০৩.৩৭ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩,৯০৭.০৭ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৮৪.৮৭ শতাংশ। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে ভায়াডাক্টসহ মোট ৯.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে যা ২০২২ সালের জুন নাগাদ সম্পন্ন হবে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ জুন ২০২৩ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের নির্মাণকাজ ২০২২ সাল নাগাদ

সম্পন্ন হবে। দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসাবে পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলায় কচুয়া-বেতাগী সড়কে পায়রা নদীর ওপর নির্মাণাধীন ১,৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণকাজ ২০২৫ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে' নির্মাণে ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক.৬.১.৩৩ সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ১৭টি প্রকল্পের আওতায় আরডিপিতে বরাদ্দকৃত ১,০২৬.০১ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৭৬৭.৫৬ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৮৩.১৪। উল্লেখযোগ্য সমাপ্তকৃত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন ৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নতুন ভবনের কাজ; ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে ৭টি অফিসের নির্মাণকাজ চলমান (কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, গাইবান্ধা, শেরপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও চুয়াডাঙ্গা) রয়েছে। অপর ৯টি ভবনের নির্মাণকাজ শীঘ্র শুরু হবে। ২০টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভবনাদি নির্মাণসহ সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে চালুকরণ; মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এলপিজি স্টেশন স্থাপন, কেরাণীগঞ্জ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.৩৪ স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে উন্নয়ন সহায়তাসহ ২৬৭টি প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৪,১৭০.২০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৭,৮২৭.৩৮ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮১.৪৪ শতাংশ। অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ৪০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ৪৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩,১০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ১৮,০০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ, পুর্ননির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ১২০টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার, ১১০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ৮,০০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ১৫০ কিলোমিটার বাধ পুনঃ নির্মাণ /উন্নয়ন, ৪৫০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১০০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৫,৩৯৩ টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন, ১,০৬০ কিলোমিটার পাইপ নির্মাণ, ২৪টি পানি শোধণাগার নির্মাণ, ১০টি উচ্চ জলাধার নির্মাণ করা হয়। সারাদেশে ৪টি পৌর ভবন ও ২টি পৌরসভার অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়।

ক.৬.১.৩৫ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৩টি প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১১,৯৭৯.৩৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৬,৯৩৭.৮৩ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের শতকরা হার ৫৭.৯১। উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে 'শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবন নির্মাণ, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, ইমারজেন্সি স্টাফ ডরমিটরি, অধ্যক্ষ ও পরিচালকের বাসভবন নির্মাণ; 'কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন, মানিকগঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, স্টাফ নার্স ডরমেটরি, সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ; শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল ভবন নির্মাণ। নতুন শুরু ৪টি প্রকল্প - হেলথ এন্ড জেন্ডার সার্পোট ইন কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট (এইচজিএস-সিএক্সবি); উপজেলা হেলথ কেয়ার (ইউএইচসি); বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার, ১২৫ শয্যা বিশিষ্ট কার্ডিয়াক এবং ১২৫ শয্যা বিশিষ্ট কিডনী চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন; এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে বিদ্যমান কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং জেলা সদর হাসপাতালসমূহে ১০ শয্যার কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন।

ক.৬.১.৩৬ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

চিকিৎসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে কাংক্ষিত স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর' নামে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট এবং খুলনা বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন ৭টি RTC (Regional Training Centre) মেরামত ও উন্নয়নের কাজ, ১টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট এবং ২৩টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৪টি IHT, ৫টি MATS, ২টি নার্সিং কলেজ, ১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ৫টি জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, ১টি সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউজ, ১টি ডিপ্লোমা মিডওয়াইফারী ইন্সস্টিটিউট, ৪টি MATS/IHT ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল, একাডেমিক ভবন ও কোয়ার্টার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক.৭ দারিদ্র্য নিরসন

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ২০২০-২১ অর্থবছরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও শতকরা হার প্রস্তুত করা হয়নি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে চরম দারিদ্র্যের সংখ্যা ১,৭৫৮৪,২৪৫ জন, যার শতকরা হার ১০.৫, দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ৩,৪৩,৩১,১৪৫ জন, যার শতকরা হার ২০.৫।

ক.৮ কর্মসংস্থান

২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৭১,৯৫৫ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এর মধ্যে দক্ষ কর্মী ৭২,১২৫ জন, স্বল্প দক্ষ কর্মী ১,৯৯,৮৩০ জন এবং এদের মধ্যে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ২,৩৩,১১৬ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৩৮,৮৩৯ জন। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৯০,৯৪,০০০টি ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫,১৭,৩৪,০০০টিসহ মোট কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৬,০৮,২৮,০০০টি এবং বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ।

ক.৯ প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ-লোকসান

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৬৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মোট লাভের পরিমাণ ১৫,১০০.৮৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ লাভজনক প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের লাভের পরিমাণ ২,২২৯.৯৬ (সাময়িক) কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লাভজনক প্রতিষ্ঠান, জনতা ব্যাংক লিমিটেড লাভের পরিমাণ ১,২৭০.৯৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৩৪টি প্রতিষ্ঠানে মোট লোকসানের পরিমাণ ৪,৫৩৫.৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের লোকসানের পরিমাণ ১,২৪৮.২১ (সাময়িক) কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বেসিক ব্যাংকের লোকসানের পরিমাণ ৪৪৯.১১ (সাময়িক) কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও লাভের পরিমাণ **পরিশিষ্ট-'খ'**-তে এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও লোকসানের পরিমাণ **পরিশিষ্ট-'গ'**-তে দেখানো হলো।

ক.১০ উৎপাদন বিষয়ক

উৎপাদন বিষয়ক তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি বিষয়ক পরিসংখ্যান:

ক.১০.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি

পণ্য[২]	একক	২০২০-২১ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থবছরে (২০১৯-২০) প্রকৃত উৎপাদন
চাল	লক্ষ মেট্রিক টন	৩৯৬.৪০	৩৮৬.০৮	৯৭.৩৯	-	৩৮৬.৯৫
গম	লক্ষ মেট্রিক টন	১২.৯৯	১২.৩৪	৯৪.৯৯	-	১২.৪৬
ভুট্টা	লক্ষ মেট্রিক টন	৫৬.৯৩	৫৬.৬৩	৯৯.৪৭	-	৫৪.০২
আলু	লক্ষ মেট্রিক টন	১১৩.৭১	১০৬.১৩	৯৩.৩৩	-	১০৯.১৮
পেঁয়াজ	লক্ষ মেট্রিক টন	২৯.৫৫	৩৩.৬২	১১৩.৭৭	-	২৫.৫৭
পাট	লক্ষ বেল	৮২.৮২	৭৭.২৫	৯৩.২৭	-	৬৮.১৯
শাকসবজি	লক্ষ মেট্রিক টন	১৯৭.১০	১৯৭.১৯	১০০.০৪	-	১৮৪.৪৭
সুতা	লক্ষ কেজি	৩১৫.২০	৩২৪.৩৭	১৬৭	০.৩৬	৩৬৮.২৭
পাটজাত দ্রব্য	লক্ষ মেট্রিক টন	১১.৫০	৩.৫২	৩০.৬১	-	৩.৮৯
সার (ইউরিয়া)	লক্ষ মেট্রিক টন	৯	১০.৩৪	১১৪.৮৭	৪০.৫৪	৭.৯৬
লবণ	লক্ষ মেট্রিক টন	১৮	১৬.৫০	৯২	ভোজ্য লবণের শতভাগ, শিল্প লবণে ৯০.২১	১৫.৭০
চিনি	লক্ষ মেট্রিক টন	১.১৫	০.৪৮	৪১.৮৬	৩	০.৮২
মৎস্য	লক্ষ মেট্রিক টন	৪৫.৫২	৪৬.২১	১০১.৫২	১০০	৪৫.০৩
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	৮১.৮০	৮৪.৪১	১০৩.১৯	১০০	৭৬.৭৪
দুধ	কোটি লিটার	১,১৭৭.৫০	১,১৯৮.৫০	১০১.৭৯	৭৭.৩৫	১,০৬৮
ডিম	কোটি	২,০৩৭	২,০৫৭.৬৪	১০১.০১	১০০	১,৭৩৬.৪৩
গ্যাস	বিসিএফ	৮১৩	৮৯২.৩৮	১০৯.৭৬	৮১	৮৮৬.৮১
কয়লা	লক্ষ মেট্রিক টন	৫.৬০	৭.৫৪	১৩৪.৬৩	২.৫৫	৮.১১
কঠিন শিলা	লক্ষ মেট্রিক টন	১০	১০.১৭	১০১.৭০	১০	৮.২৪
চা	মিলিয়ন কেজি	৮০	৯০	১১২.৫	৮৮.২৩	৯১

পেঁয়াজ, শাকসবজি, সার (ইউরিয়া), মাংস, দুধ, ডিম, মৎস্য, গ্যাস এবং কঠিন শিলার প্রকৃত উৎপাদন ২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতা, কয়লা এবং চা এর প্রকৃত উৎপাদন, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ভুট্টা ও লবণ এর প্রকৃত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট, চাল, গম, আলু, চিনি এবং পাটজাত দ্রব্যের প্রকৃত উৎপাদন ২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

ক.১০.২ বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও পানি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল এবং পানি উৎপাদন ও সরবরাহ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান যথাক্রমে বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ক.১০.২.১ বিদ্যুৎ সরবরাহ

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	১৩,৭৯২	১২,৭৩৮	+ ৮.২৭
সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)	১৩,৭৯২	১২,৭৩৮	+ ৮.২৭
মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ (গিগাওয়াট-ঘণ্টা)	৮০,৪২৩	৭১,৪১৯	+১২.৬০

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।

ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,২৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রে ১,০৫৪ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৪,৮৩১ কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়; ২,১৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় এবং ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন ২০২১ পর্যন্ত ১২,৯৬৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩২টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন ছিল। বিদ্যুৎ গ্রাহকসংখ্যা ৪ কোটি ৭ লক্ষ। বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৯৯.৭৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৬০ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) কিলোওয়াট ঘণ্টা। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৩,৭৯২ মেগাওয়াট।

*গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক ২০,৫১২ মেগাওয়াট, বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট, হাইড্রো ২৩০ মেগাওয়াট এবং অন-গ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানি ১২৯ মেগাওয়াট) ২২,০৩১ মেগাওয়াট, ক্যাপটিভ ২,৮০০ মেগাওয়াট, অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানি ৪০৪ মেগাওয়াট।

ক.১০.২.২ ২০২০-২১ অর্থবছরে চুক্তি-স্বাক্ষরিত, চালুকৃত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য

পর্যায়	বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
চুক্তি-স্বাক্ষরিত	১	৫০
চালুকৃত	১২	২,১৮০
নির্মাণাধীন (জুন ২০২০)	৩২	১২,৯৬৭

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।

ক.১০.২.৩ বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস

সংস্থা	সিস্টেম লসের শতকরা হার		পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সিস্টেম লসের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)	৮.৫০	৮.৯৯	(-) ০.৪৯
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	৯.৬৭	৯.৯০	(-) ০.২৩
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	৬.৭৭	৬.৬৭	(+) ০.১০
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	৫.৫৮	৬.৩২	(-) ০.৭৪
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	৭.৮৮	৮.২৭	(-) ০.৩৯
নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	১০.৪৯	১০.৬২	(-) ০.১৩
মোট বিতরণ লস	৮.৪৮	৮.৭৩	(-) ০.২৫
সঞ্চালন	৩.০৫	২.৯১	(+) ০.১৪
মোট: বিতরণ ও সঞ্চালন	১১.১১	১১.২৩	(-) ০.১২

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।

২০২০-২১ অর্থবছরে ডিপিডিসি ব্যতীত অন্যান্য বিতরণ সংস্থার বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

ক.১০.২.৪ জ্বালানি তেলের সরবরাহ

	মেট্রিক টন		পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ এবং শতকরা হার (মেট্রিক টন)
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	
চাহিদা	৬৫,৯৫,০০০	৬৫,১৫,০০০	৮০,০০০ (১.২২)
সরবরাহ	৬১,৪৯,৫২২	৫১,০৮,২৮২	১০,৪১,২৪০ (২০.৩৮)

সূত্র: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

ক.১০.২.৫ মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ

(লক্ষ গ্যালন)

প্রতিষ্ঠান		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ
ঢাকা	চাহিদা	২৪,১০,৮৩২	২৪,১০,৮৩২	-
	সরবরাহ	২৪,৫৯,০৪৯	২৪,৫৯,০৪৯	-
চট্টগ্রাম	চাহিদা	৪,২১,৯৫২	৪,২৫,১৫২	- ৩,২০০
	সরবরাহ	২,৯৬,০৩৮	২,৬৩,৭০৬	+ ৩২,৩৩২

প্রতিষ্ঠান		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ
রাজশাহী	চাহিদা	১,৫৯,৩৯৪	১,১৮,৩০০	+ ৪১,০৯৪
	সরবরাহ	৮৩,৮৯৮	৬০,৮০০	+ ২৩,০৯৮
খুলনা	চাহিদা	২,১৯,০০০	২,১৯,০০০	-
	সরবরাহ	১,৩৩,২২৫	১,৩৩,২২৫	-

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা ও খুলনা মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা ও সরবরাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে। চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা হ্রাস পেলেও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজশাহী মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক.১১ বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) এর হার
বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ	২,৭১,৯৫৫ জন	৪,৯৯,০৩৭ জন	(-) ৪৫.৫০
বিদেশ থেকে প্রত্যাগত জনশক্তির সংখ্যা	৭,১১৭ জন*	-	-

সূত্র: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

*সূত্র:-ReMiMIS ডেটাবেজ,বিএমইটি

ক.১২ পর্যটক (স্থল, নৌ ও আকাশপথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা)

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ
মোট যাত্রীর সংখ্যা	১,৮৯,৫৪৮	৯,১০,৫৮১	- ৭,২১,০০৩
পর্যটকের সংখ্যা	৫৬,১৭৫	২,৪৯,২২৪	- ১,৯৩,০৪৯

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

(খ) প্রশাসনিক

খ.১ জনবল

পদ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) শতকরা হার
অনুমোদিত পদ	১৬,৪১,৩৮০	১৫,৮৮,৬৭০	+৩.৩১
শূন্যপদ	৩,৮৫,৭৫৯	৩,৪৩,৬০৩	+১২.২৭

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

২০২০-২১ অর্থবছরে ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় অনুমোদিত পদের সংখ্যা ও শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০ হাজারের বেশি পদ শূন্য ছিল এরূপ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা ৮টি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৭০,৯৪৫টি; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ২০,০৩২টি; জননিরাপত্তা বিভাগে ১৯,৮৩২টি; রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ১৫,৬৫৮টি; কৃষি মন্ত্রণালয়ে ১৫,২৫২টি; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ১৪,৭৬৯টি; শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৩,৫৭৭টি পদ শূন্য রয়েছে; এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ১১,২৯৯টি।

খ.২ উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ ও সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ

পদ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)
উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ	৩,০৭৭	৭২৩
উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদ	৭০৯	১,৮১১
রিটেনশনকৃত অস্থায়ী পদ	৪,৫২,৬০৫	৪,৪৬,০২৮

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

খ.৩ নিয়োগ ও পদোন্নতি

		প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)
নিয়োগ	কর্মকর্তা	৮,৫৬৭	২২,৯২০
	কর্মচারী	১৫,৯৮৬	২৫,৯৬৭
	মোট	**২৪,৫৫৩**	**৪৮,৮৮৭**
পদোন্নতি	কর্মকর্তা	১৪,৫৮৯	৭,৯৫০
	কর্মচারী	১৮,১২০	১০,৬৩৩
	মোট	**৩২,৭০৯**	**১৮,৫৮৩**

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

খ.৪ শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা

অর্থবছর	পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দণ্ড	অব্যাহতি	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
২০২০-২১	১৪,৬১৩	১,০৬৫	৫,৬০৬	১,৪২৫	৮,০৯৬	৬,৫১৭
২০১৯-২০	১১,৪৯৯	৫২৬	৩,৩৪৮	১,৬২৫	৫,৪৯৯	৬,০০০

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

খ.৫ অডিট আপত্তি

অর্থবছর	পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তি		নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)
২০২০-২১	৩,৯৩,৬৫৯	৭৯,০৬,১৭১.৩৪	২২,৯৯৯	৮৯,৬১০.৮১	৩,৭০,৬৬০	৭৮,১৬,৫৬০.৫৩
২০১৯-২০	৫,৭০,৮০০	১৪,২৭,৮২৪.০৭	৫৯,৯৩২	৭৪,৭৬৬.০৮	৫,১০,৮৬৮	১৩,৩৭,৬৪০.৯৬

সূত্র: কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অডিট রিপোর্টে প্রদত্ত গুরুতর অনিয়মের তথ্যাদি **পরিশিষ্ট-'ঘ'**-তে দেখানো হলো।

খ.৬ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

অর্থবছর	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০২০-২১	৭,৫১১	৬,৮৯৩	৩৩৩	৫,৪৯৫
২০১৯-২০	৪৬,৯০৪	২২,৮২১	৯৪৭	২২,০৫৪

সূত্র: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রেরিত তথ্য থেকে সংকলিত।

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা সর্বোচ্চ ২,০২৯টি; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়েরকৃত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১,৯৬৮টি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়েরকৃত তৃতীয় সর্বোচ্চ ১,২৩৫টি।

খ.৭ তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে কম্পিউটারের সংখ্যা ২,৩৪,৩৩৩টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা ৮২,২৩৮ জন কর্মকর্তা ও ৯৬,৯২৪ জন কর্মচারীসহ মোট ১,৭৯,১৬২ জন।

খ.৭.১ ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেন। তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এটি ছিল একটি পরিপূর্ণ সনদ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছেন। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাধান।

খ.৭.২ সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে দেশের মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৭.৫৩ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.৭৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। দেশের টেলিডেনসিটি ১০৩.০১ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৬৮.৪১ শতাংশ। দেশের 4G গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫.৭৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

খ.৭.৩ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশে 5G সেবা চালুর জন্য ২.৬ গিগাহার্জ ও ৩.৫ গিগাহার্জ ব্যান্ড দুটি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং 2G, 3G, 4G/ LTE ও 5G'র জন্য Unified Licensing গাইডলাইন তৈরির কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় বিপুল ব্যয়ের পাশাপাশি টাওয়ারের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা, ভূমি ও বিদ্যুতের সংকট ছাড়াও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাবসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনায় ৪টি টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে Vehicle Tracking Services, Internet Protocol Telephony Service Provider, Internet Service Provider-Category C এবং Call Center Registration

Certificate-এর মোট ২০টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। সাইবার এবং ইন্টারনেটভিত্তিক অপরাধ প্রতিহত করা অর্থাৎ তথ্য-উপাত্তে অনধিকার প্রবেশ (Data Intrusion), পরিচয় চুরি (Identity Theft), Malware Infection, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষকে উত্যক্তকরণ এবং সাইবার অপরাধ রোধে বিটিআরসি'তে Bangladesh Computer Security Incident Resource Team (BD-CSIRT) গঠন করা হয়েছে- যার মাধ্যমে ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ দমন করা সম্ভব হচ্ছে। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের আওতায় 'সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রর ১,৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ, ডিজিটাল ডিসপ্লেসহ আধুনিক শিক্ষার উপযোগী ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

খ.৭.৪ বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৭২টি উপজেলা এবং ১,২১৬টি ইউনিয়নে বিটিসিএল-এর ৩০,১০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে। যার মাধ্যমে দেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। উচ্চমানের ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য 'Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity', 'Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity' এবং 'Installation of Telecommunications Network at Mirsharai Economic Zone in Chittagong' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের আওতায় 'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাভাষায় বাংলাদেশি ডোমেইন ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৩,০৮৭টি ডট বিডি এবং ৬৩১টি ডট বাংলা ডোমেইন সচল রয়েছে।

খ.৭.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,২৮৮টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে এ অর্থবছরে নাগরিকদের ৫ কোটিরও অধিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২ হাজারেরও অধিক উদ্যোক্তা ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন; এর মধ্যে ৭০০ এর অধিক নারী উদ্যোক্তাও রয়েছেন। প্রান্তিক পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণে ২৯৪টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং ১০,৭৬৮ কোটি টাকারও অধিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। ই-চালান সিস্টেমে ২২টি নতুন সেবা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নাগরিক কর্তৃক ২,৬২৭ কোটি টাকারও অধিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। একপে সিস্টেমে নতুন ৬টি সেবা সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ২১ লক্ষেরও অধিক নাগরিক উপকৃত হয়েছেন। ২ লক্ষ গ্রাহক একশপের মাধ্যমে ই-কমার্স সেবা গ্রহণ করেছে এবং একশপ ৭ লক্ষেরও অধিক পণ্য ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। নাগরিকগণকে ৩৩৩-৫ নম্বরের মাধ্যমে 'ফোনে নিত্যপণ্য' সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে নিত্যপণ্যের জন্য নাগরিকগণ ৮ লক্ষের অধিক বার কল করেছেন। যাচাই-বাছাই করে ১ লক্ষেরও অধিক অর্ডার ডেলিভারি করা হয়েছে।

খ.৭.৬ করোনা মোকাবিলায় Corona Tracer BD এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। করোনাকালীন Call for Nation নামে Online প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন ও হ্যাকাথন আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। করোনা সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন অনলাইনে করোনা ঝুঁকি টেস্ট করার জন্য Live Corona Test নামে Web Based Application উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খ.৭.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮টি বিভাগীয় শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮টি গেম ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং ৩০টি জেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩২টি গেম ও এ্যাপস্ টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

খ.৭.৮ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েবসাইট ও এ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউডসার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৩টি ডোমেইনে মোট ৯,০১০টি ইমেইল এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬২৫টি ডোমেইনে সর্বমোট ৯৬,০৩১টি ইমেইল এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২,৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং ১,০০০টি পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ প্রদানের জন্য 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন তৃতীয় পর্যায় (ইনফো-সরকার, ৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

খ.৭.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ১,৬০০; ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রান্তিক গ্রাহকের নিকট ইন্টারনেট সংযোগ ৩,১১৩ এবং ইউনিয়ন পপ NMS-এ সংযুক্ত ২,৫৫৪টি। ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত নেটওয়ার্কের আওতা বহির্ভূত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাসমূহের অবশিষ্ট ৬১৭টি ইউনিয়ন কানেকটিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে 'কানেক্টেড বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। সারাদেশে ৮টি বিভাগে প্রকল্পের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন এবং PoP Renovation'র কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ খুলনা থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ৮,১০৬ কিলোমিটার যার মধ্যে ৪৮ কোর ৫,১০৬ কিলোমিটার ও ২৪ কোর ৩,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং ৫,০০০ কিলোমিটার DUCT পাইপ ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন সাইটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও DUCT পাইপ সরবরাহ করা হচ্ছে।

খ.৭.১০ বিসিসি'র জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার হতে ১৮,৪৩৪টি দপ্তরের মধ্যে ১৭,৩৮০টি দপ্তরের নেটওয়ার্ক ও ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিসিসি'তে সর্বশেষ প্রযুক্তির 4K Multi Conferencing Unit (MCU) এবং (4K Codec, 4K Camera, 4K Display, Microphone Array, Vidéo Matrix Switch and Tripod) স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Agile Controller সহ 5G টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ স্থাপন করা হয়েছে।

খ.৭.১১ ই-সেবা উন্নয়ন ও ব্যবহার সহজিকরণে Bangladesh National Digital Architecture (BNDA)-এর উন্নয়ন করা হয়েছে। ২৫টি নাগরিক সেবা, ই-সেবা ও সরকারি এ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম বর্তমানে জাতীয় ই-সার্ভিস বাসের সাথে সংযুক্ত আছে। আরো ৩-৪টি সরকারি ই-সেবা ও সরকারি এ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিটিআরসি'র মোবাইল সিম নিবন্ধন (CBVMP) ডেটাবেজ জাতীয় ই-সার্ভিস বাসের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

খ.৭.১২ 'ডিজিটাল সিলেট সিটি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেটকে 'সেফ সিটি' করার লক্ষ্যে আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় সিলেট সিটিতে স্থাপিত ৯০টি আইপি ক্যামেরা, ১০টি ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা, ১০টি অটোমেটিক নম্বরপ্লেট রিকগনিশন ক্যামেরাসহ সর্বমোট ক্যামেরার সংখ্যা ১১০টি। ০৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত আইপি ক্যামেরাভিত্তিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেমটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

খ.৭.১৩ কোভিড ভ্যাকসিনের অনলাইন নিবন্ধনের সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম নাগরিকত্ব যাচাইকরণে জাতীয় ই-সার্ভিস বাস ব্যবহার করছে, এ অর্থবছরে BNDA সার্ভিস বাস ব্যবহার করে ৯০ লক্ষের অধিকবার এনআইডি যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। বিসিসি'র BNDA টিম অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম 'বৈঠক' উদ্ভাবন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে ইতোমধ্যে 'বৈঠক' প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারী হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত বৈঠক প্ল্যাটফর্মে মোট ৪৫০+টি মিটিং/আলোচনা সভা সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা/প্রকল্পের মোট ৩৫টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

খ.৭.১৪ বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩২টি সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৯০২টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে প্রতিকারের সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট ৩০০টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো (সিআইআই)-এর মধ্যে ০২টি সংস্থায় আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য সরকারি ১০টি সংস্থায় আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য Cyber Threat Landscape Report 2020-21 প্রস্তুত করা হয়েছে। বিদ্যমান করোনাকালীন ডেটা সেন্টারে কর্মরতদের জন্য নিরাপদে কাজ করার লক্ষ্যে 'COVID-19-Minimizing-it-data-center-risk-plan Report' প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ.৭.১৫ সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাইলট ভিত্তিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি'র একটি ERP সলিউশন'র জন্য সঠিক ও সহজলভ্য প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ০৯টি মডিউলের মধ্যে ০৫টি মডিউলের উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং Event and Meeting Management, Inventory, Procurement, Asset, and Budget মডিউল উন্নয়ন পরবর্তী কার্যক্রম সমাপ্ত করে ইমপ্লিমেন্টেশন চলমান রয়েছে।

খ.৭.১৬ 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্পের আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ১৬টি কম্পোনেন্টস তথা ৫০টিরও অধিক টুলস উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কম্পিউটিং ও আইসিটিতে বাংলা ভাষাকে অভিযোজিত করা বা খাপ খাইয়ে নেয়া-এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন করা একটি কম্পোনেন্ট বাংলা টু আইপিএ কনভার্টার সফট্ওয়্যার 'ধ্বনি' এর 'পরীক্ষামূলক সংস্করণ' মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। বাংলা ডট গভ ডট বিডি (www.bangla.gov.bd) 'ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তি'র প্ল্যাটফর্ম। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি করা বাংলা ভাষার বিভিন্ন সেবা এ প্ল্যাটফর্ম থেকে পাওয়া যাবে। আপাতত এটি প্রোডাক্ট শোকেস ও ইনফরমেশন পোর্টাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ.৭.১৭ ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের Health Service Management System উন্নয়ন করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিলেট জেলার বেশ কিছু নাগরিক পরিষেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলায় ১২৬টি এবং কক্সবাজার জেলায় ৭৪টি ফ্রি ওয়াই-ফাই এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্রি ওয়াই-ফাই এক্সেস পয়েন্টে ১০ এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় জনগণ সিলেট এবং কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা পাচ্ছে।

খ.৭.১৮ সরকারে কর্মরত সকলের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবা প্রদানের জন্য 'বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ইমেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের প্রায় ৬২৯টির বেশি ডোমেইন নিরাপদ ই-মেইল ও নিরাপদ তথ্য সংরক্ষণ সেবা ব্যবহার করছে। ইতিমধ্যে ৯৫,৭৬৫টি ই-মেইল একাউন্ট প্রদান করা হয়েছে।

খ.৭.১৯ করোনাকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যের জন্য 'হেলথ্ ফর ন্যাশন', শিক্ষার জন্য 'এডুকেশন ফর ন্যাশন' এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 'ফুড ফর ন্যাশন' তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফুড ফর ন্যাশনের বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে করোনা পরিস্থিতিতে 'কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট' আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খামারির পাশাপাশি

৫,২৯৩টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ৬৩০০ গরু, মহিষ, ছাগল নিবন্ধিত হয় এবং এই অনলাইন হাটে ভিজিটরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,৫২,৮৩৭ জন।

খ.৭.২০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে কর্মরত জেলার ৫ জন প্রোগ্রামার সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজের গতিশীলতা ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে স্ব-উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফট্ওয়্যার তৈরি এবং প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় উক্ত সফট্ওয়্যার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়। CAMS সফট্ওয়্যারটির কলেবর বৃদ্ধিপূর্বক সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর দিকনির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের প্রতিপাদ্য 'Find Technology; Innovate; Don't Imitate;' বিবেচনায় নিয়ে CAMS-এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। CAMS চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে সরকারি কারিগরি ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার, ২০২০' অর্জন করেছে।

খ.৭.২১ তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামারদের একটি দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম 'সুরক্ষা' www.surokkha.gov.bd সিস্টেম প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুতকৃত সুরক্ষা সিস্টেম সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদানসহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা সিস্টেম স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যবহার করতে পারবে। উক্ত সিস্টেমের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিভাগ, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ সিস্টেমের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

খ.৭.২২ ৫,০০০ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ৩০০টি স্কুল অফ ফিউচার স্থাপনের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪০টি জেলার আবেদন যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার ৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

খ.৭.২৩ iDEA প্রকল্প দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল হতে আইসিটি ভিত্তিক উদ্ভাবনী ধারণার ১০০টি স্টার্টআপকে 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)' প্রদান করার কার্যক্রম শুরু করেছে। নির্বাচিত সেরা ৩৬টি স্টার্টআপকে ১০ লক্ষ টাকা করে 'গ্র্যান্ট' এর অর্থ প্রদান করার পাশাপাশি 'বিগ' ফাইনাল রাউন্ডের জন্য মনোনয়ন দেয়া হবে এবং একইসাথে একটি সেরা স্টার্টআপকে দেয়া হবে বিশেষ সম্মাননা। ইতোমধ্যে টিভি রিয়েলিটি শো-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খ.৭.২৪ 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯,২৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা স্ব স্ব পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকারী হিসাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে;

খ.৭.২৫ জাতীয় ফোর টিয়ার ডেটা সেন্টার ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিডেট গঠন করা হয়েছে।

খ.৭.২৬ আইসিটি বিভাগের অধীনে সরকারের একমাত্র ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড' কোম্পানি ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ২০১৫ সাল থেকেই আইসিটি বিভাগের নানা উদ্যোগ বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে অবদান রেখে আসছে। বর্তমানে ২,০০০ এরও বেশি স্টার্টআপ বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। প্রতি বছর ২০০টি নতুন স্টার্টআপ বাংলাদেশের বাজারে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড' উদ্বোধন করে 'শতবর্ষে শত আশা' ক্যাম্পেইন যার মাধ্যমে ৫০টি স্টার্টআপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা হবে সর্বমোট ১০০ কোটি টাকা। এরই বাস্তবায়নে ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রথম সিরিজের ০৭টি স্টার্টআপ কোম্পানিতে বিনিয়োগের ঘোষণা ও চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

খ.৭.২৭ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রতিবেদন ও ফাইল শেয়ারিং এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সংরক্ষণের বিষয় সহজিকরণের লক্ষ্যে 'ইনসার্ভিস ফাইল সার্ভার' শীর্ষক একটি ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। উক্ত সেবার ব্যবহার দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন করেছে এবং এ সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে শেয়ারিং ও সংরক্ষণ সহজতর হয়েছে।

খ.৭.২৮ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের CBS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Core Business Team গঠন এবং FRSM প্রস্তুতির কাজ চালু করা হয়েছে। ভেন্ডর কর্তৃক প্রদত্ত CBS এর Phase-1 মডিউলের FRSM ডকুমেন্টসমূহ যাচাই-বাছাই করে Core Business Team কর্তৃক Feedback দেয়ার কাজ চলমান রয়েছে। কোর ব্যাংকিং সল্যুশন সফট্ওয়্যার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় টেন্ডারিং সম্পন্ন ও LEADS corporation Ltd-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন; নতুন CBS এ Data Migration-এর জন্য ভেন্ডরের সাথে প্রাথমিকভাবে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে PKB Systems সফট্ওয়্যার থেকে নতুন CBS এ Data Migration-এর চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ.৭.২৯ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সরকারের প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে 'ই-জুডিসিয়ারি' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

খ.৭.৩০ ভূমি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসকে স্ব স্ব প্রশাসনিক এখতিয়ারের মধ্যে রেখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সাথে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আন্তঃসংযোগ বাস্তবায়নে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় ও মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে (উত্তরা, খিলগাঁও, গুলশান, আনোয়ারা, পাহাড়তলী, রূপগঞ্জ, টুঙ্গীপাড়া, কসবা, কুমারখালী, বাসাইল, চারঘাট, তাজপুর, চিরিরবন্দর, নান্দাইল, সাভার, নাগরপুর, হিজলা) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহে অনলাইন ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ইলেকট্রনিক এলটি নোটিশ জারি করা হচ্ছে।

খ.৭.৩১ কৃষির আধুনিকায়নে ডিজিটাল সেবাসমূহ যেমন- লক্ষণ দেখে রোগ বালাই নির্ণয়, নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহার, অনলাইন বা অফলাইনের মাধ্যমে কৃষকদের সার সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষকবন্ধু' ফোনসেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য প্রদান চলমান আছে। রাইস ডক্টর ও রাইস নলেজ ব্যাংক শিরোনামে দুটি মোবাইল এ্যাপস তৈরির মাধ্যমে ই-কৃষির প্রচলনপূর্বক তথ্য ও সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন ডিসপ্লে বোর্ডের সাহায্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদরসহ বিভিন্ন বাজার তথ্য সম্প্রচার করা হচ্ছে। গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়াসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন। দশটি কৃষি অঞ্চলে আইসিটি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। 'সদাই' শিরোনামে মোবাইল এ্যাপসভিত্তিক কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষক কৃষি বিষয়ক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০টি কলের সমাধান প্রদান করা হচ্ছে।

খ.৭.৩২ সরকারি ধান ক্রয়ে মধ্যসত্বভোগীরা যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে দেশের ২১০টি উপজেলায় 'কৃষকের এ্যাপস'-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান ক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সেইসাথে মিলারদের নিকট থেকে চাল ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে এ অর্থবছরে ৩৪টি উপজেলায় অনলাইনভিত্তিক চাল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Online Food Stock and Market Monitoring System প্রবর্তনের জন্য ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল LSD/CSD/Silo ও বিভিন্ন অফিসে ১,৬৭৪টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ICT যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে এবং ICT Software development, Networking, Connectivity, Training, DC & DR স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা শহরের ০৩টি মেগাশপের ০৫টি আউটলেটে টেম্পারেচার ডেটালগার (TDL) স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণাগারের কুল চেইনে তাপমাত্রা সার্বক্ষণিক মনিটরিং এবং অনলাইন মনিটরিং অ্যাপস 'নজর' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ০৬টি হোটেল-রেস্তোরাঁকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।

খ.৭.৩৩ বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সচিবালয়/অধিনস্থ/দপ্তর/মাঠপ্রশাসনের সকল (বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন) কার্যালয়ের বাজেট কোয়ার্টার ভিত্তিক বণ্টন ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব ibas^{++} এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। Web Based e-Store Management Software-এর মাধ্যমে ই-স্টোর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কল্যাণ অনুদান প্রদান কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করার জন্য Financial Grant Management System সফট্ওয়্যার ব্যবহার চালু করা হয়েছে। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ উক্ত সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে নিষ্পত্তি করে চেকের পরিবর্তে EFT'র মাধ্যমে আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে সরাসরি অনুদানের অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের আবেদন ও উক্ত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে সফট্ওয়্যার ডেভেলপমেণ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেবাপ্রার্থীর নামে যৌথবীমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন অনুদানের মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT'র মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

খ.৭.৩৪ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার-৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের ১,০০০টি অফিসে স্থাপিত ভেরিফাইড প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) কানেকটিভিটি উদ্বোধন করা হয়েছে। এর ফলে পুলিশের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন হয়েছে।

খ.৭.৩৫ জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন ন্যাশনাল টেলিকমিউকেশন মনিটরিং সেণ্টারে দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনসম্মত নজরদারি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি Open Source Intelligence Technology (OSINT) সংযোজিত হয়েছে। একটি ভেহিক্যাল মাউণ্টেড মোবাইল ইণ্টারসেপশন ক্রয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ চলমান রয়েছে। সংস্থাটির Storage System: Expansion of Data Center Infrastructure and related services-এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। একটি 'Integrated Lawful Interception Procurement of Integrated Lawful Interception (LI) System –Social Media Monitoring System (OSINT) and Related Services' এবং ১টি ভেহিক্যাল মাউণ্টেড মোবাইল ইণ্টারসেপ্টরের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

খ.৭.৩৬ বিটিভি মোবাইল এ্যাপস চালু করেছে। মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে বিটিভির সংবাদ ও সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া উইংয়ের ইউটিউব চ্যানেল btv smw1-এ প্রচার করা হচ্ছে।

খ.৭.৩৭ NAPD কর্তৃক ৮০টি অনক্যাম্পাস/অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে ১,৯২৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তপাঠের মাধ্যমে ১টি প্রশিক্ষণে ২২৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। ৫টি কর্মশালায় ৩৩৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

খ. ৭.৩৮ রিভার এন্ড কোস্টাল হাইড্রোলিক বিভাগের মাধ্যমে নদী শাসন, নদী ভাঙ্গনরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী পুনরুদ্ধার, নদীর পলল ব্যবস্থাপনা, নদী খনন ও নদীর মোহনা ও উপকূলীয় সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে বিদ্যমান ভৌত মডেল পরিচালন সুবিধাদি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কোস্টাল এলাকার ভৌত মডেল পরিচালনার জন্য 2D ও 3D ওয়েভ মেকার স্থাপন করা হয়েছে।

খ.৭.৩৯ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ X-Ray Screener Machine পরিচালনা এবং করোনার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিমানবন্দরের অপারেশন কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে সর্বমোট ১৯৪ জন বিমান বাহিনী সদস্য AVSEC-এর অধীনে দায়িত্ব পালন করছে। তথ্যপ্রযুক্তির সেবা সকলের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে Aircraft Occurrence Investigation Archive (AOIA), Hospital Management Software (HMS), Air Passage Request Formসহ অন্যান্য সফট্ওয়্যার Develop করা হয়েছে।

খ.৭.৪০ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) কর্তৃক সম্পন্ন গবেষণা কাজের ফলাফলের মাধ্যমে স্যাটেলাইট উপাত্তের উপর ভিত্তি করে দেশে বর্ধিত বন্যা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ব্যবস্থা (Extended Flood Monitoring System) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্ধিত বন্যা কবলিত এলাকা, বন্যা সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও বন্যা কবলিত জনসংখ্যার তথ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সরবরাহ করা হচ্ছে। ভূ-উপগ্রহচিত্র ব্যবহার করে সারাদেশের বোরো ও আমন ফসলের আবাদি এলাকার পরিমাণ নিরূপণের একটি ব্যবস্থা (Crop Acreage Monitoring System) স্পারসোতে স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে স্পারসো দুই দশক ধরে আবাদি এলাকার পরিমাণ নির্ণয় এবং মানচিত্র ও পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ করে থাকে। উক্ত সংস্থাদ্বয়ের তথ্যের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশে বোরো ও আমন ফসলের উৎপাদনের তথ্য প্রস্তুত করা হয়।

খ.৭.৪১ ডিজিটাল ওয়েদার সিস্টেম স্থাপন এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অতি দ্রুত আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আদান-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপাত্ত ও তথ্যাদি সহজে প্রাপ্তির লক্ষ্যে ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। Global Information Services Center (GISC), টোকিও'র-এর সাথে আবহাওয়া তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানের জন্য ব্যাক-আপ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার স্থাপনের মাধ্যমে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে সঠিক আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রদানের ফলে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে। রাঙামাটি, সিলেট, শ্রীমঙ্গল ও নেত্রকোনা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে অপটিক্যাল বৃষ্টিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।

খ.৭.৪২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক তৈরি সফট্ওয়্যার Prime Minister's Commitment Monitoring Systems-এর মাধ্যমে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করে থাকে। এ সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে প্রতিশ্রুতিসমূহের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা যায়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষে নির্বাহী সেল এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে থাকে। 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০' অনুমোদিত হয়েছে এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে বিডা অনলাইনভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল কার্যক্রম চালু করেছে। উক্ত পোর্টালের মাধ্যমে ৩৫টিরও অধিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রায় ১৫৪টি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে এ পর্যন্ত ২৫টি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং বিডাসহ ১৫টি প্রতিষ্ঠানের ৪৭টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

খ.৭.৪৩ বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বিএমইটি'র মাধ্যমে 'Amiprobashi Apps' চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীরা তাদের তথ্য প্রদান করতে পারেন এবং তথ্য জানতে পারেন। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীগণের ডেটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর সহায়তায় Return Migrant Management Information System (ReMiMIS) সফট্ওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। বিএমইটি'র জন্য ILO-এর সহায়তায় Systech Digital Limited কর্তৃক ডেভেলপকৃত Recruiting Agencies Information Management System (RAIMS) ডেভেলপ করা হয়েছে। যা বিএমইটি'র সার্ভারে ইনস্টল ও হোস্টিং করা হয়েছে। উক্ত সফট্ওয়্যার ব্যবহারের জন্য www.raims.bmet.gov.bd শিরোনামে URL-এর একটি ডোমেইন নির্বাচন করা হয়েছে। ILO-এর সহায়তায় D-net নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডেভেলপকৃত Online Complaint Management Software ডেভেলপ করা হয়েছে। লিডস কর্পোরেশন কর্তৃক ডেভেলপকৃত ট্রেনিং মডিউল ব্যবহার করে এ্যাটেনডেন্ট বেজড অনলাইন ট্রেনিং সার্টিফিকেট চালুকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ.৭.৪৪ ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে ডাক অধিদপ্তর ও ফিন্যানন্সিয়াল সার্ভিস নগদের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ অনুযায়ী ই-মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ই-মনিটরিং এ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইন বিদ্যালয় পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেমের আওতায় তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ডিসেমিনেশন কার্যক্রম চলমান আছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক মুজিববর্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং করোনাকালীন অনলাইন বা ভার্চুয়াল সেবা প্রদান করা হয়েছে।

খ.৭.৪৫ পোষাক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। পাট ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্সিং কার্যক্রম অনলাইনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোনালী আঁশ নামক মোবাইল এ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

খ.৭.৪৬ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জুলাই ২০১৯ হতে 'Online Licensing Module (OLM)'-এর মাধ্যমে আইআরসি, শিল্প আইআরসি, ইমপোর্ট পারমিট, এক্সপোর্ট পারমিটসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্য ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রদেয় কাগজপত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

খ.৭.৪৭ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে সরকার ই-কমার্সকে গুরুত্ব দিয়েছে। ই-কমার্সে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ই-বাণিজ্য করব, নিজের ব্যবসা গড়ব' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং এ খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে যা পরবর্তী সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ২০২০ সালে সংশোধন করা হয়েছে। ডিজিটাল কমার্সকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার লক্ষ্যে 'ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ.৭.৪৮ অভিযোগকারীবৃন্দ যাতে ঘরে বসে তাদের দাখিলকৃত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় 'ই-নোটিফিকেশন' শীর্ষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ভোক্তা সাধারণের অভিযোগ দায়েরের জন্য ভোক্তা বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এটুআই'র একসেবা (৩৩৩)-এর সাথে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের কার্যক্রমে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্সের আওতায় সদর দপ্তরসহ আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ ইতোমধ্যে আধুনিকায়ন করা হয়েছে ও ওয়েবসাইট চালুকরাসহ সকল তথ্যাদি

নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। সেবাগ্রহীতাদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং দপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনার জন্য Online Licensing Module (OLM)-এর আওতায় অনলাইনে আমদানি (IRC) ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ERC) ইস্যু করা হচ্ছে। পাশাপাশি এ দপ্তরের সেবা প্রদানের Procedural Steps কমানো হয়েছে। মাঠপর্যায়ে আঞ্চলিক অফিসসমূহে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত প্রায় ১৭টি সেবা OLM-এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। সোনালী ব্যাংক-এর সাথে 'সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের' মাধ্যমে online payment facility চালু হয়েছে ফলে গ্রাহক ঘরে বসেই পেমেন্ট করতে পারছে।

খ.৭.৪৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ১,৩৫৯টি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় মোট ১৪,০৪৬ জন দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছেন। উক্ত সময়ে ই-জিপি সিস্টেমে ৯৮,৬৩৪টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মোট ৭৮,৭৮৩টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। নতুন দুটি ব্যাংক: কমিউনিটি ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে ই-জিপির আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক সিটিজেন ওয়েবপোর্টাল চালু করা হয়।

খ.৭.৫০ জিটুজি ভিত্তিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের CNS-ATM (Communications, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management) সিস্টেমসহ রাডার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে। 'Beautiful Bangladesh' শিরোনামে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের Android ও iOS ভার্সনে একটি এ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। উক্ত এ্যাপ্লিকেশনে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ-হেরিটেজ, আর্কিওলজি, কালচার ও ফেস্টিভ্যাল, সি বিচ ইত্যাদির তথ্য ও ছবিসহ বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এসব স্থানে ভ্রমণ বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশ করা রয়েছে।

খ.৭.৫১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' ও 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। Mobile Financial Service (MFS) প্রতিষ্ঠান 'নগদ' এবং 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ উপকারভোগীদের নিকট জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়েছে। মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ'-এর মাধ্যমে ৩৯টি জেলা এবং 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে ২৩টি জেলার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়েছে। Financial Aid Management System (FAMS) সফট্ওয়্যার-এর মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। অনলাইন আবেদন লিংক www.welfaregrant.gov.bd, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে এই ই-সেবা প্রদান করা হয়।

খ.৭.৫২ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) রয়েছে, যা জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। Rules of Business 1996 এর বিধি- 31A এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৩৯ ধারা অনুযায়ী আইন, নীতিমালা, বিধিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে খসড়া প্রকাশ করে স্টেকহোল্ডার ও জনসাধারণের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। ওয়েবসাইটে এ বিভাগের নিজস্ব ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উভয় Grievence Redress system (GRS) Link এবং ফেসবুক পেজের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি মতামত, পরামর্শ বা অভিযোগ জানাতে পারেন এবং প্রাপ্ত মতামত, পরামর্শ বা অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষপ দ্রুততম সময়ে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়। এ ওয়েবসাইটে একটি সমৃদ্ধ ই-

লাইব্রেরিও রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ও স্থাপনা সম্পর্কিত উপাত্ত অনলাইন ভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনা ডেটাবেজে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা হয়। এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুবিধার্থে অনলাইনভিত্তিক মামলা ব্যবস্থাপনা ডেটাবেজ রয়েছে, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক অডিট ব্যবস্থাপনা ডেটাবেজ রয়েছে। এ ডেটাবেজ থেকে অডিট আপত্তি সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য এবং সম্পৃক্ত কর্মচারীর বিষয় জানা যায়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রক্রিয়াকৃত দরপত্রসমূহের অগ্রগতি মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অর্থবছর ভিত্তিক দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন, পুনঃমূল্যায়ন এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের কাজে অতিবাহিত সময় এবং কার্যক্রমের ধাপসমূহ সহজে মনিটর করা যাচ্ছে।

খ.৭.৫৩ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) গ্রাহকসেবার বিভিন্ন কার্যক্রমে তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করায় সেবার মান ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে: স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, মোটরযান কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায়, মোটরযানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট, বিভিন্ন সেবা গ্রহণের জন্য এসএমএস-এর মাধ্যমে গ্রহীতাকে অবহিত করা ইত্যাদি। মোটরযানের ফিটনেস কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণ ও ভিড় এড়াতে অনলাইনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল ও বায়োমেট্রিক্সের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, অনলাইনে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) bsp.brta.gov.bd-এর মাধ্যমে মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন গ্রহণ এবং অনলাইনে প্রদেয় সেবাসমূহ পেতে বিআরটিএ'র কলসেন্টার (১৬১০৭) চালু করা হয়েছে।

খ.৭.৫৪ বিআরটিসি'র নতুন বাসে যাত্রীদের ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে বিআরটিসি ও সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং জনসচেতনতামূলক উদ্ধৃতি অবহিত করা হচ্ছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ভিডিওচিত্র প্রর্দশন ও সংস্থার কার্যক্রম প্রচারের জন্য প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জোয়ার সাহারা, কল্যাণপুর ও গাবতলী ডিপোতে পরীক্ষামূলকভাবে ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নাধীন 'অনলাইন ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট' সফট্ওয়্যার ব্যবহারের ফলে সারাদেশে গাড়ীসমূহের অবস্থান তাৎক্ষণিকভাবে জানা, ডিপোসমূহের নিয়মিত আর্থিক আয়-ব্যয় প্রধান কার্যালয় হতে মনিটরিং, প্রতিদিনের রুটসমূহের বিস্তারিত বিবরণ জানা যাচ্ছে। এর ফলে বিআরটিসি'র অপারেশন কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় সহজ হয়েছে ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। আমদানিকৃত নতুন ৫০০টি বাসে ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) সংযোজন করা হয়েছে।

খ.৭.৫৫ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দরপত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-জিপি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,৭৮৯টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) পাশাপাশি সরকারি বরাদ্দকৃত প্রকল্প, উপ-প্রকল্প এবং প্রকল্পের উপাদানের তথ্য প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (পিএমএস)-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়। মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ Axle Load Control Station-এর কর্মকান্ড ওয়েববেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় মেঘনা, গোমতী, বাথুলী ও সীতাকুন্ডে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর, মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়, বিভিন্ন প্রকল্প, সেতুর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ Available নথিসমূহ ডিজিটালাইজ করার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল আর্কাইভ

সিস্টেমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হওয়া ব্যবহারের অনুপযোগী ডকুমেন্টসমূহ ব্যবহারের উপযোগী করে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ অধিদপ্তরের ক্রয় কাজে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারদের কর্মদক্ষতা, দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন করার জন্য ঠিকাদারদের একটি পরিপূর্ণ ডেটাবেজ: Tenderer Database Management System (TDMS) তৈরি করা হয়েছে। এ দপ্তরের জন্য সড়ক ও সেতু মনিটরিং কার্যক্রমের জন্য মনিটরিং এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। করোনার কারণে ভার্চুয়াল সভার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ ভিডিও কনফারেন্সের পাশাপাশি জুম এ্যাপসের মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

খ.৭.৫৬ ডিটিসিএ'র ওয়েবসাইটে (www.dtca.gov.bd) নিয়মিত গুরুত্বপুর্ণ কর্মকান্ড শেয়ার করা হয়। ডিটিসিএ'র কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ভাইবার ও ফেসবুক গ্রুপ খোলা হয়েছে, সেখানে দেশের ট্রান্সপোর্ট সংক্রান্ত গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা, লেখা, খবর ও মতামত শেয়ার করা হয়ে থাকে। ডিটিসিএ কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মশালা, গণশুনানি, পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে নিয়মিত শেয়ার করা হচ্ছে।

খ.৭.৫৭ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) রয়েছে। ডিএমটিসিএল-এর কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ওয়েবসাইটের সেবা বক্সসমূহ, Frequently Asked Question (FAQ) এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এর ফলে ডিএমটিসিএল'র কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারে এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে। এ ওয়েবসাইটে Facebook Page, Image Gallery ও Video Gallery তে ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে। ভিডিও গ্যালারিতে ইউটিউব-এর লিংক সংযুক্ত আছে। ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তাৎক্ষণিক গ্রুপভিত্তিক কর্মকর্তাদের অবহিত করার জন্য DMTCL-SMC, DMTCL এবং DMTCL-Grade 10 শিরোনামে তিনটি Messenger Group রয়েছে। ডিএমটিসিএল সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা ইত্যাদিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে টোল ফ্রি নাম্বারসমূহ সন্নিবেশ করা আছে। সকল দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়মিত ই-মেইল ও দাপ্তরিক কাজে ই-নথি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সরকারি webmail-এ ডিএমটিসিএল-এর কর্মকর্তাদের অনুকূলে @dmtcl.gov.bd বরাদ্দ আছে। রাজস্ব খাত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। করোনায় ভার্চুয়াল সভার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ ভিডিও কনফারেন্সের পাশাপাশি জুম এ্যাপসের মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। কম্পিউটার ভাইরাস সংক্রমণরোধে ও কাগজের ব্যবহার হ্রাসে ডিএমটিসিএল ও প্রকল্প কার্যালয়সমূহকে LAN ও WAN-এর আওতায় আনা হয়েছে এবং সকল ডকুমেণ্ট ও তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য ডিএমটিসিএল ডিজিটাল আর্কাইভ শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

খ.৭.৫৮ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) কর্তৃক প্রণীত e-Service Roadmap Plan, 2021-এর আওতায় Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের ডিপিপি'তে নতুন প্যাকেজ সংযোজন করা হয়েছে। Management Information System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) প্রবর্তনের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দ্রুত Project Documents আদান প্রদানের লক্ষ্যে Cloud Based ACONEX সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে ডিএমটিসিএলকে Electronic Document Management System (EDMS)-এর আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য Communication Based Train Control System (CBTC) চালুর জন্য Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Supervision (ATS) ও Moving Block System (MBS) সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। এর অংশ হিসাবে Public Information System

(PIS)-এর আওতায় Automatic Next Station Display and Announcement Inside Coach এবং Automatic Display and Announcement of Train Arrival Time in Station সংগ্রহের কাজও এগিয়ে চলছে। মেট্রোরেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবং Internet Protocol (IP) Camera System সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে Smart Card Based MRT Pass এবং Automatic Fare Collection (AFC) System সংগ্রহের কাজ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে।

খ.৭.৫৯ মেট্রোরেলের যাত্রীদের চলাচলের সুবিধার্থে Rapid Pass-এর সাথে Compatible করে MRT Pass-এর ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। একই স্থান থেকে MRT Pass এবং Rapid Pass রিচার্জ করা যাবে।

খ.৭.৬০ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫,৮৭,২৫৯টি ই-পাসপোর্ট বিতরণসহ ৩,১০, ৪২,৩৬৫টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও ১৬,০৫,১২৫টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে। ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির জন্য উত্তরা পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কুগলার মেশিন (Kugler Machine) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজস্ব ভবনে দৈনিক গড়ে ৯,০০০ থেকে ১০,০০০ ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরি হচ্ছে।

খ.৭.৬১ অর্থ বিভাগের উদ্যোগে চালুকৃত পেমেন্ট সিস্টেম 'এ-চালান'-এ ইতোমধ্যে ই-পাসপোর্ট যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ই-পাসপোর্টের অর্জিত রাজস্ব সরাসরি সরকারের কোষাগারে জমা হবে। NID ডেটাবেজের সাথে ই-পাসপোর্টের ডেটাবেজের অনলাইন ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

খ.৭.৬২ পানির পাম্পে SCADA স্থাপন করে ওয়েব ও মোবাইল এ্যাপ দ্বারা গভীর নলকূপের অপারেশন, কন্ট্রোল এবং মনিটর কার্যক্রম পরিচালনা করে ঢাকা ওয়াসা পরিচালন ব্যয় কমিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

খ.৭.৬৩ ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্যদের সুপেয় পানির চাহিদা মেটানোর জন্য ঢাকা ওয়াসা বিভিন্ন জোনাল এরিয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরের ৩০টিসহ মোট ২১০টি পয়েন্টে ATM (Automated Trailer Machine**)** বুথ স্থাপন করেছে।

খ.৮ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ২৬,৮১৩টি এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও উপকারভোগীর সংখ্যা ১২,৪৮,৮৭৯ জন। বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৮৪ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ৪৪,২৫৬টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল এবং বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ১৩,০৯০ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে ১৭,৪৪৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারীর সংখ্যা ১২,৬০৬ জন হ্রাস পেয়েছে।

খ.৯ সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সংখ্যা

২০২০-২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ৩৩,১৬১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ৭,৯১,২৩৬ জন অংশগ্রহণ করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ৪৮,৫৬১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ২০,৫৮,৪৬৮ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ১৫,৪০০টি।

খ.১০.ক. সরকারি কাজে রাষ্ট্রপ্রধানের বিদেশ সফর : কোন সফর হয়নি।

খ.১০.খ. সরকারি কাজে সরকার প্রধানের বিদেশ সফর : কোন সফর হয়নি।

খ.১১ বিদেশি রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর

(১) ১৯-২০ মার্চ ২০২১ মেয়াদে শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Mahinda Rajapaksa বাংলাদেশ সফর করেন।

(২) ২২-২৩ মার্চ ২০২১ মেয়াদে নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Mrs. Bidya Devi Bhandari বাংলাদেশ সফর করেন।

(৩) ২৩-২৫ মার্চ ২০২১ মেয়াদে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Dr. Lotay Tshering বাংলাদেশ সফর করেন।

(৪) ২৬-২৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Shri Narendra Modi বাংলাদেশ সফর করেন।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি ৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ঢাকা সফর করেন। সফরে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ২৩-২৪ এপ্রিল ২০২১ মেয়াদে অনুষ্ঠিত 'লিডার্স সামিট অন ক্লাইমেট'-এর নিমন্ত্রণপত্র প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী এবং সরকারের শীর্ষক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত কেরির আলোচনায় বিশ্বে জলবায়ুর অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজন ক্ষমতা এগিয়ে নিতে এবং গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য কপ-২৬ কে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য দেশসমূহের আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারার বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছিল।

(৬) ২ জুন ২০২১ তারিখে জলবায়ু বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন কপ ২৬-এর প্রেসিডেন্ট এবং ব্রিটিশ এমপি অলক শর্মা দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন। সফরে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে অলক শর্মার দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠক শেষে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পেশাগত দক্ষতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য একটি যৌথ বিবৃতি দেয়। কপ-২৬ এর প্রেসিডেন্ট জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত 'UK-Bangladesh Climate Partnership Roundtable' নামক একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এই সেমিনারে মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; মাননীয় মন্ত্রী বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতিসহ সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

(৭) ১৪-১৬ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের Deputy Secretary of State Stephen E. Biegun এবং ৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে US Special Presidential Envoy for Climate (SPEC) John Kerry বাংলাদেশ সফর করেন। প্রতিনিধিদ্বয় বাংলাদেশ সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

(৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭-২৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে প্রতিবেশী পাঁচটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান/সরকার প্রধান মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। ১৭-১৯ মার্চ মেয়াদে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি জনাব ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ্‌র আগমনের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক এ বর্ণিল উদ্‌যাপন কর্মসূচির সূচনা ঘটে। এরপর শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী জনাব মাহিন্দা রাজাপাকসা ১৯-২০ মার্চ ২০২১ মেয়াদে, নেপালের রাষ্ট্রপতি মিসেস বিদ্যা দেবী ভান্ডারী ২২-২৩ মার্চ ২০২১ মেয়াদে এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ড. লোটে শেরিং ২৩-২৫ মার্চ ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন। সবশেষে ২৬-২৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের মধ্য দিয়ে ১০ দিনব্যাপী চলমান কর্মসূচির সফল সমাপ্তি ঘটে।

(৯) ২৫-২৬ মে ২০২১ মেয়াদে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট H.E. Mr. Volkan Bozkir বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরকালে তিনি কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের সার্বিক অবস্থা সরজমিনে পরিদর্শন করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

খ.১২ মন্ত্রী ও সচিববৃন্দের ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে/বিদেশে)

২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রিবৃন্দ ৯২৬ দিন দেশে ও ১৯১ দিন বিদেশে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রিবৃন্দ ১,৩৬৬ দিন দেশে ও ২৯৩ দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। সচিবগণ ১,০৪৭ দিন দেশে ও ৯০ দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন।

(গ) আইনশৃঙ্খলা

গ.১ অপরাধ

অপরাধ	অপরাধের সংখ্যা			
	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	অপরাধের হ্রাস (-)/ বৃদ্ধি (+) এর সংখ্যা	অপরাধের হ্রাস (-)/ বৃদ্ধির (+) শতকরা হার
খুন	৩,৪৫৮	৩,৪৮৫	- ২৭	- ০.৭৭
ধর্ষণ	৭,২২২	৫,৮৪২	+ ১,৩৮০	+ ২৩.৬২
অগ্নিসংযোগ	১৮৬	১৪১	+ ৪৫	+ ৩১.৯১
এসিড নিক্ষেপ	১৭	৮	+ ৯	+ ১১২.৫০
নারী নির্যাতন	১৪,৫৬৭	১২,৬৬০	+ ১,৯০৭	+ ১৫.০৬
ডাকাতি	৩২১	৩৩৬	- ১৫	- ৪.৪৬
রাহাজানি	১,০৪৮	৯১৯	+ ১২৯	+ ১৪.০৪
অস্ত্র আইন	১,৭৪৭	২,১৬৬	-৪১৯	- ১৯.৩৪
বিস্ফোরক দ্রব্য	২২২	১৫৪	+৬৪	+৪৪.১৬
মোট	২৮,৭৮৮	২৫,৭১১	+ ৩,০৭৭	+ ১১.৯৭

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

২০২০-২১ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় খুন, ডাকাতি এবং অস্ত্র আইন সংক্রান্ত অপরাধ হ্রাস পেলেও ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, রাহাজানি এবং বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ.২ কারাবন্দি

বন্দির ধরন	বন্দির সংখ্যা		
	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	বন্দির সংখ্যার হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)
পুরুষ হাজতি	৫৮,২০০	৫৫,৭০৩	+ ২,৪৯৭
পুরুষ কয়েদি	১৪,৪২৩	১২,৯৭০	+ ১,৪৫৩
মহিলা হাজতি	২,৩৭১	২,৩৬৮	+ ৩
মহিলা কয়েদি	৫৬৩	৫৪৮	+ ১৫

বন্দির ধরন	বন্দির সংখ্যা		
	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	বন্দির সংখ্যার হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)
শিশু হাজতি	৫	০০	+ ৫
শিশু কয়েদি	০০	০০	-
ডিটেইনি	০০	০০	-
রিলিজড প্রিজনার (আরপি)[২]	১২৩	৯৩	+ ৩০
মোট	৭৫,৬৮৫	৭১,৬৮২	+ ৪,০০৩

সূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

[২]যে সকল বিদেশি বন্দি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় কারাগারে আটক আছেন তাদের সংখ্যা 'আরপি' নামে আলাদা সারিতে দেখানো হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সকল ধরনের বন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ.৩ মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	২,০০৩	১,৮৯৫	(+) ১০৮
মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছে এমন আসামির সংখ্যা	৩	২	(+) ১

সূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গ.৪. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)
২৯টি আইন	১৮টি আইন

সূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট ঙ**-এ দেখানো হলো। প্রণীত/সংশোধিত বিধি ও নীতিসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট চ ও ছ**-তে দেখানো হলো।

গ.৫ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জীভূত মামলা ও আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জীভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জীভূত সংখ্যা	মন্তব্য
মামলা-২৯,৩৬৭ আসামী-১,৬১,২৭১	২,০৪১	৫১,৩৬০	২১,১৪২	মামলা-৮,৮২৭ আসামী-২১,৭২৯	ক্রমপুঞ্জিভূত অভিযোগপত্র দাখিল সংখ্যা ২৫,৮০৯

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

গ.৬ সীমান্ত-সংঘর্ষ

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত	২৬ জন	৩৭ জন	(-) ১১
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত	-	-	-

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

২০২০-২১ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় দেশের সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষ হ্রাস পেয়েছে।

গ.৭ সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের জীবনহানি

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
বিএসএফ কর্তৃক	২০ জন	২৬ জন	(-) ৬
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক	-	-	-

সূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগ।

গ.৮ ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমপুঞ্জীভূত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	পূর্ববর্তী অর্থবছরে (২০১৯-২০) শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পূর্ববর্তী অর্থবছরে (২০১৯-২০) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
২০,০৬,০৩১	৬১,৩২৯	৫৬,৪২১	৫,৬৯,৩৬২	৬,৬১,৪৭৭

সূত্র: আইন ও বিচার বিভাগ।

(ঘ) সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম

ঘ.১ শিক্ষা

ঘ.১.১ প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (জন) (গ্রস এনরোলমেন্ট ৫-১৫ বছর বয়স)			ঝরে পড়ার হার (শতাংশ)	শিক্ষকের সংখ্যা	
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট		মোট (জন)	মহিলা (শতাংশ)
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫,৫৬৬	৫০,৬১,৯৮৯	৫৫,৯২,৫২৮	১,০৬,৫৪,৫১৭		৩,৬৭,৪৮০	৬৪.২০
অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬৭,২৩৭	৩৫,৩৪,২৯১	৩৪,১৫,০৩১	৬৯,৪৯,৩২২		৩,৭২,৯৯১	৫০.৩৭
শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৪	১৩,৩৪৯	১৪,২৩৭	২৭,৫৮৬	১৭.২০	৯৪৯	৬৯
মোট	১,৩৩,০০২	৮৫,৯৬,২৮০	৯০,০৭,৫৫৯	১,৭৬,০৩,৮৩৯	১৭.২০	৭,৪১,৪২০	৬১.১৯

সূত্র: বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি ২০১৯।

২০২০-২১ অর্থবছরে ঝরে পড়ার হার ১৭.২০ শতাংশ; যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ১৭.৯ শতাংশ।

ঘ.১.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী (৬-১০ বছর বয়স)

প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিক্ষার্থী	গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সি)	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার সংখ্যা এবং শতকরা হার	গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বছর বয়সি)-এর মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা	গমনোপযোগী প্রতিবন্ধী শিশু (৬-১০ বছর বয়সি)-এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় না এমন শিশুর সংখ্যা এবং (শতকরা হার)
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বালক	৮৫,২১,৯৩৩	২২,২৪,৭৫ (১.৩৩ শতাংশ)	৭৯,৭৩৪	৭০,২৯৯ (৮৮.১৭ শতাংশ)
	বালিকা	৮২,৬৭,৬৪৪	১,৪৪,৪২০ (০.৮৬ শতাংশ)	৫২,৭১৭	৪৬,৫০১ (৮৮.২১ শতাংশ)
	মোট	১,৬৭,৮৯,৫৭৭	৩,৬৬,৮৯৫ (২.১৯ শতাংশ)	১,৩২,৪৫১	১,১৬,৮০০ (৮৮.১৯ শতাংশ)
শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়	বালক	১৩,৩৯৫	২২১ (১.৬৫ শতাংশ)	৭৫	৫২ (৭০ শতাংশ)
	বালিকা	১৩,১৭০	১৬৬ (১.২৬ শতাংশ)	৪৭	২২ (৪৭ শতাংশ)
	মোট	২৬,৫৬৫	৩৮৭ (১.৪৬ শতাংশ)	১২২	৭৪ (৬১ শতাংশ)

* কলাম ৪ এবং ৫ এর তথ্য সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রাপ্ত।

ঘ.১.৩ সাক্ষরতা

বয়স	সাক্ষরতার শতকরা হার		গড় (শতকরা হার)
	পুরুষ	মহিলা	
৭+বছর	৭৭.৪	৭২.৪	৭৫.২
১৫+বছর	৭৮.২	৭৩.০	৭৫.৬

সূত্র: Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2020 (BBS)

দেশে গড় সাক্ষরতার শতকরা হার ৭৫.৬ (১৫+ বছর)।

ঘ.১.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ)

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা				পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)	স্নাতক
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৩৮২	১,৯৩,৩৭৫	২,৬৬,১৬২	৪,৫৯,৫৩৭	১৪,০০৮	৭,৩৮৭	২১,৩৯৫	১৭,৬৩,২১৩	১২,৭৯,০৭৫	২,৩৬,০৩১	২,৪৮,৭০৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬,৪০৯	৩৮,৫৭,৯৪০	৪৬,৯৯,২৯৬	৮৫,৫৭,২৩৬	১,৪৮,৫৬৩	৫৫,৬২৬	২,০৪,১৮৯				
স্কুল এ্যান্ড কলেজ (স্কুল শাখা)	১,৩৮৮	৫,৩৩,৩১৮	৫,৯৯,৬০০	১১,৩২,৯১৮	১৬,৯৭৪	৯,৯৪৭	২৬,৯২১				
স্কুল এ্যান্ড কলেজ (কলেজ শাখা)	১,৩৮৮	১,৯৩,৯৪০	২,২২,৪৪৪	৪,১৬,৩৮৪	১৩,৫৫০	৫,৩২৪	১৮,৮৭৪				
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	১,৩৯০	২,০০,১৩০	২,১৩,২৩৬	৪,১৩,৩৬৬	১৮,৬৭২	৬,৭২৪	২৫,৩৯৬				

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা				পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)	স্নাতক
দাখিল মাদ্রাসা	৬,৫৭৫	৫,৪৪,১৫৪	৮,৩২,৩৪৭	১৩,৭৬,৫০১	৫৫,৫৬৬	১১,৩৭৫	৬৬,৯৪১				
আলিম মাদ্রাসা	১,৩৮৫	১,৯২,৩০২	২,৪৭,৭২৬	৪,৪০,০২৮	১৭,২৭৫	৩,৫১২	২০,৭৮৭				
কারিগরি ও ভোকেশনাল	৭,২৫৯	৮,১৩,৬৫২	৩,০৪,৬৮২	১১,১৮,৩৩৪	৪৩,০১৩	১০,৯০৩	৫৩,৯১৬				

*Source: Bangladesh Education Statistics 2019, BANBEIS.

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

ঘ.১.৫ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা			ছাত্রীর শতকরা হার	শিক্ষিকার শতকরা হার
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	-	-
সরকারি	৪৬	৫,০৯,৮০৮	৩,১০,৬২২	৮,২০,৪৩০	১১,৪৬৭	৪,০৫৭	১৫,৫২৪	৩৭.৮৬	২৬.১৩
বেসরকারি	১০৫	২,৪৭,৯৪৭	১,০১,২১৩	৩,৪৯,১৬০	১১,২০০	৪,৮৭০	১৬,০৭০	২৮.৯৯	৩০.৩০
মোট	১৫১	৭,৫৭,৭৫৫	৪,১১,৮৩৫	১১,৬৯,৫৯০	২২,৬৬৭	৮,৯২৭	৩১,৫৯৪	৩৫.২১	২৮.২৬

*Source: Bangladesh Education Statistics 2020, BANBEIS.

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

ঘ.১.৬ চিকিৎসা শিক্ষা

২০২০-২১ অর্থবছরে মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
মেডিকেল কলেজ	৩৮	৭৭	১১৫	৪,২৯৬	ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	৪,২৯৬	ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
নার্সিং ইনস্টিটিউট	৪৬	-	৪৬	-	-	-	-	৩,০৭৫ মিড ওয়াইফারি
							৮১৪ জন নার্সিং	৭,৩২৬ জন নার্সিং
				-	-	-	৪৬০ জন	৪,১৪০ জন
নার্সিং কলেজ	২২টি বেসিক নার্সিং কলেজ		২৭টি	-	-	-	-	-
	৫টি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজ			৬২৫ জন ৫টি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজ			১২৫	১,১২৫ জন

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
নার্সিং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১টি			৬০ জন			১২	১০৮জন
মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল	১১	২০০	২১১	ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে		-	ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি	১৫	৯৮	১১৩	ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে		-	ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	

সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

ঘ.২ স্বাস্থ্য

ঘ.২.১ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত

অর্থবছর	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা)	১ (এক) মাসের কম বয়সের নীচে শিশু মৃত্যুরহার (Neo-natal Mortality Rate) (প্রতি হাজারে)	১ (এক) বছরের নীচে শিশু মৃত্যুরহার (Infant Mortality Rate) (প্রতি হাজারে)	পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
									পুরুষ	মহিলা	মোট
২০১৯-২০	১৮.৩	৫.০	১.৩৭	১৬	২২	২৯	১.৬৯	৬৩.১	৭০.৮	৭৩.৪	৭২.৩
২০২০-২১	১৮.১	৫.১	১.৩৭	১৫	২১	২৮	১.৬৩	৬৩.৯	৭১.২	৭৪.৫	৭২.৮

সূত্র: Source: Bangladesh Sample Vital Statistics 2020, (Sl. No. 1 -10), Published: June 2021 (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)।

ঘ.২.২ স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো-সংক্রান্ত

অর্থবছর	মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স* -এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্সের বিপরীতে জনসংখ্যা		
		সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিক্স	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিক্স
২০১৯-২০	২,৮৮২	৬১৪	৫,৩২১	৫,৯৩৫	৫৪,১০৭	৯১,৫৩৭	১,৪৫,৬৪৪	১,১১,৪১৩	৭১,৩৫৪	৩৬,৪৫৫	১:১,৫০০	১:২৩৪২	১:৪৫৮৪
২০২০-২১	৩,০০০	৬৩৯	৫,৭৪৯	৬,৩৮৮	৬৭,৭১৬	১,০২,৪০৭	১,৭০,১২৩	১,২১,৬৫৭	৭১,৩৬৯ Nurse & Midwifery	৩৪,৮৫৭ (রেজিস্টার্ড প্যারামেডিক্স ৭,৫০০)	১:১৩৯৭	১:২৩৮১	১:৪৮৭৭

সূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

*রেজিস্টার্ড প্যারামেডিকস ফার্মাসিস্ট (৭,৫০০), রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট: ল্যাব/রেডিওগ্রাফী/রেডিওথেরাপী/ফিজিওথেরাপী/ডেন্টাল) এর সংখ্যা ২৭,৩৫৭।

২০২০-২১ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ৪৫৩টি ও বেড সংখ্যা ২৪,৪৭৯টি বৃদ্ধি পেয়েছে*। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হারে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

*১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ জেলা হাসপাতাল ২৫টি, নবসৃষ্ট ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৬টি, নবসৃষ্ট ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ৩টি, নবসৃষ্ট ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ১৩টি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এ্যান্ড ইউরোলজি ২০০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন হওয়ায় হাসপাতাল ও বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। [সূত্র: নার্সিং কাউন্সিল ও বিএমডিসি]

ঘ.৩ হজ-সংক্রান্ত

হজে গমনকারীর সংখ্যা	২০২০-২১			২০১৯-২০		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
	-	-	-	৮৮,৪৪১	৩৭,৮৫৬	১,২৬,২৯৭

সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

করোনার কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশি নাগরিকবৃন্দ হজে যেতে পারেননি।

ঘ.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং দারিদ্র নিরসনের অন্যতম একটি কার্যকর মাধ্যম। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৮১,৮৬৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতের অর্থ বরাদ্দ ৯৫,৫৭৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের ১৬.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩.০১ শতাংশ। ২০২০-২১ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেয়া হলো:

ঘ.৪.১ অর্থ বিভাগ

সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ২৬,৬৯,০০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৭,৭৮,২৪৫ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৩,০১,০০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর ফলে ৮,৫১,১০৫ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা	৭,৭৮,২৪৫ জন	২৬,৬৯,০০০	৮,৫১,১০৫ জন	২৩,০১,০০০
মোট ১টি কর্মসূচি		**৭,৭৮,২৪৫ জন**	**২৬,৬৯,০০০**	**৮,৫১,১০৫ জন**	**২৩,০১,০০০**

ঘ.৪.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ২টি কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ২০,৫৯৯.১৭ লক্ষ টাকায় ১১,৪৮,০৯৬ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৪,১০,৯১৭.৪১ লক্ষ টাকায় ১,৯২,৯৩,৬৪০ জন

উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের বিশেষ ঋণ সহায়তা তহবিল।	২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ নেই।		৪,০৭,২২৩ জন	২০,৩৩২
২.	পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা তহবিল।			১৫,০০,১৫০ জন	৭৩,৩৫৩
৩.	পিকেএসএফ-এর দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি।			৬০,০০,০০০ জন	২৭,৬০২
৪.	পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি।			১,০২,৭৩,৪০৬ জন	২,৬৯,৩২৫
৫.	সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি।	১০,৯০,০৫৬ জন	২০,৪০৭.১৫	১০,৮৯,২২৭ জন	২০,১৯১.৭১
৬.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও জনসংখ্যা, সামাজিক কল্যাণ (ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কম্বল বিতরণ)।	৫৮,০৪০ জন	১৯২.০২	২৩,৬৩৪ জন	১১৩.৭০
মোট ৬টি কর্মসূচি		**১১,৪৮,০৯৬ জন**	**২০,৫৯৯.১৭ লক্ষ টাকা**	**১,৯২,৯৩,৬৪০ জন**	**৪,১০,৯১৭.৪১ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৩ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৫টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৫,১২৫.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮,৫৩,০০৮ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭,৯৫৫.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫,৩৫,৮৬৮ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	কারিগরি শিক্ষায় বৃত্তি	১৩,৪০৬ জন	৪৮০.৩৯	৮৩,৭৫৯ জন	৩,৩৬৭.৫৭৫
২.	সরকারি উপবৃত্তি	৪,০৯,৩০৩ জন	৩৩,৩৭৪.০৫	১,১৪,৬৯৭ জন	৪,৫৮৭.৮৮
৩.	কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা ২০ শতাংশে উন্নীত	৩,৩৬,৯৯৮ জন	-	৩,৩৬,৯৯৮ জন	-

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
৪.	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা ৫ শতাংশ নির্ধারণ	৪১৯ জন	-	৪১৯ জন	-
৫.	এবতেদায়ী, জেডিসি, দাখিল, আলিম, ফাযিল, বিএমএড পেশাগত উপবৃত্তি	৯২,৮৮২ জন	১,৭০৩.২২	৩৩,৯৭৫ জন	১,২৯৮.০৩
মোট ৫টি কর্মসূচি		**৮,৫৩,০০৮ জন**	**৩৫,১২৫.৪৪ লক্ষ টাকা**	**৫,৩৫,৮৬৮ জন**	**৭,৯৫৫.৪৬ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা ও পুনর্বাসন/প্রণোদনার মোট ১৮টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে মোট ৮,০৯,১১৯.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে সারাদেশের জনগণ এবং পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে ৭৪,৪৯,৫৪১ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭,৩১,৯৫৩.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উন্নয়ন সহায়তায় সারাদেশের জনগণ এবং পুনর্বাসন/প্রণোদনায় ১২,৬০,৪৫৫ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	উন্নয়ন সহায়তা (এর মধ্যে সার, বিদ্যুৎ বিলে রিবেট, ইক্ষু ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	সারাদেশ	৭,৬৩,২৩২.৫৮	সারাদেশ	৭,১৮,৮২৫.০০
২.	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে সম্ভাব্য বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের কৃষকের জমিতে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে উৎপাদিত চারা বিনামূল্যে বিতরণ।	৩৫,১৬৬ জন	২১৪.৯০	১২,৬০,৪৫৫	১৩,১২৮.৭৫
৩.	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ভাসমান বেডে রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে উৎপাদিত চারা বিনামূল্যে বিতরণ।	১,২৬৫ জন	৬৯.০৭		

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
৪.	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণের জন্য ট্রেতে নাবী জাতের আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মধ্যে উৎপাদিত চারা বিনামূল্যে বিতরণ।	১,৬০০ জন	৫৪.০৮		
৫.	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ।	৫০,০০০ জন	৩৮২.৫০		
৬.	২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি খরিপ-২/ ২০২০-২১ মৌসুমে ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে বন্যাদুর্গত জেলাসমূহে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ বিতরণ।	১,৫১,৬০০ জন	১,০২৬.৯৩		
৭.	২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি খরিপ-২/২০২০-২১ মৌসুমে ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে বন্যাদুর্গত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপনের জন্য ট্রেতে নাবী জাতের আমন ধানের চারা উৎপাদন ও বিনামূল্যে বিতরণ কর্মসূচি।	১,৬০০ জন	৬.২৪		
৮.	২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে (১ম, ২য় ও ৩য় দফায় অতিবৃষ্টিজনিত ও পাহাড়ি ঢলে বন্যা, জলোচ্ছাসের পানি বৃদ্ধি) ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং রবি/২০২০-২১ মৌসুমে গম, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারি, টমেটো ও মরিচ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি।	১১,৫০,০০০ জন	৯,৮৫৪.৫৫		
৯.	২০২০-২১ অর্থবছরে রবি/২০২০-২১ মৌসুমে বোরো ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন মুগ, পেঁয়াজ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কর্মসূচি।	৮,০০,০০০ জন	৮,৬৪৩.৩০		
১০.	২০২০-২১ অর্থবছরের রবি মৌসুমে বোরো ধান আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের বীজ সহায়তা প্রদান।	১৯,৮৫,৫৬৫ জন	৫,৯৫৬.৬৯		

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১১.	২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ সহায়তা প্রণোদনা কর্মসূচি।	১৪,৯৬,৯৭০ জন	৭,৬০৪.৬১		
১২.	২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে পেঁয়াজ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা কর্মসূচি।	৫০,০০০ জন	২,৫১৬.৫০		
১৩.	২০২০-২১ রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বোরো ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Synchronize Cultivation)-এর লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ হাইব্রিড জাতের বোরো ধান বীজ, সার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা।	১০,০০০ জন	৮৬৪.৩৭		
১৪.	২০২০-২১ অর্থবছরের খরিপ-১ মৌসুমে উফশী আউশ ধান আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত বীজ বিক্রয় বাবদ সহায়তা প্রদান।	১,০৭,৯৩৭ জন	২১৫.৮৭		
১৫.	২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-১/২১-২২ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ।	৪,৫০,০০০ জন	৩,৯৩৭.৫০		
১৬.	২০২০-২১ অর্থ বছরে খরিপ-১/২১-২২ মৌসুমে উফশী আউশ বীজ (ব্রি ধান-৪৮) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ।	৩,০০০ .জন	৯.৬০		
১৭.	২০২০-২১ অর্থবছরের আমন মৌসুমে উফশী আমন ধান আবাদ বৃদ্ধির জন্য বীজ সহায়তা প্রদান।	৯,১৬,৩৩৮ জন	২,৭৪৯.০১		
১৮.	২০২০-২১ অর্থবছরে ২০২১-২২/খরিপ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান।	২,৩৮,৫০০ জন	১,৭৮১.৪৮		
মোট: ১৮টি কর্মসূচি		**সারাদেশ ও ৭৪,৪৯,৫৪১ জন**	**৮,০৯,১১৯.৭৮**	**সারাদেশ ও ১২,৬০,৪৫৫ জন**	**৭,৩১,৯৫৩.৭৫**

ঘ.৪.৫ খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ওএমএস (চাল ও গম), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং এলইআই (গম) কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৭,১১,৩৭৯ লক্ষ টাকায় ১১,৯০,৭০২ মেট্রিক টন চাল ও গম বিতরণের পরিপ্রেক্ষিতে মোট ২১,৪৫,০৭০ জন ব্যক্তি ও ৫০,৭১,৬৭১টি পরিবারকে খাদ্য-নিরাপত্তা বলয়ে আনা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ওএমএস (চাল ও গম), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং এলইআই (চাল ও গম) কর্মসূচির বিপরীতে মোট ১,২১,৭৯৩.০৮ লক্ষ টাকায় ১২,৪১,৬৫০.৯৮ মেট্রিক টন চাল ও গম বিতরণের মাধ্যমে মোট ১৪,২৯,১৪৫ জন ব্যক্তি ও ৭১,৪২,৩৪৬টি পরিবার উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ৩টির তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খাদ্যশস্যের পরিমাণ	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খাদ্যশস্যের পরিমাণ	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ওএমএস (চাল)	৬,৩৭,৯৪০ জন (১,২৭,৫৮৮ মেট্রিক টন)	৩৫,৭২৪	৮২,৬৫০ জন ১,৬৫৩ মেট্রিক টন	৪৯৮.১২
	বিশেষ ওএমএস (চাল)	- -	-	২১ লক্ষ পরিবার ৬৮,৩৮২ মেট্রিক টন	৫,৪৪২.১৬
	ওএমএস (গম)	১৫,০৭,১৩০ জন (৩,০১,৪২৬ মেট্রিক টন)	৪২,১৯৯	১৩,৪৬,৪৯৫ জন ২,৬৯,২৯৯ মেট্রিক টন	৩৭,৭০১.৪০
২.	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি (চাল)	৪৯,৫৬,৬৭১ পরিবার (৭,৪২,০০০ মেট্রিক টন)	৬,৩০,৭০০	৪৯,৭০,০০০ পরিবার ৮,৮৭,৯৪৫ মেট্রিক টন	৭৫,৩৮৬.৪৪
৩.	এলইআই (চাল)	- -	-	২২,৭১৫ পরিবার ৪,৫৪৩ মেট্রিক টন	১,৩৮৮.৯১
	এলইআই (গম)	১,১৫,০০০ পরিবার (১৯,৬৮৮ মেট্রিক টন)	২,৭৫৬	৪৯,৬৩১ পরিবার ৯,৮২৮.৯২৭ মেট্রিক টন	১,৩৭৬.০৫
মোট ৩টি কর্মসূচি		**২১,৪৫,০৭০ জন ও ৫০,৭১,৬৭১ পরিবার**	**৭,১১,৩৭৯**	**১৪,২৯,১৪৫ জন ৭১,৪২,৩৪৬টি পরিবার**	**১,২১,৭৯৩.০৮**

ঘ.৪.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৮,৮৮,৬৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৭৩,৩০,৮৮২টি পরিবার ও ৩১,৪০,১৬৪ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫,৫৬,৩৩৩.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,২৩,৯৬,১৮৫টি পরিবার ও ২৯,১৮,০২০ জন উপকৃত হয় এবং ২,৯৯,৫২৬টি প্ল্যাণ্ট

স্থাপন করা হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

ক্রম	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ভিজিএফ	২,০০,১৬,৮১৮টি পরিবার	৯১,১০৬	১,১৩,৮২,৩৪৭টি পরিবার	৭৪,২৪৭
২.	ত্রাণ কার্য (চাল)	১,১১,৯১,৬৪৪টি পরিবার	৫৫,৯৫৮	১,৬১,৬৬,০০০টি পরিবার	১,০৫,৪৫১
৩.	কম্বল	১০,৭৫,০০০টি পরিবার	৪,৩০০	৮,২৬,১০০টি পরিবার	২,৯৭৯
৪.	ঢেউটিন	৩১,০৮১টি পরিবার	৭,৪৮৯	৭১,২৫৭টি পরিবার	৩,৮৩৫
৫.	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	৯,৬৭,০২৯টি পরিবার	১,৬৩,৬২৬	৯,৬৭,০৩২টি পরিবার	৮২,৯০০
৬.	শিশু খাদ্য	২,০০,০০০টি পরিবার	১,০০০	৫,৫৯,০০০ পরিবার	২,৭৯৫
৭.	গো-খাদ্য	২,০০,০০০টি পরিবার	১,০০০	১২,২০০ পরিবার	৬১
৮.	বন্যা	১,০০,০০০টি পরিবার	৫০০	৯৮,৬০০ পরিবার	৪৯৪
৯.	খরা	২০,০০০টি পরিবার	১০০	-	-
১০.	ঘূর্ণিঝড়	১,০০,০০০টি পরিবার	৫০০	২৪,৪০০ পরিবার	১২২
১১.	অন্যান্য ত্রাণ কার্য (নগদ)	১২,০০,০০০টি পরিবার	৬,০০০	২০,৯৩,১০০টি পরিবার	১০,৪৬৬
১২.	খাদ্যদ্রব্য	৫,০৫,৬০০টি পরিবার	৫,০০০	১,৬০,৫০০ পরিবার	১,৮০০
১৩.	গৃহ মঞ্জুরি	৩১,০৮১টি পরিবার	১,৮৬৫	৩৫,৬২৯ পরিবার	২,১৩৭
১৪.	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা ও কাবিটা)	১৪,০০,০০০ জন	১,৩৫,৬০০.৮৩	১৩,৭৫,০০০ জন	(ক) কাবিখা ৬৪,৩১২.০২৪৯৫ (খ) কাবিটা ৫১,৯০১.৫৯৩৪৬
১৫.	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর)	১৪,৭৫,০০০ জন	১,১৮,৫০০.১৭	১৪,৭৫,০০০ জন	১০,৬১৩.৪৮৪১৭৭
১৬.	দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ	২,৬৫,১৬৪ জন	১,২৬,৪০০	৬৮,০২০ জন	৫০,৯৯১.১৯৩০০
১৭.	সোলার হোম, সোলার স্ট্রিট লাইট, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন	-	-	২,৯৯,৫২৬টি	৯৭,৫৬৪.২৫০০
১৮.	ত্রাণ কার্য (নগদ) বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড়	২,২০,০০০টি পরিবার	১,১০০	১,২৩,০০০টি পরিবার	৬১৬
১৯.	খাদ্যদ্রব্য (শুকনা খাবার)	৫,০৫,৬০০টি পরিবার	৫,০০০	১,৬০,৫০০টি পরিবার	১,৮০০
২০.	ইজিপিপি	৯,৬৭,০২৯টি পরিবার	১,৬৩,৬২৬	৯,৬৭,০৩২টি পরিবার	৮,২৯০০
মোট ২০টি কর্মসূচি		**৩,৭৩,৩০,৮৮২টি পরিবার ৩১,৪০,১৬৪ জন**	**৮,৮৮,৬৭১ লক্ষ টাকা**	**৩,২৩,৯৬,১৮৫টি পরিবার ২৯,১৮,০২০ জন ২,৯৯,৫২৬টি প্ল্যান্ট**	**৫,৫৬,৩৩৩.৫৭ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৭ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ৭টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৪,৫১৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৬,১১১ জন ও ১১,১৫৪টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে একই কর্মসূচির আওতায় ১৬,৪৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,২৩২ জন ও ২,৫৩,৭৩৫টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	ব্যক্তি অনুদান	২,১৬০ জন	৩৬০	১,৮১৮ জন	৩৯২.৮১
২.	যাকাত ফান্ড কর্তৃক যাকাত বিতরণ কার্যক্রম	৩৬,৭৭১ জন	৩৫৩	৮,৬৭৪ জন	৫০৮.১৬
৩.	ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ইমাম মুয়াজ্জিনদের কল্যাণ অনুদান (আর্থিক সাহায্য)	৫,৪৫৭ জন	২১৮.৮০	৭,৭৪৩ জন	৩৮৭.১৫
৪.	করোনা ভাইরাসের কারণে মসজিদে/ইমাম-মুয়াজ্জিনদের আর্থিক অনুদান	-	-	২,৪৪,০৪৩টি প্রতিষ্ঠান	১২,২০২.১৫
৫.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান	১০,৯৫৮টি প্রতিষ্ঠান	৩,২৭৮.২৫	৯,৩৬৭টি প্রতিষ্ঠান	২,৭১৭.৮০
৬.	হিন্দু দুস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান	১,৬৭৪ জন	২১৫	৮৮৩ জন	১৪৩
৭.	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামতের জন্য অনুদান	১৯৬টি প্রতিষ্ঠান	৭৭	৩২৫টি প্রতিষ্ঠান	৬৯.৭০
৮.	অসচ্ছল বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী	৪৯ জন	১২	১১৪ জন	১৫
মোট ৮টি কর্মসূচি		**৪৬,১১১ জন ১১,১৫৪টি প্রতিষ্ঠান**	**৪,৫১৪.০৫ লক্ষ টাকা**	**১৯,২৩২ জন ২,৫৩,৭৩৫টি প্রতিষ্ঠান**	**১৬,৪৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৮ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ৯টি প্রকল্প ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৬,৮৩৫.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬১,৩৬৮ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩,৩৭৫.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬,৭০,৭৯২ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর(২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইকো-রিস্টোরেশন প্রকল্প	-	-	৪২৩ জন	১২৬.৭৫
২.	বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প	-	-	৩,৮০২ জন	৬৪.৬৮
৩.	বৃহত্তর রংপুর জেলায় টেকসই সামাজিক বনায়ন উন্নয়ন প্রকল্প	৩৬৮ জন	২.২০	৯,৬১২ জন	৪৩২.৬৪
৪.	বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প	১৮,৩৮৭ জন	২,১৭১.৫৫	শ্রমিক ৫,৪৮,৪৫৫ জন ওয়াচার ১২,৯২৪ জন	১,৬৪৫.৩৬৫ ৭০৩.৬৬৭৩৪

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর(২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
৫.	ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপটেশন ইনটু এ্যাফোরেস্টেশন এন্ড রিফোরেস্টেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	-	-	শ্রমিক ৭,৬৮১ জন	২৩.০৪৩
৬.	স্থানীয় নৃগোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০৩ জন	৪৬.৪৪	১,৯০০ জন	৯.৫০
৭.	মহামায়া ইকোপার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	৬,৫২৯ জন	১২.৬৯	৩,১৭০ জন	৯.৫১
৮.	প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্পউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগের অধিক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি দেশীয় প্রজাতির বাগান সৃজন প্রকল্প	৮৮৯ জন	১৩২	৮২,৮২৫ জন	৩৬০
৯.	'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্প	৩১,০৭৭ জন	১০১.২৮	-	-
১০.	'কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো- ট্যুরিজম উন্নয়ন' প্রকল্প	১,৮০১ জন	২৬৬.৫১	-	-
১১.	'সুন্দরবনের পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প	২৩৪ জন	৩,৯৮৪	-	-
১২.	'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (বন অধিদপ্তর অংশ) (সিডিএসপি- অতিরিক্ত অর্থায়ন)' প্রকল্প	১,২৮০ জন	১১৯.২৫	-	-
মোট ১২টি কর্মসূচি		**৬১,৩৬৮ জন**	**৬,৮৩৫.৯৯ লক্ষ টাকা**	**৬,৭০,৭৯২ জন**	**৩,৩৭৫.১৬ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৯ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প কর্মসূচির আওতায় মোট ৩,১১,১৬৪.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭,৯৭,৬৪৫ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্প কর্মসূচির মাধ্যমে ৪,৯৬,৪২৮.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,১৭,৫০২ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ, সম্পদ সহায়তা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	২,৪৮,৭০৫ জন	৫৪৯৪৩.৪৫	৪৪,২০৭ জন	৬১,৩৮৫
২.	ঋণ প্রদান	১৪,৪৭,৫২৪ জন	২৫৪২৫৯.৭৭	১৭,৩০,৯৯৮ জন	৪৩২১৯৪.১৩
৩.	প্রশিক্ষণ	১,০১,৪১৬ জন	১৯৬১.৪৯	১,৪২,৪৯৭ জন	২৮৪৯.১৫
মোট ৩টি কর্মসূচি		**১৭,৯৭,৬৪৫ জন**	**৩,১১,১৬৪.৭১ লক্ষ টাকা**	**১৯,১৭,৫০২ জন**	**৪,৯৬,৪২৮.২৮ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি, আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা কর্মসূচি, 'সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প' অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন কর্মসূচি ও ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় প্রত্যাবাসন কর্মসূচি-সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৩১,৪৩৪.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩,৮৭,২৪৫ জন, ৩৯,৪৮২টি পরিবার ও ১,১৬২টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ৩২,১১২.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩,৭২,৭৭৪ জন, ৫২,৬৭৭টি পরিবার ও ২,৪২১টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি	২৫,৯৯৭টি পরিবার	১০,৭৬১.৫০	২৫,৯৯৭টি পরিবার	১০,৪০১.৯৩
২.	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি	১২,২২৩টি পরিবার	৬,৯৪৫.২০	১২,২২৩টি পরিবার	৬,৭৯১.৫৪
৩.	জনসংহতি সমিতির পুনর্বাসন কর্মসূচি	১,৯৬৬ জন	১,০৫৬.৪০	১,৯৬৬ জন	১,০৩৩.০৩
৪.	সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯,৪৬,৪৪২ জন	২,৮০৯.৮৬	৯,৪৬,৪৪২ জন	৩,৮২৬.৫৭
৫.	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি	৩,৫৬,৮৩৭ জন ১,১৬২টি প্রতিষ্ঠান	৮,১৬৮.৮৮	৩,৫০,৭৫৯ জন ২৮টি প্রতিষ্ঠান	৯,২৫৯.৮০
৬.	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স	২৬২টি পরিবার ৩১টি প্রতিষ্ঠান	৪০	২৫০টি পরিবার ২৫টি প্রতিষ্ঠান	৩৫
৭.	আপদকালীন পরিস্থিতি	৮০,০০০ জন ৫০০টি পরিবার	৭৬০	৭৩,৬০৭ জন ১৪,২০৭টি পরিবার ২,৩৬৮টি প্রতিষ্ঠান	৭৬৫
৮.	বিশেষ কর্মসূচি প্রকল্প (গৃহনির্মাণ)	২,০০০ জন ৫০০টি পরিবার	৮৯৩	-	-
মোট ৮টি কর্মসূচি		**১৩,৮৭,২৪৫ জন ৩৯,৪৮২টি পরিবার ১,১৬২টি প্রতিষ্ঠান**	**৩১,৪৩৪.৮৪**	**১৩,৭২,৭৭৪ জন ৫২,৬৭৭টি পরিবার ২,৪২১টি প্রতিষ্ঠান**	**৩২,১১২.৮৭**

ঘ.৪.১১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৩০,৯১৯.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫,৩২,৯০৮ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৯,৫৬০.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬,০৮,০৬৮ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের বৃত্তি প্রদান	৬,৭৫৬ জন	১,০৯৩.৬২	৬,৮৮১ জন	১,১১৩
২.	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	৩,১৫৭ জন	১,১০৪.৯৫	২,৯১৯ জন	১,০২২

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
৩.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান	৬,৬৩৫ জন	২০,৫৯০.৬৭	৩,২০৯ জন	৯,৪৫০
৪.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ ইন্সুরেন্স/ সার্ভিস বেনিফিট বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিতরণ	১,০৬২ জন	৫,৮৭৩.৭৩	৬৯৪ জন	৪,৮৪৪
৫.	আহত/পঙ্গু/অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	২০৭ জন	১৭৬.০৭	৩০৮ জন	৩০৪
৬.	প্রবাসী কর্মীদের বীমার আওতায় আনয়ন	২,২৩,৮৩৫ জন	১,০৯৬.৭৯	১,৯৫,৯৬১ জন	১,৯৪০
৭.	প্রবাসী কর্মীদের বীমার দাবীর অর্থ প্রদান	৩০ জন	৯০	১২ জন	৩৬
৮.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান	২,৯১,২২৬ জন	৮৯৩.৩১	৩,৯৮,০৮৪ জন	৮৫১.২৬
	মোট ৮টি কর্মসূচি	**৫,৩২,৯০৮ জন**	**৩০,৯১৯.১৪ লক্ষ টাকা**	**৬,০৮,০৬৮ জন**	**১৯,৫৬০.২৬ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে ১,০৬,০১৩.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪,৪৪২টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৪,৩১৫.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০,৮৭১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন	৫৪,৪৪২টি পরিবার	১,০৬,০১৩.০৬	২০,৮৭১টি পরিবার	৪৪,৩১৫.৭৩
মোট ১টি কর্মসূচি		**৫৪,৪৪২টি পরিবার**	**১,০৬,০১৩.০৬ লক্ষ টাকা**	**২০,৮৭১টি পরিবার**	**৪৪,৩১৫.৭৩ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ মোট চারটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ১৮,৪৮,৪৫৫.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৭২,৩৩,৪৭২ জন উপকৃত হন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ২,১৫,৫৮৪.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৭৪,৯৯,২১৪ জন উপকৃত

হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১,১১,৩৫,১৯৫ জন	৩,৩৭,৫৪৯.১০	১,০৮,০০,০০০ জন	১,১৫,২১১.৫৯
২.	রিচিং আউট অব চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প	১,৪৩,৫০০ জন	১৪,২৯,৪৯৩	২,৩৫,৫০০ জন	১৭,৫০৯
৩.	দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং জিওবি'র সহায়তা)	২৯,৬৩,৩২৫ জন	৫৪,৮৬৩.৮৪	২৯,০৮,০৮৫ জন	৪৫,৪৪৫.৭০
৪.	বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচি	২,২৯,৯১,৪৫২ জন	২৬,৫৫০.০৫	২,৩৫,৫৫,৬২৯ জন	৩৭,৪১৮.২৯
মোট ৪টি কর্মসূচি		**৩,৭২,৩৩,৪৭২ জন**	**১৮,৪৮,৪৫৫.৯৯ লক্ষ টাকা**	**৩,৭৪,৯৯,২১৪ জন**	**২,১৫,৫৮৪.৫৮ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৪ ভূমি মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে বিত্তহীন ও গৃহহীন হতদরিদ্রদের আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দুটি কর্মসূচির আওতায় ৭,২৩৪.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫,০৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ৩,৩৪০.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২,০৮৯টি পরিবার উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প	২০২০-২১ অর্থবছরে কোন কার্যক্রম নেই।		১,১৫৯টি পরিবার	১,৯৪৫.০৪
২.	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪)	৪৮৫টি পরিবার	৩৭০.৬২	-	-
৩.	গৃহ নির্মাণ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'ক' তালিকাভুক্ত গ্রহহীনদের জন্য গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের অর্থায়নে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে)	৪,৫৬৫টি পরিবার	৬,৮৬৪	৯৩০টি পরিবার	১,৩৯৫
মোট ৩টি কর্মসূচি		**৫,০৫০টি পরিবার**	**৭,২৩৪.৬২ লক্ষ টাকা**	**২,০৮৯টি পরিবার**	**৩,৩৪০.০৪ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৫ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৮৮,৩৬৩.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০,৯৮,৯৬৮ জন ও ৩,৬৪৫টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৭৫,৯৬৩.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০,৯৯,২৪৩ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ অর্থবছর ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃতকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	৭,৭০,০০০ জন	৭৩,৯২০	৭,৭০,০০০ জন	৭৩,৯২০
২.	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি	২,৭৫,০০০ জন	২৬,৪০০	২,৭৫,০০০ জন	২৬,৪০০
৩.	দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি	১০,৪০,০০০ জন	১,৮৪,০০৫.২৯	১০,৪০,০০০ জন	১,৭১,৯৮৪.১৭
৪.	শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি	৫০০ জন	২৪৩.৫০	২,৯১৭ জন	১,৮৫৯.৪৩
৫.	মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	৭,৯০০ জন	১,১১৭.১১	৭,৪৭০ জন	৬৭৭.০৮
৬.	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কর্মসূচি	১,২৮০ জন	২১৫.৮২	১,৪৫৩ জন	১৩২
৭.	স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণ	৩,৬৪৫টি প্রতিষ্ঠান	১,১৮৩.২৫	কোভিড-১৯ সংক্রমণ জনিত কারণে সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা নির্ধারিত হয়নি।	১,০৬৯ টাকা নিবন্ধনকৃত সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
৮.	শিশু বিকাশ কেন্দ্র	৭৫০ জন	৬৩০	৭৫০ জন	৬৩০
৯.	দুস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল	৩,০০০ জন	৩০০	পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় ও কোভিড-১৯ সংক্রমণ জনিত কারণে বিতরণ সম্ভব হয়নি।	-
১০.	পথশিশু পুনর্বাসন কাযক্রম	৫৩৮ জন	৩৪৮.৬৫	১,৬৫৩ জন	৩৬০.৪০
মোট ১০টি কর্মসূচি		**২০,৯৮,৯৬৮ জন ৩,৬৪৫টি প্রতিষ্ঠান**	**২,৮৮,৩৬৩.৬২ লক্ষ টাকা**	**২০,৯৯,২৪৩ জন**	**২,৭৫,৯৬৩.০৮ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১৩টি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,৩১,৪৪৫.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১,২১,৮৩০ জন ১২,৫৯,৯৬৪টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৩,১৭৪.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,৪০,২০৫ জন ১১,৬৮,৬৮০টি পরিবার উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প -এর আওতায় নিবন্ধিত জেলেদের বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে উপকরণ সহায়তা	১৪,৩৩০ জন	২,২০০.২৫	১৭,০০০ জন	২,৫৫২.৮৬
২.	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-এর আওতায় জেলেদের বিকল্প আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমে সহায়তা	৬৭০ জন	১৩৪	৫২৫ জন	১০৫
৩.	মা ইলিশ আহরণে বিরত মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৫,২৮,৩৪২টি পরিবার	৪,৯১৭.৮০	৪,০৮,৩২৯টি পরিবার	৩,৫৭৫.০১
৪.	জাটকা আহরণে বিরত থাকা মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৩,৭৩,৯৯৬টি পরিবার	২৬,১৬৭.০২	৩,০১,২৮৮টি পরিবার	২০,৩৯০.৯৩
৫.	৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন উপকূলীয় এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	২,৯৮,৫৯৫টি পরিবার	১৩,৩২২.০১	৪,১৯,৫৮৯টি পরিবার	১৮,৭৫৯.৪৯
৬.	কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন কাপ্তাই লেক তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	২৫,০৩১টি পরিবার	৬৭০.৩৪	২২,১৫৯টি পরিবার	৩৮৯.৫৯
৭.	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর আওতায় জেলেদের বিকল্প আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমে সহায়তা	১৬০ জন	৪০	-	-
৮.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংগ	২,০৭,৭৫০ জন	১,৫৮৪.৪৯	২,৮৪,৩১০ জন	২,০১৮.৭৯
৯.	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প	৮,৭৩,০৬১ জন	৭০,৫৮৯.৮৮	-	-
১০.	ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	৩,৬৪৪ জন	২৮৫.২৮	৮৩০ জন	৪৬০.৫৭
১১.	উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৪,০০০টি পরিবার	১,৬৪০.২৮	১৭,৩১৫টি পরিবার	৩,০১৫.৯০
১২.	আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প	১২,২২৫ জন	৬৫৭.৮৬	৩৬,৮২৫ জন	১,৩৮৪.০৪
১৩.	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৯,৯৯০ জন	৯,২৩৫.৯৮	৭১৫ জন	৫২২.০৪
মোট ১৩টি কর্মসূচি		**১১,২১,৮৩০ জন ১২,৫৯,৯৬৪টি পরিবার**	**১,৩১,৪৪৫.১৯ লক্ষ টাকা**	**৩,৪০,২০৫ জন ১১,৬৮,৬৮০টি পরিবার**	**৫৩,১৭৪.২২ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৭ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ সকল কর্মসূচিসমূহে বরাদ্দকৃত ৩,৫৩,২২৮ লক্ষ টাকায় ৬,৮৬,৭৮৪ জন ও ১৯,৮৩৬টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩,৪৫,৪০৮.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭,১৩,৩৬৬ জন ও ১৯,৮৩৬টি উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা	১,৯২,৫৯৮ জন	২,৮৮,০০০	২,০০,০০০ জন	২,৮২,২৪০
২.	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা	১১,৯৯৮টি পরিবার	৪৫,৬৯৯	১১,৯৯৮টি পরিবার	৪৫,০৯৯
৩.	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	২,৩০০ জন	১০০	২,৩৫০ জন	চলতি বরাদ্দ ৭৫ এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল ৩,৯০০
৪.	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি বীরপ্রতীকের পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা	৭,৮৩৮টি পরিবার	৩,৪৩৯	৭,৮৩৮টি পরিবার	৩,১০৫
৫.	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা (বীরশ্রেষ্ঠ-৩০,০০০, বীর উত্তম-২৫,০০০, বীর বিক্রম-২০,০০০ এবং বীর প্রতীক-১৫,০০০ টাকা মাসিক)	৫৮৭ জন	১,২৯০.২২	৫৮৭ জন	১,২২০.৪০
৬.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা (মাসিক জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা)	১,৯৫,৫০৮ জন	৪,২০০	১,৮৯,৯০৫ জন	৩,৭১৮
৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উৎসব ভাতা (জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা হারে বছরে ২টি উৎসব ভাতা)	১,৯২,৫৯৮ জন	৪,০০০	২,০০,০০০ জন	৩,৯২০
৮.	জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিজয় দিবসভাতা (জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা)	১,০৩,১৯৩ জন	৬,৫০০	১,২০,৫২৪ জন	৬,০২৬.২০
মোট ৮টি কর্মসূচি		**৬,৮৬,৭৮৪ জন, ১৯,৮৩৬টি পরিবার**	**৩,৫৩,২২৮ লক্ষ টাকা**	**৭,১৩,৩৬৬ জন ১৯,৮৩৬টি পরিবার**	**৩,৪৫,৪০৮.৯৫ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দুটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। কর্মসূচির আওতায় ৩৭,৭৪০.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৩,৭৭৩ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৭৫,৬৬৮.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৯,৭৩৫ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	৩৮,৭৭৩ জন	১২,৭৮৮.৩৭	৩০,১৪৩ জন	১০,৭১৯.৩৯
২.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি (২৪-৩৫ বয়সের বেকার শিক্ষিত যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ২ বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি)	৫,০০০ জন	২৪,৯৫১.৯০	৫৯,৫৯২ জন	৬৪,৯৪৯.২৫
মোট ২টি কর্মসূচি		**৪৩,৭৭৩ জন**	**৩৭,৭৪০.২৭ লক্ষ টাকা**	**৮৯,৭৩৫ জন**	**৭৫,৬৮৮.৬৪ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৯ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৪টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২,৮৬,৭৭৬.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৯,২২,৫৭৯ জন উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১,৪৩,০৭৮.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩১,২৭,২৮৫ জন উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রম	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান)	৫২,৫০,৮৮২ জন	২,৫০,৯৩৮.০৩	২৪,৯৪,৪০৫ জন	১,২২,৮৬৪.৪১
২.	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান) (SESIP)	-	-	২,৯৭,৯০৮ জন	৩,০৯৪.১০
৩.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড (স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের)	১,৮২,১০৩ জন	৯,৭০৯.৮৫	২,০৯,৬৭৪ জন	১১,১৪০.৪৩
৪.	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (রিসোর্স টিচার প্রোগ্রাম ও এমপিওবিহীন শিক্ষকগণকে বেতন-ভাতা সহায়তা প্রদান)	১,০৫০ জন	২,৩২০.১০	১,০৫০ জন	২,৪৫০
৫.	রাজস্বখাতভুক্ত বৃত্তি	৪,৮৮,৫৪৪ জন	২৩,৮০৮.২৫	১,২৪,২৪৮ জন	৩,৫২৯.৫৩
মোট ৫টি কর্মসূচি		**৫৯,২২,৫৭৯ জন**	**২,৮৬,৭৭৬.২৩ লক্ষ টাকা**	**৩১,২৭,২৮৫ জন**	**১,৪৩,০৭৮.৪৭ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৬,৪৯,২৮৭.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৯১,৪৮,৬৭৪ জন ও ৪,০১২টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ৫,৭৪,৩৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৮০,৩৭,২০১ জন ও ৩,৯২৮টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	বয়স্কভাতা	৪৯,০০,০০০ জন	২,৯৪,০০০	৪৪,০০,০০০ জন	২,৬৪,০০০
২.	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	২০,৫০,০০০ জন	১,২৩,০০০	১৭,০০,০০০ জন	১,০২,০০০
৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	১৮,০০,০০০ জন	১,৬২,০০০	১৫,৪৫,০০০ জন	১,৩৯,০০০
৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	১,০০,০০০ জন	৯,৫৬৪	১,০০,০০০ জন	৯,৫৬৪
৫.	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	১,০০,০০০ জন ৪,০১২টি প্রতিষ্ঠান	২৪,০০০	৯৬,৬৭৫ জন ৩,৯২৮টি প্রতিষ্ঠান	২৩,২৮০
৬.	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	১,৫৩৫ জন	১.৮২	১,১৯৭ জন	১৬৫
৭.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	২,৮৫০ জন	৫০০	২,৭১০ জন	৪০০
৮.	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৩,৪৬৩ জন	২,১৫৬	৩,৩০১ জন	১,৮৮০
৯.	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	৪,৮১৫ জন	৫৫৬	৫,৬৪৫ জন	৫৫৬
১০.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	৬৯,৫৭২ জন	৫,৭৮৭	৬৬,৯০০ জন	৫,৭৮৭
১১.	বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	৯,৫৬৪ জন	৯২৩	৮,৯৯৮ জন	৯২৩
১২.	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৫০,০০০ জন	২,৫০০	৪৯,৯০০ জন	২,৫০০
১৩.	ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	৩০,০০০ জন	১৫,০০০	৩০,০০০ জন	১৫,০০০
১৪.	কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট কার্যক্রম	৫০০ জন	৩,৫০০	৫০০ জন	৩,৫০০
১৫.	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম	২,০০০ জন	১,১০০	২,০০০ জন	১,১০০
১৬.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম	১৫,০০০ জন	২,৫০০	১৫,০০০ জন	২,৫০০
১৭.	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম	৯,৩৭৫ জন	২,২০০	৯,৩৭৫ জন	২,২০০
মোট ১৭টি কর্মসূচি		**৯১,৪৮,৬৭৪ জন ৪,০১২টি প্রতিষ্ঠান**	**৬,৪৯,২৮৭.৮২ লক্ষ টাকা**	**৮০,৩৭,২০১ জন ৩,৯২৮টি প্রতিষ্ঠান**	**৫,৭৪,৩৫৫ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২১ স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ১১টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১,৪২,৩৭৬.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮,০৩,৬৭১ জন ও ৩,১৭,০০০টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৪,৫১৪.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪,২৯,৭৩০ জন ও ২,১৭,০০০টি পরিবার উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-৩	৪৪,৪৬০ জন	৪১,২২৩.০০	১২,১৪০ জন	১,৮৪৭.০০
২.	গ্রামীণ সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ	১০,১৪৭ জন	১৩,৮০০.০০	৬,৫৪০ জন	৭,৫০০.০০
৩.	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	৬,১১০ জন	৫৭.৩০	১০,০৯০ জন	২৬৪.৬৪
৪.	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প	৮,০০০ জন	৪,১০২.৬৩	৬,৫০০ জন	২,৬৭২.০০
৫.	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৮,৯৬৩ জন	১৯৮৯.২০	১৮,৩৯৫ জন	১৬২১.০০
৬.	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৯৩৪০ জন	৮৯৭০.৪০	১৪,৫২২ জন	২৫৫৩.৭৮
৭.	অবকাঠামো দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প	১,৫২০ জন	২১৭.০০	২৩৯ জন	১৮.০০
৮.	হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	১,৫৬০ জন	৩৭৪.৯৪	১০,০৯০ জন	৪৫৯.১৩
৯.	Income Support Program for the Poorest (২য় সংশোধিত)	৬,০০,০০৭ জন	৬৫,৩৭৫.৬৯	৩,৪৭,৬৫০ জন	৩২,০৯৩.৪৩
১০.	Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC) Project	৩,১৭,০০০টি পরিবার	৪,৫৩৪.৫০	২,১৭,০০০টি পরিবার	৪,৩৩৫.৬০
১১.	উৎপাদনশীল সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন) শীর্ষক প্রকল্প	৩,৫৬৪ জন	১,৭৩২.০০	৩,৫৬৪ জন	১,১৫০.০০
মোট ১১টি কর্মসূচি		**৮,০৩,৬৭১ জন ৩,১৭,০০০টি পরিবার**	**১,৪২,৩৭৬.৬৬ লক্ষ টাকা**	**৪,২৯,৭৩০ জন ২,১৭,০০০টি পরিবার**	**৫৪,৫১৪.৫৮ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২২ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত মোট ৭টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২,৪০১.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২,৯১৫ জন ও ২,৮১৮টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৯৯৬.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩,৫৩৮ জন ও ১,৪৫২টি

প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের আর্থিক খাতা প্রদান	৪,১১৬ জন	৬৩৯.৫৫	৩,৭৫৬ জন	৫৮১.৬৯
২.	অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের চিকিৎসার জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান	২,৩২৪ জন	১৫৯.৭৬	৩৮ জন	৬৪.১৫
৩.	দেশের করোনা ভাইরাস দুর্যোগ মোকাবিলায় অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের এককালীন সহায়তা প্রদান	২,০২৯ জন	১০১.৪৫	৬,৯৬০ জন	৩৩৩.৫৩
৪.	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান	১,৭০৭টি প্রতিষ্ঠান	৮১৭	১,৪৫২টি প্রতিষ্ঠান	৭০৬.৮৭
৫.	বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল হতে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান	৪,৪৪৬ জন	২২১.৬৪	৬০০ জন	৩০
৬.	দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান	১,০১১টি প্রতিষ্ঠান	৪৫১.৮৫	৭৩২টি	২৮০
৭.	সেলুন লাইব্রেরি/বিউটি পার্লার	১০০টি প্রতিষ্ঠান	১০	-	-
মোট ৭টি কর্মসূচি		**১২,৯১৫ জন ২,৮১৮টি প্রতিষ্ঠান**	**২,৪০১.২৫ লক্ষ টাকা**	**১৩,৫৩৮ জন ১,৪৫২টি প্রতিষ্ঠান**	**১,৯৯৬.২৪ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২৩ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৬,৭৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪,৪০,৮২,৫১৭ জন, ৮১,৬১৯টি পরিবার ও ২৪২টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ১,৩৩,৪৭,৯৭১টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬,৭৮৯.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪,২৯,৭৩,৫৯৩ জন, ৮১,৬১৯টি পরিবার ও ৫১৪টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৯,২৫,৮৭৪টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম	৮১,৫০৩ জন	১,৮৪৫.৯৫	৮১,৬২১ জন	২,৩৫৬.৬১
২.	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (DSF) (হতদ্রারিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ছানি রোগী অপারেশন কার্যক্রম)	১,০১৪ জন	২৫	৫৫১ জন	১৬.৫৩
৩.	ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রণ	৪,৪০,০০,০০০ জন	২,৮৫০.৪২	৪,২৮,৯১,৪২১ জন	২,৮২০.১৯

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
৪.	আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ	১,৩৩,৪৭,৯৭১টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট	৯২৩	৩৯,২৫,৮৭৪টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট	৭০০
৫.	মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি এবং মাঝারি তীব্র অপুষ্টির কমিউনিটি ও হাসপাতালভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	৯৫টি প্রতিষ্ঠান	২৭৮.৫০	১৬০টি প্রতিষ্ঠান	১৭০
৬.	শিশুবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	১৪৭টি প্রতিষ্ঠান	১৯০.০২	৩৫৪টি	১৯০
৭.	স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি	৮১,৬১৯টি পরিবার	৬৩৮.১১	৮১,৬১৯টি পরিবার	৮৩০.৮৪
মোট ৭টি কর্মসূচি		**৪,৪০,৮২,৫১৭ জন ৮১,৬১৯টি পরিবার ২৪২টি প্রতিষ্ঠান**	**৬,৭৫১ লক্ষ টাকা**	**৪,২৯,৭৩,৫৯৩ জন ৮১,৬১৯টি পরিবার ৫১৪টি প্রতিষ্ঠান**	**৬,৭৮৯.৪৫ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২৪ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৩টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০,৭১৭.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫,৪৬,৪৫৭ জন ৩,৯৬৫টি প্রতিষ্ঠান ১,৬৫,০৫০০টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩টি কর্মসূচি/প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২১,২০৫.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬,৩৩,৪৫৪ জন, ৬,৩৫৮টি প্রতিষ্ঠান, ১,৬৫,০০০টি পরিবার উপকৃত হয়েছিল। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ম্যাটারনাল চাইল্ড রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ	৯,৭১,৩৮০ জন ৩,৯৬৫টি প্রতিষ্ঠান ১,৬৫,০০০টি পরিবার	২২,৮৯৭.৪৪	২০,২৫,০০০ জন ৬,৩৫৮টি প্রতিষ্ঠান ১,৬৫,০০০ পরিবার	১০,৫৮৩.১৭
২.	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (সিসিএসডিপি)	৫,৭৩,৬৯০জন	৭,১৮৬.৬৬	৬,০৫,১৩৫ জন	৭,৬০৪.৫১
৩.	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (সিসিএসডিপি) এবং ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রাম অপারেশনাল প্ল্যানের অধীনে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ	১,৩৮৭ জন	৬৩৩.৬৯	৩,৩১৯	৩,০১৮.২৭
মোট ৩টি কর্মসূচি		**১৫,৪৬,৪৫৭ জন ৩,৯৬৫টি প্রতিষ্ঠান ১,৬৫,০০০টি পরিবার**	**৩০,৭১৭.৭৯ লক্ষ টাকা**	**২৬,৩৩,৪৫৪ জন ৬,৩৫৮টি প্রতিষ্ঠান ১,৬৫,০০০টি পরিবার**	**২১,২০৫.৯৫ লক্ষ টাকা**

৬.১ মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ৩ জুন ২০২১ তারিখ জাতীয় সংসদ ভবনে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

(১) দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেণ্ট কমিশনারেট ও ঢাকা বন্ড কমিশনারেট সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে ৭৫ জন, বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৭৩ জন কর্মকর্তা এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৬ জন কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণে অফিস ব্যবস্থাপনা, আচরণ বিধি, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ ও ই-ফাইলিং বিষয়ে ৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(৪) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত ০৮টি অধ্যাদেশ (The Finance Ordinance 1976, The Finance Ordinance 1977, The Finance Ordinance 1978, The Finance Ordinance 1982, The Finance Ordinance 1983, The Finance Ordinance 1984, The Finance Ordinance 1985 & The Finance Ordinance 1986) নতুনভাবে প্রণয়নের আবশ্যকতা নেই বিধায় ২০১৩ সালের ৬ ও ৭ নম্বর আইনের তফসিল হতে উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বিযুক্ত করা হয়েছে।

(৫) 'কাস্টমস আইন, ২০২১' সম্পর্কিত বিধি-বিধান স্বচ্ছ, সহজ, সমন্বিত ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান 'The Customs Act, 1969' রহিতক্রমে আধুনিক ও কার্যকর রাজস্ব ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনার উন্নত কৌশল নির্ধারণ এবং সর্বোপরি আমদানি-রপ্তানি খাতে কাস্টমস ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক-মানে উন্নীতকরণে বাংলা ভাষায় 'কাস্টমস আইন, ২০২১'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৬) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র ক্রয় সংক্রান্ত সকল তথ্য সংবলিত সঞ্চয় অ্যাপ গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরের মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আপলোড করা হয়।

(৭) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রতিবেদন ও ফাইল শেয়ারিং এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সংরক্ষণের বিষয় সহজিকরণের লক্ষ্যে 'ইনসার্ভিস ফাইল সার্ভার' শীর্ষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। উক্ত সেবার ব্যবহার দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন করেছে এবং এ সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে শেয়ারিং ও সংরক্ষণ সহজ হয়েছে।

(৮) জাতীয় কমিটি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ২৮তম স্থান অর্জন করে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২১ ধাপ উন্নীত হয়েছে।

(৯) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা Digitized করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত Apps-এ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিসিএস (কর) ক্যাডার, বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচিতি নম্বর অনুযায়ী হালনাগাদ এসিআর অনলাইনে এন্ট্রি করা হয়েছে।

(১০) Stamp Act, 1899 & The Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974-এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,৪৫৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৫২ টাকা রাজস্ব আহরণ করা হয়।

(১১) ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অর্জন ও প্রবৃদ্ধি:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
২০২০-২১	৩,০১,০০০	২,৫৯,৮৬৭.০১	(+) ০.১৭ শতাংশ
২০১৯-২০	৩,০০,৫০০	২,১৬,৪৫১.৭৬	(+) ২০.০৬ শতাংশ

(১২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে করোনার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও আয়কর আহরিত হয় ৮৫,২৪৪.১৭ কোটি টাকা এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.২৫ শতাংশ। আয়কর আইনে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং অন্যান্য করদাতা বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন ১৩,৩১,১৫২ জন করদাতা E-TIN গ্রহণ করেছেন। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট করদাতার সংখ্যা ৬৩,৭৪,১২২ জনে উন্নীত হয়েছে।

(১৩) বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালে আয়কর মেলা আয়োজনের পরিবর্তে নভেম্বর ২০২০ মাসব্যাপী স্বাস্থ্যবিধি মেনে করদাতাদের আয়কর সেবা প্রদান, জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন, 'জেলা ভিত্তিক সর্বোচ্চ এবং দীর্ঘমেয়াদি আয়কর প্রদানকারী করদাতাদের পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০০৮' অনুসারে ৫২৫ জন করদাতাকে সেরা করদাতা পুরস্কার ও 'জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)' অনুসারে ১৪১ জন করদাতাকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) করদাতাদের আয়কর রিটার্ণ দাখিল সহজিকরণের লক্ষ্যে Online Return Filing System চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসে কর আদায় কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের জন্য e-TDS System চালু করা হয়েছে।

(১৫) করের আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন করদাতা শনাক্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে বিআরটিএ, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ডিপিডিসি, ডেসকোসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ক্রমে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং কাঁচা তুলাসহ আরও কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

(১৭) কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা হয়েছে। রেয়াতি শুল্ক হারে কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

(১৮) দেশীয় পেঁয়াজ চাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, পেঁয়াজ চাষে উৎসাহ প্রদান এবং আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে পেঁয়াজ আমদানিতে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

(১৯) দেশে উৎপাদিত লবণের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে লবণ চাষীদের প্রতিরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে শিল্প লবণ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(২০) স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহত করার লক্ষ্যে চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহার্য অটোক্লেভ মেশিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

(২১) মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্যসামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিদ্যমান সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পোল্ট্রি খাতের প্রতিরক্ষণে প্রক্রিয়াজাত মুরগীর অংশ বিশেষ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(২২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে উক্ত শিল্পের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্তৃক তৈরিকৃত পণ্য (পেরেক, স্ক্রু, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) আমদানিতে শুল্ককর বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশীয় মধু চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং তাদের প্রতিরক্ষণের জন্য মধু আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়।

(২৩) শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল শিল্পে প্রয়োজনীয় কতিপয় পণ্য (RFID Tag, Industrial Racking System, Cutting table ইত্যাদি) আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২৪) রপ্তানি বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় পাদুকা শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের তিনটি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২৫) সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজন শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আমদানি পর্যায়ে সঠিকমূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে সেলুলার ফোনের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

(২৬) অবৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং অথরাইজড ডিলারদের মাধ্যমে বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে স্বর্ণ বার আমদানির উপর বিদ্যমান ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(২৭) ফার্নেস অয়েল নির্ভর পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন নিরুৎসাহিত করা এবং ফার্নেস অয়েলের অপব্যবহার রোধকল্পে ২০১১ সালে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে ফার্নেস অয়েল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(২৮) বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনারেট গঠন, ডিমিনিমিস বিধিমালা কার্যকর করা, দ্রুততার সঙ্গে পণ্য খালাস ও বন্দরে পণ্যজট নিরসন, কাস্টমস কর্মকর্তাদের স্বীয় বিবেচনাপ্রসূত বিচারিক ক্ষমতা হ্রাস এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য আপিলাত ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বিদ্যমান Customs Act, 1969-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে।

(২৯) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূসক আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,১০,০০০ কোটি টাকা। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সাময়িক আহরণ হয়েছে ৯৭,৪৯২.৪৩ কোটি টাকা। আহরণের প্রবৃদ্ধি ১৫.৪২ শতাংশ।

(৩০) সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে আহরিত অর্থ দেশের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের সঞ্চয়পত্রের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কোটি টাকা)				
	জমা	**মূল পরিশোধ**	**মুনাফা পরিশোধ**	**নিট**
লক্ষ্যমাত্রা	১,০২,৭৪৭	৭২,৪৪৫	৩৩,০০০	৩০,৩০,২০০
অর্জন	৯৯,৫৫৭.৭৮	৬২,১৭১.৮০	৩০,৩০৪.৮৩	৩৭,৩৮৫.৯৮

(৩১) জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ এ ব্যবহারের জন্য নতুন ৪টি মাইক্রোবাস টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩২) বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহে ৪টি নতুন বিভাগীয় কার্যালয় চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণ খুব সহজে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

(৩৩) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা জেলার উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার বহদ্দারহাট এবং কুমিল্লায় নতুন ০৪টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো চালুকরণের প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ০৪টি জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো চালু করা হয়েছে।

(৩৪) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার, সঞ্চয় স্কিমের মুনাফা হার, সঞ্চয় স্কিমের ক্রয় ফরম, প্রাইজবন্ডের ফলাফল, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলির হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

(৩৫) অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৮৩টি কম্পিউটার, ১টি প্রজেক্টর মেশিন টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩৬) কম্পিউটারবান্ধব সঞ্চয়পত্র লেনদেন ও গ্রাহকসেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরোসমূহে ই-সেভিংস সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে। এতে স্বল্পসময়ে অধিক সংখ্যক গ্রাহকসেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

(৩৭) ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে নিয়মিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৮টি শাখার আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বছরে ০৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দপ্তরসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সমন্বয়সাধন এবং আন্তঃসংযোগের সঙ্গে কর্মকর্তাদের কর্মকালীন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেয়া হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল বিষয়ের দ্রুত সমাধান ঘটছে এবং কাজের মান ও গ্রাহকদের সেবা প্রদান করা সহজ হচ্ছে।

(৩৮) ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক (পুরুষ ও মহিলা) এবং যে কোনো বয়সের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের (পুরুষ ও মহিলা) পরিবার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

(৩৯) স্বল্প আয়ের মহিলাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত উঠান-বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে মহিলারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি স্বল্প-আয়ের মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

(৪০) দেশব্যাপী স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

(৪১) বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, পোস্ট অফিস, সঞ্চয় ব্যুরো এক ও অভিন্ন ধারায় সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রমের জন্য জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে।

(৪২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য সঞ্চয় অ্যাপস চালু করা হয়েছে।

(৪৩) সঞ্চয় ব্যুরোসমূহের লেনদেন কার্যক্রম ই-সেভিংস সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর শিরোনামে একটি ফেসবুক পেজ চালু করা হয়েছে।

চিত্র: সঞ্চয়পত্রের পুনঃভরণ বিষয়ে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত অংশীজনের সভা।

(৪৪) ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের কর মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত (বিকল্প বিরোধ মামলা সংক্রান্ত তথ্যসহ) ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	সংখ্যা
১.	২০১৯-২০ অর্থবছরের শেষে অবশিষ্ট কর মামলা	১,৬৭৪টি
২.	২০২০-২১ অর্থবছরে দায়েরকৃত কর মামলা	(+) ৭,০৪৬টি
৩.	২০২০-২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত কর মামলা	(-) ৭,২৯৯টি
৪.	২০২০-২১ অর্থবছরে এডিআর কর্তৃক অমিমাংসিত পুনঃজীবিত মামলা	(+) ৮টি
৫.	২০২০-২১ অর্থবছরে এডিআর এ অনুমোদনকৃত মামলা	(-) ৫৯টি
৬.	২০২০-২১ অর্থবছর শেষে অবশিষ্ট কর মামলা	১,৩৭০টি

(৪৫) গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনালে নৈতিকতা কমিটি ফোকাল পয়েন্ট এবং তথ্য প্রদান ইউনিট হালনাগাদকরণসহ ইন্টারনেট সুবিধা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ দেয়ালে টানানো, ওয়েবসাইট হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়েবসাইটে ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তথ্য প্রদান ইউনিটের নাম, কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা, ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে জনগণ ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরাসরি জানতে পারছে। প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি ও ফোকাল পয়েন্টের সভা, অংশীজনদের সঙ্গে সভা, গণশুনানি সংক্রান্ত সভা, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান, পোস্টার এবং কর মামলা শুনানি ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মতামত বাক্স দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনপূর্বক নির্দিষ্ট মতামত সংবলিত ফরমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৪৬) আইবাস++ বাজেট ও ই-জিপিতে টেন্ডার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেইসবুক চালু আছে। ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনাল জাতীয় তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

(৪৭) বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনসহ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ই-নথিতে ৯৫ শতাংশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(৪৮) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত মোট মামলা ৯২২টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলা ১,৯৪৩টি এবং ১,৯৪৩টি আদেশ জারি করা হয়েছে।

২. অর্থ বিভাগ

(১) ছয় মাসের কমবয়সী শিশু সন্তানসহ চাকরিতে নবযোগদানকারী মহিলা কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির [শিশুর বয়স ছয় মাস না হওয়া পর্যন্ত] বিধান করা সংক্রান্ত রুলস সংশোধন করা হয়েছে।

(২) সরকারি কর্মচারীগণ পিআরএল-এ গমনের পর কতদিন পর্যন্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) মুনাফার প্রাপ্য এবং তহবিলে অর্থ জমাকরণের বিষয় স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।

(৩) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (সিপিএফ) এর মুনাফার হার ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ১৩ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৪) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্মৃতিবহুল 'অপারেশন জ্যাকপট' নামক চলচ্চিত্র নির্মাণে গঠিত কমিটির সদস্যদের সম্মানী প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৫) জাতীয় শুদ্ধচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০২১-এর বিষয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার ৩ ক্যাটাগরির পরিবর্তে ৪ ক্যাটাগরিতে এবং এক মাসের মূল বেতনের সঙ্গে একটি ক্রেস্ট প্রদানের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাউন্সিল অফিসার ও সহায়ক কর্মচারীদের অনুকূলে মূলবেতনের সমপরিমাণ সম্মানী প্রদান করা হয়েছে।

(৭) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(৮) ব্যয়বহুল স্থান হিসাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহর এবং সাভার পৌর এলাকার ন্যায় কক্সবাজার শহর/পৌর এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের দৈনিক ভাতা সাধারণ হারের চেয়ে ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত প্রাপ্যতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

(৯) সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল ও হাসপাতালের ইন্টার্ণ চিকিৎসকদের ইন্টার্ণ ভাতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

(১০) বিশেষ বেতন-মিলিটারি অ্যাসিসট্যান্ট (এমএ) অ্যাডিশনাল মিলিটারি অ্যাসিসট্যান্ট (অ্যাডিশনাল এমএ) ডেপুটি মিলিটারি অ্যাসিসট্যান্ট (ডেপুটি এমএ) কতিপয় নিযুক্তি জেএসআই ১/২০১৬-এর সংশোধনী জেএসআই ১/২০১৯-এ সংযোজন/অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(১১) কঙ্গোতে পরিচালিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম MONUSCO মিশনে গমনকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যান আরডিবি/৩, ব্যান হেডকোয়ার্টার সাপোর্ট এন্ড সিগন্যাল কোম্পানি-১৫ এবং ফোর্স ব্যানএমপি-১৫ এর প্রতিস্থাপক হিসাবে গমনকারী ব্যান আরডিবি/৪ব্যান হেডকোয়ার্টার সাপোর্ট এ্যান্ড কোম্পানি-১৬ এবং ফোর্স ব্যানএমপি-১৬ সেনাদলের ১,১৮১ জন সদস্যের অনুকূলে অগ্রিম দুই মাসের বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(১২) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মহিলা সৈনিকদের পারিবারিক বাসস্থানের প্রাধিকার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(১৩) প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগবিহীন সেনানিবাসসমূহে সপরিবারে বসবাসরত অফিসার, জেসিও ও অন্যান্য পদবি এবং মেসে বসবাসরত সিংগেল অফিসারদের কেটু অথবা কেটু'র পরিবর্তে এলপি গ্যাস সরবরাহ করার জন্য এআর (আই) ৪৬৩ সংশোধন করা হয়েছে।

(১৪) 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ফলে খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাধ মেরামত/পুনঃনির্মাণ কাজে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় মোতায়েনকালীন সেনাসদস্যদের দৈনিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এসআর-৭৩ এর বিধান শিথিল করা হয়েছে।

(১৫) 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় কক্সবাজার জেলায় বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প এলাকায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নতিকল্পে মোতায়েনকৃত সেনাসদস্যদের দৈনিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এসআর-৭৩ শিথিল করা হয়েছে।

(১৬) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনকল্পে সৃজনকৃত সামরিক পদসমূহের বেতনস্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে।

(১৭) জাইকা'র অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Foreign Direct Investment Promotion Project (BD-P86)' শীর্ষক প্রকল্পের সুদের হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

(১৮) আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের Loan Repayment Schedule/ডিএসএল পরিশোধের সময় পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

(২০) ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে পদ সৃজন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২১) ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২২) ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল অফিসের জন্য পর্যটন ভবনের নবম তলা ভাড়ার প্রস্তাবে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

(২৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানি অর্থায়নে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান:

ক্রম	প্রতিষ্ঠান	রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির সংখ্যা	গ্যারান্টির পরিমাণ
১.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।	২টি	৬,৫০০ কোটি টাকা
২.	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)।	১টি	৫০০ কোটি টাকা
৩.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি।)	১টি	৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
৪.	বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)।	১টি	৪,৮০০ কোটি টাকা

ক্রম	প্রতিষ্ঠান	রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির সংখ্যা	গ্যারান্টির পরিমাণ
৫.	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)।	৪১টি	১,৩২২.০২ কোটি টাকা
৬.	আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক।	১টি	৫০০ কোটি টাকা
৭.	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।	১টি	১,০০০ কোটি টাকা
৮.	কর্মসংস্থান ব্যাংক।	২টি	১০০০ কোটি টাকা
৯.	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।	১টি	৮৮৮.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

(২৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানি অর্থায়নে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির নীতিগত সম্মতি প্রদান:

ক্রম	প্রতিষ্ঠান	গ্যারান্টির নীতিগত সম্মতির সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ
১.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের অনুকূলে সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক প্রদেয় ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি।	১টি	১,০০০ কোটি টাকা
২.	পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র (দ্বিতীয় ফেজ) প্রকল্পের Power Evacuation-এর জন্য বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (বিসিপিসিএল) কর্তৃক ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি।	১টি	৩০৫.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

(২৬) স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০ অনুযায়ী স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫,৫০০ কোটি টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(২৭) সরকারি ঋণ আইন, ২০২১ খসড়া বিল প্রস্তুতকরণ, মন্ত্রিসভার নীতিগত সম্মতি গ্রহণ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং করা হয়েছে।

(২৮) সরকারি ইসলামি ট্রেজারি বন্ড ইস্যুর লক্ষ্যে ধারণাপত্র প্রণয়ন ও সরকারের নিকট উপস্থাপন এবং সরকারি ইসলামি ট্রেজারি বন্ড (সুকক)ইস্যু করা হয়েছে।

(২৯) ব্যাংক বহির্ভূত উৎস (Retail) হতে গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩০) জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সমন্বিত সংস্কারে রূপরেখা সংবলিত ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩১) সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের লালমাই উপজেলা শাখা, কুমিল্লা এবং তালতলী শাখা, বরগুনাকে ট্রেজারি কার্যক্রম (আদান-প্রদান) পরিচালনার বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়েছে। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর শাখা, পঞ্চগড়কে ট্রেজারি কার্যক্রম (শুধু আদান) পরিচালনার বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৩২) '১০৯০২ ট্রেজারি প্রতিষ্ঠান' খাতের বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়করণসহ ১২০০০০৫০২ (পূর্বের ০৯০৪) মুদ্রা ব্যবস্থাপনা খাতে অর্থছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩৩) 'Upgrading of Joydevpur-Debogram-Bhulta-Mandanpur (Dhaka By-pass) Road (N-105) into 4 Lanes through Public Private Partnership' প্রকল্পের অর্থায়নে ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফিন্যান্সিং প্রদানের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

(৩৪) 'Development of a coal/Bulk Terminal of Payra Port on Public Private Partnership' শীর্ষক প্রকল্প হতে পায়রা বন্দরের ঘাটতির বিপরীতে রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

(৩৫) রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

চিত্র: রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বিলে স্বাক্ষর করেন।

(৩৬) সার আমদানি, কৃষি ও পোলট্রি শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুতের উপর ভর্তুকি এবং দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।

(৩৭) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের স্ব-অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্পের বিনিয়োগ ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৩৮) মাননীয় অর্থমন্ত্রী/সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগসহ অর্থ বিভাগের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিদেশ ভ্রমণের প্রশাসনিক অনুমোদন ও এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩৯) মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় পদোন্নতি ও নির্বাচন কমিটি (ডিপিসি), পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ডে প্রতিনিধি মনোনয়নসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সভা/কমিটিতে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

(৪০) অর্থ বিভাগ হতে পিআরএল এ গমনকারী প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অবসরজনিত পেনশন এবং পেনশনারের মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

(৪১) অর্থ বিভাগের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের শ্রান্তি-বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি এবং বহিঃবাংলাদেশ ছুটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাসময়ে অনুমোদন করা হয়েছে।

(৪২) অর্থ বিভাগের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়ন, অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪৩) ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (উন্নয়ন) সংক্রান্ত বই প্রণয়ন করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপনের জন্য অধিবেশন কক্ষের দিকে যাচ্ছেন।

(৪৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 'মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো' পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৪৫) 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন, বাজেট প্রতিবেদন ২০২১' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৪৬) 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা: হালচিত্র ২০২১' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৪৭) কৃষিখাতে প্রণোদনা (ভর্তুকি), কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪৮) ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০২০; বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০২০; সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২০; ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২০; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০; সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (সংশোধিত) বিধিমালা,২০২০; বাংলাদেশ কৃষি জিনোমিক্স ইনস্টিটিউট আইন, ২০২০; মৎসা আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২০ এবং মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার নীতিমালা, ২০২০-এর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(৪৯) অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ৩১টি সভায় ১৬৫টি নতুন প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের সুপারিশ করা হয়েছে।

(৫০) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন (জীপ গাড়ি, মাইক্রোবাস, পিকআপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি) ক্রয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

(৫১) ২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২১টি কর্মসূচি অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৫২) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের বিভিন্ন ঋণচুক্তি, বাণিজ্যচুক্তি, প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের উপর অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(৫৩) ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) খাতের বরাদ্দের বাজেট অথরাইজেশন জারি করা হয়েছে।

(৫৪) বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)-এর আওতাধীন ২১টি জুট মিলের অবসায়নকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে।

(৫৫) সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)-এর আওতাধীন ৬টি জুট মিলের অবসায়নকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের অনুকূলে ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্রের সমপরিমাণ টাকা পুনর্ভরণ করা হয়েছে।

(৫৬) পরিকল্পনা কমিশন, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয় সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে বাজেট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(৫৭) ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) হালনাগাদ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে এডিপি বাস্তবায়ন তথ্য আপলোডসহ অন্যান্য তথ্য আপলোড করা হয়েছে।

(৫৮) '২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ' এবং 'বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের একটি অংশ লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তহবিল গঠন' পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(৫৯) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মোট ১,০৭,৩৪৪টি পদসংখ্যা বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৩১টি টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৬টি বেতনগ্রেড উন্নীত/পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে। সরকারের চাকরিতে কর্মরত বিভিন্ন পদের ১ম/২য়/৩য় টাইমস্কেল প্রাপ্তির বিষয়ে দুটি মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(৬০) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৭(১), ৭(২), ১২সহ অন্যান্য বিষয়ে ১৬টি এবং ২০০৯-এর অনুচ্ছেদ ৭(৭) ও ৭(৫)সহ সিলেকশন গ্রেড বিষয়ে ৩টি মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(৬১) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে ২০২০-২১ অর্থবছরে গ্রেড ১ থেকে গ্রেড ২০ পর্যন্ত মোট ১৮,৪৩৭টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রেড ১-এর পদ ৪,৫১৩টি, গ্রেড ২-এর পদ ৪,৫৮২টি, গ্রেড ৩-এর পদ ৫,৪৭২টি এবং গ্রেড ৪-এর পদ ৩,৮৭০টি রয়েছে।

(৬২) কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন ১,১৭৪ জুনিয়র কনসালট্যান্ট, ৬,০০০ সহকারী সার্জন, ১০,০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স-এর পদ সৃজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য ৪,৯৩১টি পদ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য ৫৬৮টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

(৬৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের ৩,৯৩২টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি দেয়া হয়েছে। গ্রেড ১ থেকে গ্রেড ২০ পর্যন্ত মোট ৪২,২৯৮টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

(৬৪) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলা ও সরকারের কৃচ্ছতাসাধন নীতির আলোকে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন/প্রতিস্থাপক যানবাহন ক্রয় স্থগিত রাখা হয়।

(৬৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০টি সরকারি দপ্তরে টিওএন্ডইতে মোট ১,১৩৯টি যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৬৪০টি, নৌবাহিনীতে ২৬টি এবং জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন বিজিবিতে ৩২টি এবং বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ২৫৯টি।

(৬৬) আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ জারি হওয়ার পর বিভিন্ন দপ্তর থেকে আউটসোর্সিং সেবার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ হতে সেবা ক্রয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহের জন্য মোট ৭,৯৪১টি আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে সেবা ক্রয়ে সম্মতি দেয়া হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,০৯৭ জন সেবাকর্মীর সেবা ক্রয়ে সম্মতি দেয়া হয়েছে।

(৬৭) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব আয় দ্বারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন প্রদান সংক্রান্ত বিধিমালায় অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৬৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন ৩২টি স্বায়ত্বশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে ১-৯ গ্রেডভুক্ত ৮৬১টি পদ, ১০ গ্রেডভুক্ত ৩৪৮টি পদ, ১১-১৬ গ্রেডভুক্ত ১,৭৭১টি পদ এবং ১৭-২০ গ্রেডভুক্ত ১১,০৪টি পদসহ সর্বমোট ৪,০৮৪টি নতুন পদ সৃজনে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৬৯) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কিম প্রবর্তনে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

(৭০) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-এর কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কিম প্রবর্তনে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৭১) ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সংশোধিত কর্তৃত্ব ০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে জারি করা হয়েছে।

(৭২) ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নপূর্বক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৭৩) ২০২১-২২ অর্থবছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বাজেট বই প্রকাশ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (MBF); সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি (বিস্তারিত); মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন ও উন্নয়ন); বিস্তারিত বরাদ্দ (পরিচালন); মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন)।

(৭৪) ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট বক্তৃতা; বাজেটের সংক্ষিপ্তসার; বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি; সম্পূরক আর্থিক; বিবৃতি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে।

(৭৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে Budget Speech; Budget in Brief; Annual Financial Statement; Medium Term Macroeconomic Policy Statement প্রকাশনাসমূহের ইংরেজী ভার্সন প্রকাশ করা হয়েছে।

(৭৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালন বাজেট হতে অর্থায়নযোগ্য উন্নয়ন কর্মসূচির (PPNB) আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৪১টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৭৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে মৃত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের মোট ২৪টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৭৮) ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত মোট ৭৫১টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৭৯) সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) নামে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

- মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ ও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আইবাস++ সিস্টেমে একটি পৃথক মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০,৪০,৫৪০ জন উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের পূর্বে উপকারভোগীর তথ্য সরকারের বিভিন্ন তথ্য ভান্ডারের সঙ্গে যাচাই করা হয়েছে;
- Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নত ভার্সন iBAS^{++} সিস্টেম উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। iBAS^{++}এর বাজেট প্রণয়ন মডিউল এর আওতায় ২০১৫-১৬ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে বাজেট প্রণয়নের কাজ iBAS^{++}এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে বাজেট প্রণয়নের এই মডিউলটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রবর্তনের কাজ চলছে। চলতি অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় ও হাসপাতালগুলোর ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট iBAS^{++} সিস্টেমে প্রণয়ন করা হয়েছে;
- অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু করা হয়েছে। সেইসঙ্গে 'বাজেট কন্ট্রোল অপশন' চালু করে ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এছাড়া iBAS^{++}এর হিসাবরক্ষণ মডিউল ও জেনারেল লেজার মডিউলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল হিসাবরক্ষণ অফিসে iBAS^{++}-এর হিসাবরক্ষণ মডিউলটি চালু রয়েছে। এর ফলে ২০২০-২১ এর জুন ক্লোজিং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Independent Performance Evaluation Guidlines অর্থবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে;
- ৭২টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অর্থবিভাগের ওয়েবসাইটে এবছর প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়েছে;
- রাজস্ব ও ব্যয়ের অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ পূর্বাভাস প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে একটি ডায়নামিক ম্যাক্রোইকোনমিক মডেল প্রণয়নের লক্ষ্যে ম্যাক্রোইকোনমিক মডেল রিকয়ারমেন্ট চূড়ান্ত ও অনুমোদিত হয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ থেকে প্রথমবারের মত ত্রৈমাসিক ডেট বুলেটিন (Debt Bulletin) প্রকাশিত হয়েছে;
- ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের মত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ও পূর্ববর্তী ১৩ ডিজিট হিসাব কোডের পরিবর্তে ৫৬ ডিজিটে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ এর মত ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাবায়ন নতুন শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এতে স্থানভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে;
- দেশের সকল স্থানে অনলাইনে বেতন বিল দাখিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ কর্মকর্তা অনলাইনে বেতন বিল দাখিল করছেন। ২০২১-২২ সালে কাগুজে বেতন বিল দাখিল পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হবে;

- নন-গেজেটেড কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং ইএফটিতে বেতন প্রদান সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবালয়সহ অধিকাংশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,৫৩,১৫২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ইএফটির মাধ্যমে বেতন প্রদান করা হয়েছে;

- সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন ডাটাবেজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭,৭৮,২৪৫ জন পেনশনভোগীর তথ্য ডাটাবেজে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং এসব পেনশনভোগীর মাসিক পেনশন অনলাইনভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সকল পেনশনারকে ইএফটির আওতায় আনা হয়েছে। অর্থবিভাগের এ কার্যক্রমের ফলে পেনশনারকে দীর্ঘ সময়ে ব্যাংক অথবা হিসাবরক্ষণ অফিসে লাইনে দাঁড়িয়ে মাসিক পেনশন গ্রহণ করতে হচ্ছে না, বরং ঘরে বসে মোবাইল ফোনে পেনশনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেনশনের টাকা জমা হওয়ার তথ্য জানতে পারছেন। ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদানের ফলে মাসিক পেনশন উত্তোলন প্রক্রিয়া সহজ ও সেবাবান্ধব হওয়ায় অর্থবিভাগ এ বছরে 'জনপ্রশাসন পদক' অর্জন করেছে;

- প্রায় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার সরকারি কর্মচারী অনলাইন ডাটাবেইজ সম্পন্ন হওয়ায় তাদের বেতন ভাতা বাবদ বাজেট প্রণয়ন, অবসর গ্রহণের তথ্য iBAS^{++}এ সংযোজিত হয়েছে। দেশের সকল স্থানে গেজেটেড কর্মকর্তাগণের বেতন-ভাতাদি Electronic Fund Transfer (EFT)-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে;

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৬টি SAE (Self Accounting Entity) (গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, রেলওয়ে এবং সিজিডিএফ)-এ iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে, এগুলো থেকে ইলেকট্রনিক অ্যাডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ পরিশোধ করছে, যার ফলে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে;

- প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতাদি iBAS^{++} এর মাধ্যমে প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহনীর কর্মকর্তা এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা সকলেই নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে iBAS^{++} এর মাধ্যমে ইএফটির মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পাচ্ছেন;

- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ভিত্তিক সফ্টওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। সঞ্চয়পত্রের কিস্তির সুদ এবং আসল নগদায়নের অর্থ ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সঞ্চয়পত্রকে পেপারলেস করা হয়েছে। এর ফলে যেমন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সীমা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন হচ্ছে। এই সেবা বর্তমানে সারাদেশে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়কারী সকল আউটলেটে চালু করা হয়েছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমকেও অনলাইন করা হয়েছে;

- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যেন ট্রেজারির বাইরে পড়ে না থাকে সে উদ্দেশ্যে নগদ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য iBAS^{++} এ নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এই মডিউলটি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপক্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল-এ সফলভাবে পাইলটিং এর পর বিদ্যুৎ বিভাগের সকল প্রকল্প, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়াতে চালু করা হয়েছে;

- বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ইত্যাদি-সহ নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির ওপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে;

- iBAS^{++} ব্যবহার করে G2P-এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদানের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭.৪৪ কোটির বেশি উপকারভোগীকে EFT-এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- ঘরে বসে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে অটোমেটেড চালান ও এ-চালান বাতায়ন চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিকগণ সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারবেন, অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়কর এবং পাসপোর্ট ফি বাবদ প্রায় ১,২৯৯ কোটি টাকা এ চালান পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৫টি ব্যাংক অটোমেটেড চালান সিস্টেম ব্যবহার করছে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোতে এই পদ্ধতি অচিরেই চালু হবে; এবং
- বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দূতাবাসসমূহের জন্য iBAS^{++} এ পৃথক সাব-মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং সফলভাবে চারটি দূতাবাসে চালু করা হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(১) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকারের উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বরাবরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বৈদেশিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশের সঙ্গে সম্পাদিত মোট ৯৭টি চুক্তির মাধ্যমে ৯,৩৪৯.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে, যার মধ্যে ৭৮৪.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৬৩টি অনুদান চুক্তি ও ৮,৫৬৫.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩৪টি ঋণ চুক্তি। অন্যদিকে, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭,২১২.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার অর্থছাড় হয়েছে, যার মধ্যে অনুদান ৪৩০.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ৬,৭৮১.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরের কমিটমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৯,৩৪৯.৯৪ অর্জিত হয়েছে এবং অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫,৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৭,২১২.১৩ অর্জিত হয়েছে।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্জিত প্রতিশ্রুতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাভিত্তিক বিভাজন:

- জাপানের সঙ্গে ২৬১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩টি ঋণ চুক্তি এবং ১৮.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংক এর মধ্যে ২,৪৯৮.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৮টি ঋণ চুক্তি এবং ২১৪.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- এডিবি এর সঙ্গে ১,৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৪টি ঋণ চুক্তি এবং ৫.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৪টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- এআইআইবি-এর সঙ্গে ১,১৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৫টি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান/দেশসমূহের সঙ্গে ৭২৫.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১৪টি ঋণ চুক্তি এবং ৫৪৬.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৫৩টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭,২১২.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার অর্থছাড় করা হয়েছে, এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান/দেশ হতে ৩,৮৭৩.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রভিশনাল) এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান হতে ৩,৩৩৮.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রভিশনাল)। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে দ্বিপাক্ষিক উৎসের মধ্যে জাপান সর্বোচ্চ ১,৯১৯.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বিশ্বব্যাংক সর্বোচ্চ ১,৫৭৩.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করেছে।

(৪) ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১,৯১৪.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে আসল বাবদ ১,৪১৮.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সুদ বাবদ ৪৯৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রভিশনাল) পরিশোধ করা হয়েছে।

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১২০টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ও ২০৯টি বিনিয়োগ প্রকল্পসহ সর্বমোট ৩২৯টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৩,০০০ কোটি টাকা প্রকল্প সহায়তা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি কর্তৃক জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ২×৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার (রামপাল প্রকল্প), রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রোরেল) প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল কোল্ড ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ও দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে ঘুনধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ এই ৯টি প্রকল্পকে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং টাস্কফোর্স কর্তৃক নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়।

(৭) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি অন নন-কনসেশনাল লোন ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১০টি অনমনীয় ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এ কমিটি গঠনের পর এ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৫টি অনমনীয় ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

(৮) বৈদেশিক সহায়তায় পাইপলাইন ও চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার জন্য ওয়েববেজড্ এ্যাপ্লিকেশন ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (FAMS) সফ্‌ট্ওয়্যার ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সিসমূহ অনলাইনে সংযুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তার আহরণ, ছাড় ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নসহ বৈদেশিক সহায়তার সার্বিক ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে।

(৯) গত ১২ আগস্ট ২০২০ তারিখে সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে ৪১তম ওডিএ লোন প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ৭টি প্রকল্পের জন্য ৩৩৮ বিলিয়ন ২৪৭ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন ৩.৩১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংবলিত বিনিময় নোট ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত Mr. ITO Naoki-এর সঙ্গে বিনিময় নোট এবং বাংলাদেশস্থ জাইকা অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ Mr. Yuho Hayakawa এর সঙ্গে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেন। প্রকল্প ৭টি নিম্নরূপ:

- Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 5) (I)
- Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (II)
- Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (IV)
- Jamuna Railway Bridge Construction Project (II)
- Chattogram-Cox's Bazar Highway Improvement Project (E/S)
- Food Value Chain Improvement Project
- Urban Development and City Governance Improvement Project

(১০) ০৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan-এর জন্য বিনিময় নোট ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(১১) বিশ্বব্যাংক হতে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নয়ন নীতি সহায়তা 'Third Programmatic Jobs Development Policy Credit (DPC)' প্রাপ্তির লক্ষ্যে ২২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংক-এর মধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং Country Director, World Bank, Dhaka ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য (ক) বিনিয়োগ ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিবেশ আধুনিকায়ন (খ) শ্রমিকদের সুরক্ষা ও সব ধরনের অভিঘাত মোকাবিলার সক্ষমতা জোরদারকরণ (গ) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিক হারে কর্মে প্রবেশ নিশ্চিতকরণে নীতি ও কর্মসূচি উন্নয়ন।

চিত্র: A loan agreement of $250 million OCR Regular on Strengthening Social Resilience Programme has been signed on 22 June 2021 in Dhaka between the Government of Bangladesh (GoB) and the Asian Development Bank (ADB).

(১২) ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য 'International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)' এবং সরকারের মধ্যে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ITFC-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

(১৩) ২৪ মে ২০২১ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সাইনবোর্ড মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগীসড়কের (আর-৭৭৩) ১৭তম কিলোমিটারে পানগুচি নদীর উপর 'Construction of Panguchi Bridge Project'-শীর্ষক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং কুয়েত ফান্ডের মধ্যে ১৪.৫০ মিলিয়ন কুয়েতি দিনার সমপরিমাণ প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারের পক্ষে কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং Director General, KFAED, ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেন।

(১৪) ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য Bangladesh Power System Enhancement and Efficiency Improvement Project-Additional Financing-শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ঋণচুক্তিতে এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সদস্য (অর্থ) প্রকল্প চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এডিবি'র পক্ষে বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর উভয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

(১৫) ২২ জুন ২০২১ তারিখে সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর মধ্যে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Ordinary capital Resources ঋণচুক্তি ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং এডিবি'র Country Director বাংলাদেশ আবাসিক মিশন এই Policy Based Loan স্বাক্ষর করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য 'Strengthening Social Resilience Programme (Sub Programme)' শীর্ষক এ কর্মসূচির আওতায় (ক) সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর ক্ষেত্র ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি (খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ (গ) সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট চাহিদাসমূহের ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হবে। এ কর্মসূচি করোনার কারণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। ঋণচুক্তি অনুযায়ী এ কর্মসূচির কার্যক্রম ৩০ জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হবে।

(১৬) আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর গভর্নিং কাউন্সিলের ৪৪তম ভার্চুয়াল সভা ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে ইফাদ-এর প্রধান কার্যালয় রোম, ইতালী-তে অনুষ্ঠিত হয়। ইফাদ প্রেসিডেন্ট-এর আমন্ত্রণে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ভার্চুয়াল সভায় যোগদান করেন। এর মধ্যে সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, রোমে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং ইকোনমিক কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন। ইফাদের পক্ষ থেকে ইফাদ প্রেসিডেন্ট এবং তার দল অংশগ্রহণ করেন।

(১৭) ২০ মে ২০২১ তারিখে সরকার এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে 'Amendment to the Agreement between the Government of the kingdom of Denmark and the Government of the People's Republic of Bangladesh regarding support for the Denmark-Bangladesh Country Programme'-শীর্ষক সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ডেনমার্কের ঢাকাস্থ মান্যবর রাষ্ট্রদূত চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

(১৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতিঅর্জনে সক্ষম হয়। এরই সুবাদে গত ১২-১৬ মার্চ ২০১৮ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের Committee for Development Policy (UN-CDP)-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় সকল মানদণ্ড পূরণ করায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশপ্রাপ্ত হয়। গত ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে অনুষ্ঠিত (UN-CDP)-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় ০৫ বছরের প্রস্তুতিকালসহ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভকরে; যা বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা উত্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) একটি দক্ষ শক্তিশালী আর্থিক বাজার ও সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে:

- ব্যাংক, বীমা, পুঁজি বাজার, ক্ষুদ্রঋণ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন; প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে আর্থিক বাজার ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন;
- আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন;
- রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- পুঁজিবাজারে নতুন প্রোডাক্ট প্রচলনের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ ও উত্তম মৌলভিত্তি সম্পন্ন সিকিউরিটিজ সরবরাহ;
- বীমা দাবি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি এবং বীমা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন;